উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

APD

কুণালকে অশ্রাব্য আক্রমণ মীনাক্ষীর » ৫

বাংলাদেশে সমস্যায় পাট রপ্তানি

বাংলাদেশ থেকে স্থলপথে নয় ধরনের পণ্য রপ্তানিতে বিধিনিষেধ জারি করেছে ভারত। এর ফলে পাটজাত পণ্য নিয়ে বিপাকে বাংলাদেশ। » ৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
৩৪°	২৫°	৩৪°	২৭°	৩৪°	২৭°	৩৪°	২৬°

ট্রাম্পের কর ছাঁটাই বিল পাশে তোপ মাস্কের » ৭

১৫ আষাঢ় ১৪৩২ সোমবার ৫.০০ টাকা 30 June 2025 Monday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 43

স্কুলে টাকা চুরি, ‘চুরি’র শাস্তি বেধড়ক মার

নীহাররঞ্জন ঘোষ ও মোস্তাক মোরশেদ হোসেন

মাদারিহাট ও রাঙ্গালিবাজনা, ২৯ জুন : অভিযোগ টাকা চুরির। সেই অভিযোগ নাকি প্রমাণও করে দিয়েছেন স্কুলের প্রধান শিক্ষক। টাকা চুরির অভিযোগে তাই তৃতীয় শ্রেণির এক ছাত্রকে গত দু’দিন ধরে বেধড়ক মারধর করা হয়েছে। তার পিঠে, পায়ে, হাতে ও হাতের তালুতে আঘাত রয়েছে। বেধড়ক মারধর

নির্যাতন

- পিঠে, পায়ে, হাতে ও হাতের তালুতে মেরে তিনটি লাঠি ভেঙে ফেলেছেন শিক্ষক
- তার দুই হাতের তালুতে নারকেলের শলার ঝাঁটা দিয়ে মারা হয়েছে
- গায়ে, পিঠে কালশিটে দাগ তৈরি হয়েছে
- হাতের তালু কেটে গিয়েছে

করে তিনটি লাঠি ভেঙে ফেলেছেন শিক্ষক। তার দুই হাতের তালুতে এমনভাবে নারকেলের শলার ঝাঁটা দিয়ে মারা হয়েছে যে ক্ষত তৈরি হয়েছে।

ওই নাবালক মাদারিহাট থানার উত্তর শিশুবাড়ির ভগতপাড়ার বাহাদুর ভগত সারদা শিশু মন্দির আবাসিক বিদ্যালয়ের পড়ুয়া। এমন নির্যাতন সহ্য করতে পারেনি নাবালকটি। বাড়িতে নিয়ে আসার পরই জ্বরে শয্যাশায়ী ওই ছাত্র। তার বাড়ি মাদারিহাটের মুজনাই চা বাগানের বাঙ্গাবাড়ি ডিভিশনের মন্দির লাইনে। রবিবার ওই শিক্ষকের বিরুদ্ধে শিশুর বাবা মাদারিহাট থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। সেই মতো রাতেই অভিযুক্ত ওই স্কুলের প্রধান শিক্ষক দীপক ঘোষকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আলিপুরদুয়ারের পুলিশ সুপার ওয়াই রঘুবংশী বলেছেন, ‘আমরা তদন্ত শুরু করেছি। আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।’

ওই ছাত্রের বাবা কিষানলাল ওরাওঁ দুই বছর আগে ওই বেসরকারি আবাসিক স্কুলে তাঁর ছোট ছেলেকে ভর্তি করেছিলেন। এখন সে তৃতীয় শ্রেণিতে পড়ছে। স্কুলে গরমের ছুটি ঘোষণার পর শুক্রবার বিকালে ছেলেকে আনতে গিয়েছিলেন। গিয়ে দেখেন ছেলে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছে। কী হয়েছে জানতে চাইলে জামা খুলে হাত, পা, কোমর ও পিঠে ক্ষতচিহ্ন দেখায়। বলে, ‘আমাকে হেডস্যর টাকা চুরির অপবাদ দিয়ে এইভাবে দুইদিন ধরে মেরেছে।’ কিষানলাল বললেন, ‘ছেলের গোপনাঙ্গেও যেভাবে মেরেছে তাতে আমি স্থির থাকতে পারিনি। দেখি শরীরে কালশিটে পড়ে গিয়েছে। দুই হাতের তালুতে অজস্র ফুটো হয়ে আছে। হাত-পা ফুলে গিয়েছে। ও যন্ত্রণায় খেতে পারেনি। আমাকে ফোন করতে চাইলেও করতে দেওয়া হয়নি। যন্ত্রণায় ছেলে বিছানায় পড়ে থাকলেও ওষুধ পর্যন্ত দেয়নি।’

ওই স্কুলের প্রধান শিক্ষক দীপক কার্যত অপরাধ স্বীকার করে নিয়েছেন। তিনি জানিয়েছেন, কয়েকদিন ধরেই তাঁর পকেট ও যেখানে টাকা রাখেন সেখান থেকে চুরি হচ্ছিল। ওই ছাত্রের প্রতি সন্দেহ হয়। শেষপর্যন্ত প্রমাণ হয়ে যায় সে-ই টাকা চুরি করেছে। সেইজন্য শাসন করেছেন। তবে দীপকের কথায়, ‘শাসন যে এতটা বেশি হয়ে যাবে আমি বুঝতে পারিনি। আর চিকিৎসা করাতে চেয়েছিলাম। কিন্তু ওর বাবা রাজি হননি।’ দীপক ছেলেটির চিকিৎসার খরচ দিতে চেয়েছেন।

কিষানলাল মুজনাই চা বাগানে বিঘা শ্রমিকের কাজ করেন। তাঁর স্ত্রী বাগানের স্থায়ী শ্রমিক। দুই ছেলে, এক মেয়ে। এটি ছেলে ছোট।

এরপর দশের পাতায়

ছেলের খিদে, তিস্তায় ফেললেন মা

অভিরূপ দে

ময়নাগুড়ি, ২৯ জুন : আমলাশোলের কথা মনে আছে? একসময় বঙ্গ রাজনীতিতে আমলাশোল নিয়ে যা চর্চা হয়েছিল, তাতে ক্ষুধা আর ঝাড়গ্রাম জেলার সেই জায়গার নাম যেন সমার্থক হয়ে উঠেছিল। আমলাশোলের সঙ্গে তুলনা চলে না ঠিকই, কিন্তু তিস্তাপাড়ের মরিচবাড়ির বাওয়ালি দম্পতির ঘটনাও চর্চা হওয়ার মতোই। অভাবের সংসারে শিশুসন্তানের মুখে তুলে দেওয়ার মতো খাবারটুকুও নেই। তাই বাধ্য হয়ে মা ছেলেকে কোলে নিয়ে ছুটলেন নদীর দিকে। দেড় বছরের ছেলেকে তিস্তায় ফেলে দিয়ে সব জ্বালা জুড়োবেন তিনি।

রবিবার ভরদুপুরে সেই মরিচবাড়িতে তখন ব্যাপক হইচই। সদ্য সদ্য তিস্তা থেকে দেড় বছরের সেই শিশুকে উদ্ধার করে নিয়ে এসেছেন দুই কিশোরী ও এক মহিলা। মা সীমা বাওয়ালি

মন খারাপের উপাখ্যান

যখন সন্তানকে জলে ফেলে দেন, ঘটনাচক্রে সেসময় ওই তিনজন নদীর পাড়েই ছিলেন।

সীমার স্বামী বিপুল বাওয়ালি পেশায় কাঠের ঠিকামিস্ত্রি। ফলস সিলিংয়ের কাজ করেন। রোজ রোজ কাজ জোটে না। টিনের চালা দেওয়া দরমার বেড়ার ঘরে তাই তীব্র অভাব লেগেই থাকে। এদিন ঘরে একদানাও খাবার ছিল না। সকাল থেকেই খিদের জ্বালায় কান্না জুড়েছিল সেই শিশুটি। তার ওপর রাগ করেই এই কাণ্ড ঘটিয়েছেন মা। এদিন ভরদুপুরে বাড়ির সামনে উদ্ভ্রান্তের মতো বসে ছিলেন সীমা। ঘিরে ধরেছিলেন পাড়াপ্রতিবেশীরা। সন্তানকে নদীতে ফেলে মারতে চাওয়ার ‘অভিযোগে’ তার আগে একচোট মারধর করা হয়েছে তাঁকে। সীমা বলছিলেন, ‘আমি বাচ্চাকে মারতে চাইনি। ওকে ভয় দেখাতে চেয়েছিলাম।’

সীমা-বিপুলের একটি তিন বছরের একটি কন্যাসন্তানও রয়েছে। সপ্তাহ দুয়েক ধরে কোনও কাজ পাননি বিপুল। সন্তানের কান্না সহ্য করতে না পেরে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অশান্তি শুরু হয়। এরপর বিপুল কাজের খোঁজে বাড়ির বাইরে যান। তখন সীমা তাঁর পুত্রসন্তানকে নিয়ে বাড়ি লাগোয়া তিস্তা নদীতে গিয়ে শিশুটিকে নদীতে ফেলে দেন বলে অভিযোগ। এমনিতেই ভরা বর্ষায় তিস্তা এখন ফুলেফেঁপে রয়েছে।

তিস্তা থেকে ছেলেকে উদ্ধার করে আনার পর এলাকায় ভিড়।

এরপর দশের পাতায়

বিষাদ।। *গুণ্ডিচা মন্দিরের কাছে হাসপাতালে স্বজন হারানোদের কান্না। রবিবার পুরীতে। -পিটিআই*

রথযাত্রায় পদপিষ্ট, পুরীতে মৃত তিন

ক্ষমা চাইলেন ওডিশার মুখ্যমন্ত্রী

ভুবনেশ্বর, ২৯ জুন : রথযাত্রার উচ্ছ্বাস থেমে পুরীতে হাহাকার। পদপিষ্ট হয়ে কমপক্ষে ৩ জনের প্রাণ গিয়েছে। আহত ৫০-এর বেশি। তাঁদের মধ্যে ৬ জনের অবস্থা গুরুতর। পুরীর মূল মন্দির থেকে প্রায় ৩ কিলোমিটার দূরে গুণ্ডিচা মন্দিরের কাছে রবিবার ভোরে ঘটনাটি ঘটে। শনিবার থেকে সেখানে দাঁড়ানো ছিল জগন্নাথ, বলভদ্র ও সুভদ্রার রথ। ভিড়ের চাপে মূর্তিগুলি রথ থেকে নামানো যায়নি।

রবিবার ভোরেই রথের আশপাশে উপচে পড়া ভিড় জমে যায়। কিন্তু ভিড় নিয়ন্ত্রণে যথেষ্ট পুলিশ ও স্বেচ্ছাসেবক মোতায়েন থাকলেও জনতার উচ্ছ্বাস সামলাতে পারেনি। ভোর ৪টে নাগাদ জগন্নাথ দেবের রথের কাছে হুড়োহুড়ি শুরু হলে ধাক্কাধাক্কিতে কয়েকজন মাটিতে পড়ে যান। তাঁদের মাড়িয়ে রথের দিকে এগোনোর চেষ্টা করেন অনেকে। তখনই ঘটে পদপিষ্টের ঘটনা।

পুলিশ অবস্থা নিয়ন্ত্রণে আনার আগেই বহু মানুষ আহত হন। তাঁদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা ৩ জনকে মৃত ঘোষণা করেন। মৃতদের মধ্যে মহিলা দুজন প্রভাতি দাস এবং বাসন্তী সাউ। অপর মৃতের নাম প্রেমাকান্ত মহান্তি। ৩ জনেই ওডিশার খুরদা জেলার বাসিন্দা।

> মহাপ্রভুর এক ঝলক দর্শন পাওয়ার জন্য ভক্তদের প্রচণ্ড আগ্রহের কারণে ও বিশৃঙ্খলার ফলে দুর্ভাগ্যজনক ঘটনাটি ঘটে গিয়েছে। আমি ব্যক্তিগতভাবে এবং আমার সরকার প্রভু জগন্নাথ দেবের কাছে ক্ষমাপ্রার্থী।
>
> **মোহনচরণ মাঝি, *মুখ্যমন্ত্রী***

এই দুর্ঘটনায় প্রশাসনিক ব্যর্থতা স্বীকার করেছেন ওডিশার মুখ্যমন্ত্রী মোহনচরণ মাঝি। ক্ষমাও চেয়েছেন। তিনি বলেন, ‘মহাপ্রভুর এক ঝলক দর্শন পাওয়ার জন্য ভক্তদের প্রচণ্ড আগ্রহের কারণে ও বিশৃঙ্খলার ফলে দুর্ভাগ্যজনক ঘটনাটি ঘটে গিয়েছে। আমি ব্যক্তিগতভাবে এবং আমার সরকার প্রভু জগন্নাথ দেবের কাছে ক্ষমাপ্রার্থী। প্রভু আমাদের এই দুঃখ সহ্য করার শক্তি দিন।’

তাঁর বক্তব্য, ‘এ ধরনের কর্তব্যে অবহেলা সহ্য করা হবে না। তদন্ত চলছে। দোষীদের শাস্তি নিশ্চিত করা হবে।’ মৃতদের পরিবার পিছু ২৫ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ ঘোষণা করেন তিনি। ঘটনার পরই পুরীর জেলা শাসক ও পুলিশ সুপারকে বদলি করা হয়। কয়েকজন পুলিশকর্তাকে সাসপেন্ড করেছে ওডিশা সরকার।

প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, ভিআইপিদের দেবদর্শনের জন্য আলাদা ব্যবস্থা করে দিতে গিয়ে এই বিপত্তি ঘটেছে। অন্য একটি দাবি হল, জগন্নাথের রথের চারপাশে ভিড়ের মধ্যেই পুজোর সামগ্রী নিয়ে একটি গাড়ি সেখানে ঢুকে পড়ে।

এরপর দশের পাতায়

বিজ্ঞাপনে পুরসভার পাওনা প্রায় ৩০ লক্ষ

ভাস্কর শর্মা

ফালাকাটা, ২৯ জুন : বিজ্ঞাপনে মুখ ঢেকেছে শহর ফালাকাটার। নিয়ম অনুযায়ী এই বিজ্ঞাপনের জন্য টাকা পাওয়ার কথা পুরসভার। অ্যাড এজেন্সি পুরসভাকে এই টাকা দেবে। তবে ফালাকাটা পুরসভার ক্ষেত্রে তা হয়নি। এই পুরসভা গঠিত হয়েছে ৩ বছর পার হয়ে গেল। কিন্তু শহরের বিভিন্ন জায়গায় লাগানো বিভিন্ন বাণিজ্যিক সংস্থার বিজ্ঞাপন থেকে একটি টাকাও পাচ্ছে না পুরসভা। তিন বছর ধরে বিজ্ঞাপন এজেন্সির থেকে প্রায় ৩০ লক্ষ টাকা পাওনা রয়েছে পুর কর্তৃপক্ষের। এই অবস্থায় এবার বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপন

হিসেব নেই

- ফালাকাটা গ্রাম পঞ্চায়েত থাকার সময় থেকেই টাকা বকেয়া
- সেই টাকার কোনও হিসেবও নেই পুরসভার কাছে
- পুরসভা গঠিত হওয়ার পরেও এক টাকাও দেয়নি এজেন্সি
- এজেন্সির টাকায় অস্থায়ী কর্মীদের বেতন, বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ করা যেতে পারে

নিয়ে কড়া ব্যবস্থা নিচ্ছে পুরসভা। কয়েকদিনের মধ্যেই শহরজুড়ে লাগানো বিজ্ঞাপন খুলে দেওয়া হবে বলে পুরসভা সূত্রে জানানো হয়েছে।

ফালাকাটা পুরসভার চেয়ারম্যান প্রদীপ মুহুরি বলেন, ‘অ্যাড এজেন্সির কাছে আমরা অনেক টাকা পাব। তাদের বারবার চিঠি পাঠালে বা ডেকে নিয়ে এসে মিটিং করলেও কাজ হচ্ছে না। তাই এবার আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি, এজেন্সিগুলিকে আর ১ মাস সময় দেব। তার মধ্যে বকেয়া না মেটালে আমরা শহর থেকে সব বিজ্ঞাপন খুলে নেব।’

এরপর দশের পাতায়

সময়ের কথা

উপহাসের প্যারেড গ্রাউন্ড

মৈনাক কুন্ডা

আলিপুরদুয়ার কিছুদিন হল সরগরম। প্রধানমন্ত্রী আলিপুরদুয়ার প্যারেড গ্রাউন্ডে এক সভা করে গেলেন। ঝকঝকে তাঁবু, পেল্লায় সব নির্মাণ, বিভিন্ন কংক্রিটের ব্লক ইত্যাদি দিয়ে এমন একটা আবহ তৈরি হয়েছিল যা সহজে দেখা যায় না। বিশেষত এই জলা-জঙ্গলের দেশ আলিপুরদুয়ারের বাসিন্দারা এমন সুযোগ সচরাচর পান না। আয়োজনটি দেখে মনে পড়ে যায় প্রাচীন ভারতের রাজসূয় যজ্ঞের দৃশ্যপট। অপূর্ব শোভাযাত্রা, আলোকসজ্জায় ঝলমলে বিশাল প্যান্ডেল, দূরদূরান্ত থেকে আগত অতিথিদের আনাগোনা- সব মিলিয়ে যেন এক রাজকীয় আবহ। সাজসজ্জা, নিরাপত্তা ব্যবস্থা প্রতিটি দিকেই ছিল পরিকল্পনার ছাপ। সেই সভা, সেই মঞ্চ, সেই হেলিপ্যাড প্যারেড গ্রাউন্ডকে ভাগাড়ের চেয়েও খারাপ অবস্থায় ঠেলে দিয়েছে। প্যারেড গ্রাউন্ডের মতো শহরের মধ্যে সুবিশাল মাঠ উত্তরবঙ্গে দ্বিতীয়টি আছে বলে জানা নেই।

স্বচ্ছ ভারত মিশনের বুলি আওড়ানো প্রধানমন্ত্রীর দিকে তাকিয়ে এখন উপহাসের হাসি হাসছে মাঠটি। প্রধানমন্ত্রী ২০১৪-র ২ অক্টোবর স্বচ্ছ ভারত মিশন প্রকল্প চালু করেছিলেন। ২০১৯-এর মধ্যে ভারতবর্ষকে ‘স্বচ্ছ দেশ’ হিসাবে গড়ে তোলার উদ্দেশ্য। যেহেতু লক্ষ্যমাত্রা ছিল ২০১৯ তাই হয়তো ২০২৫-এ মাঠ অস্বচ্ছ করায় দোষের কিছু দেখছেন না নেতা, আমলারা। কিংবা তাঁরা হয়তো ভেবেছেন, দেশ তো এখন পরিষ্কার, তাই এইটুকু নোংরা করা যেতেই পারে! অথবা প্রধানমন্ত্রী দর্শন-এর তুলনায় এ আর এমন কী!

যে মাঠ আলিপুরদুয়ারের গর্ব, তার ওপর যথেচ্ছ অবিচার দীর্ঘদিন থেকে নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর আগে মাঠের দফারফা করে বারবার মুখ্যমন্ত্রীর সভা হয়েছে। যখন রাজনৈতিক প্রতিপত্তির চরমে, সভা করেছেন বাম নেতারা। এই তো কিছুদিন আগের কথা, প্রশাসনিক সভা করে গেলেন মুখ্যমন্ত্রী। তখনও মাঠে ম্যারাপ বাঁধা হয়েছে। ট্রাকে বাইরে থেকে আনা লোহার সরঞ্জাম দিয়ে প্যান্ডেল তৈরি হয়েছে। আবার, মুখ্যমন্ত্রীর দলের লোকেদের পরিকল্পনাতেই মাঠের এক কোনায় মুক্তমঞ্চ জাতীয় একটা কংক্রিটের নির্মাণ তৈরি করে ফেলা হল। তখন অবশ্য আলিপুরদুয়ার বিষয়টা নজরে আনেনি। প্রতিবাদ সভাও হয়নি। জেলা শাসকের বাংলোর ঠিক উলটোদিকে মাঠে, একটি ঘর তৈরি হয়ে পড়ে আছে। ওটা নাকি সৌন্দর্যায়নের জন্য। বর্তমানে কমবয়সি ছেলেমেয়েদের নেশার আড্ডা বসে সেখানে। প্রতি বছর ডুয়ার্স উৎসব এবং হরেক মেলাকে কেন্দ্র করে মাঠের উপর অত্যাচার তো আমাদের গা-সওয়া হয়ে গিয়েছে। মাঠের একধারে যে হেলিপ্যাড তৈরি করা হয়েছে, ওটা নাকি চিরস্থায়ী হয়ে গিয়েছে।

এরপর দশের পাতায়

মহুয়া-কল্যাণের বেলাগাম বাগযুদ্ধ

মদনকে শোকজ, তৃণমূলে চরম অস্বস্তি

নয়নিকা নিয়োগী

কলকাতা, ২৯ জুন : একে তো আইন কলেজে ছাত্রীকে গণধর্ষণে দলের লোকদের নাম জড়ানোয় তৃণমূলের বিড়ম্বনার শেষ নেই। গোদের ওপর বিষফোড়ার মতো ঘটনাটিকে নিয়ে দলের অন্দরে কাদা ছোড়াছুড়ি চরম আকার নিয়েছে। দলের দুই সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও মহুয়া মৈত্রের বাগযুদ্ধ বেলাগাম হয়ে উঠেছে। অন্যদিকে, স্বভাবসুলভ মন্তব্য করে নেতৃত্বের রোষে পড়েছেন কামারহাটির বিধায়ক মদন মিত্র। দলের ‘কালারফুল বয়’-কে শোকজ করেছে তৃণমূল।

নাম না করে শনিবার শ্রীরামপুরের সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে ‘নারীবিদ্বেষী’ বলে দাগিয়ে দিয়েছিলেন কৃষ্ণনগরের সাংসদ। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে পালটা বাণ ছুড়লেন কল্যাণ। আইন কলেজে ছাত্রীকে গণধর্ষণের ঘটনায় তাঁর বক্তব্য দল অনুমোদন করে না জানালেও তিনি ছিলেন স্বমেজাজে। রবিবার তিনি বলেন, ‘আমি একজন নারীকেই ঘৃণা করি। তিনি মহুয়া মৈত্র।’

মহুয়ার প্রতি তাঁর কটাক্ষ, ‘দেড় মাস মধুচন্দ্রিমা করে ফেরার পরেই পিছনে লাগা আরম্ভ করে দিয়েছেন? একজন পুরুষের ৪০ বছরের বিয়ে ভাঙিয়ে আরেকটা বিয়ে করলেন একজন বধূর বুকে

বাঁদিক থেকে মহুয়া মৈত্র, কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও মদন মিত্র।

আঘাত করে? নারীবিদ্বেষী আমি না আপনি?’ অন্যদিকে, কলেজে গণধর্ষণের ঘটনায় মদনের বিতর্কিত মন্তব্যকে ‘অযাচিত, অপ্রয়োজনীয় ও অসংবেদনশীল’ আখ্যা দিয়ে তিনদিনের মধ্যে তাঁর জবাব তলব করেছেন তৃণমূলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সী।

মদনের মন্তব্য ছিল, ‘ওই মেয়েটি যদি ওখানে না যেত, এই ঘটনা ঘটত না। যদি যাওয়ার সময় কাউকে বলে যেত কিংবা কয়েকজন বান্ধবীকে সঙ্গে নিয়ে যেত, তাহলে হয়তো এই ঘটনা আটকানো যেত।’ কল্যাণ বলেছিলেন, ‘সহপাঠী যদি সহপাঠিনীকে ধর্ষণ করেন, তাহলে নিরাপত্তা দেবে কে?’

তৃণমূল শনিবারই বিবৃতি দিয়ে জানায়, এই মতামত কল্যাণ ও মদনের ‘ব্যক্তিগত’। দলের সেই বিবৃতিকে ট্যাগ করে মহুয়া সমাজমাধ্যমে লেখেন, ‘ভারতে নারীবিদ্বেষ দলের গণ্ডিতে আটকে নেই।’ সেই পরিপ্রেক্ষিতে রবিবার শুরু হয় কল্যাণের গোলাবর্ষণ। তিনি বলেন, ‘আমি নারীদের জন্য সবচেয়ে বেশি কথা বলি আর মহুয়া মৈত্র এতটাই নারীবিদ্বেষী যে কৃষ্ণনগরে কোনও মহিলা কর্মী, ভালো নেত্রীকে উঠতে দেয় না।’

এখানে থেমে থাকেননি কল্যাণ। কালীগঞ্জে উপনির্বাচনের সময় মহুয়া ‘কলকাঠি’ নাড়ায় তিনি প্রচার করতে যেতে পারেননি বলে দাবি করেন। মহুয়ার রাজনৈতিক জীবন নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তিনি। শ্রীরামপুরের সাংসদের কথায়, ‘রাহুল গান্ধির বান্ধবী বলে কৃষ্ণনগরে রাজনীতি করতেন। তৃণমূলের ভালো সময়ে সাংসদ হয়েছে। এখন সাংসদ পদকে ভাঙিয়ে খাচ্ছেন। যিনি একজন নারীর সংসার ভেঙে একজন ৬৫ বছরের পুরুষকে বিয়ে করেন,

এরপর দশের পাতায়

ম্যালেরিয়া জুজু, ভরসা মোবাইল ক্যাম্প

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ২৯ জুন : জেলা প্রশাসন ও স্বাস্থ্যকর্তাদের চিন্তা বাড়াচ্ছে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ। গত বছর জুন মাসের তৃতীয় সপ্তাহে জেলাজুড়ে মোট ৩৫ জন ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়েছিলেন। আর এবছর এখনও পর্যন্ত জেলায় মোট ম্যালেরিয়া আক্রান্তের সংখ্যা ৮৫। একই সময়ে দ্বিগুণেরও বেশি সংখ্যক জেলাবাসী ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হওয়ার খবরে চিন্তা বেড়েছে স্বাস্থ্য দপ্তরে।

ম্যালেরিয়া নিয়ন্ত্রণে ইতিমধ্যেই বিভিন্ন ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে আলিপুরদুয়ার জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরের পক্ষ থেকে। তবে সব থেকে বেশি চিন্তা কুমারগ্রাম ব্লক নিয়ে। এই ব্লকে এবছর ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়েছেন ৪২ জন। এছাড়াও কালচিনি ও আলিপুরদুয়ার-২ ব্লক থেকেও বেশি সংখ্যায় ম্যালেরিয়া আক্রান্তের হদিস পাওয়া যাচ্ছে। এবিষয়ে জেলার উপ মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক (২) ডাঃ সুপ্রিয় চৌধুরী বলেন, ‘ম্যালেরিয়া গত বছরের তুলনায় বাড়ছে। তবে পরিস্থিতি মোকাবিলা করার জন্য স্বাস্থ্যকর্মীরা কাজ করছেন। গত বছর জুন মাস থেকে ম্যালেরিয়া আক্রান্ত রোগী পাওয়া গিয়েছিল। এবছর কিন্তু আগে থেকেই রোগীর হদিস মিলতে শুরু করেছে।’

চিন্তার কারণ

- এবছর এখনও পর্যন্ত জেলায় মোট ম্যালেরিয়া আক্রান্তের সংখ্যা ৮৫
- কুমারগ্রাম ব্লকে এবছর ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়েছেন ৪২ জন
- কালচিনি ও আলিপুরদুয়ার-২ ব্লক থেকেও বেশি সংখ্যায় ম্যালেরিয়া আক্রান্তের হদিস পাওয়া যাচ্ছে

কেন বাড়ছে এই প্রকোপ? আলোচনায় উঠে আসছে সচেতনতার অভাবের কথা। জেলা স্বাস্থ্যকর্তারা জানাচ্ছেন, গত বছর আলিপুরদুয়ার জেলার যে এলাকাগুলোয় বেশি সংখ্যক ম্যালেরিয়া আক্রান্তের দেখা পাওয়া গিয়েছিল, এবছরও সেই এলাকা থেকেই বেশি বেশি রোগীর খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে। এমনকি যে বাড়িগুলোর বাসিন্দা গত বছর আক্রান্ত হয়েছিলেন, এবছরও সেইসব বাড়ি থেকেই রোগীর হদিস পাওয়া যাচ্ছে। এটা স্বাস্থ্যকর্তাদের চিন্তার বড় কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

কুমারগ্রামে চলছে মোবাইল মেডিকেল ক্যাম্প। -ফাইল চিত্র

সম্প্রতি জয়ন্তী চা বাগান এবং সম্বলপুর এলাকায় এই বিষয়টি দেখা গিয়েছে। সম্বলপুরে এক বাড়ির মহিলা গত বছর ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়েছিলেন। এবছর তাঁর স্বামী ও সন্তান আক্রান্ত হয়েছেন। সচেতনতার অভাবের জন্যই এই সমস্যা হচ্ছে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হওয়ার পরেও কেউ সচেতন হচ্ছেন না। মশারি ব্যবহারের ক্ষেত্রেও কেউ সচেতন হচ্ছেন না।

ইতিমধ্যেই স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, যে এলাকায় ম্যালেরিয়া আক্রান্ত বেশি, সেখানে বিশেষ রাসায়নিক মাখানো মশারি দেওয়া হবে। এছাড়াও রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরের নির্দেশে বিভিন্ন এলাকায় শুরু হয়েছে ম্যালেরিয়া মোবাইল মেডিকেল ক্যাম্প।

এরপর দশের পাতায়

প্রশিক্ষণ দিতে আসবেন স্পেন, ইংল্যান্ডের কোচ

ফুটবলে নয়া দিগন্ত বইগ্রামে

আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

আলিপুরদুয়ার, ২৯ জুন : হয়তো আর খুব বেশিদিন দেরি নেই যখন বইগ্রাম পানিঝোরার অমৃতা, প্রমীলা, রোহন, সুমন, কুশলদের নাম আন্তর্জাতিক ফুটবলার হিসেবে উচ্চারিত হবে। কারণ খুব তাড়াতাড়িই সেখানে গড়ে উঠতে চলছে আন্তর্জাতিক মানের ফুটবল অ্যাকাডেমি, যেখানে প্রশিক্ষণ দিতে আসার কথা রয়েছে স্পেন, ইংল্যান্ডের কোচদেরও। এখানকার স্থানীয় প্রতিভাদের জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক স্তরে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে এএফএ বইগ্রাম ফুটবল অ্যাকাডেমি, উদ্যোগে আপনকথা এবং আন্দ্রেই ফুটবল অ্যাকাডেমি। ইতিমধ্যে দু'তরফের মধ্যে চুক্তিও হয়ে গিয়েছে। সেপ্টেম্বরের শুরুর দিকে আনুষ্ঠানিকভাবে ওই ফুটবল অ্যাকাডেমির সূচনার সম্ভাবনা রয়েছে। বিষয়টিকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যেই সেখানে সাজোসাজো রব।

ফুটবলারদের সঙ্গে পরিচয়পর্ব। -সংবাদচিত্র

বইগ্রাম পানিঝোরার আত্মপ্রকাশের পর প্রায় এক বছর হতে চলল। ইতিমধ্যেই এই জায়গা রাজ্য এবং দেশের মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। এবার এই জায়গার মুকুটে যুক্ত হতে চলেছে নতুন পালক। কিছুদিন আগে এখানে একটি ১৩ জনের মেয়েদের এবং ১৭ জনের ছেলেদের ফুটবল দল গড়ে উঠেছে। যাদের প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন স্থানীয় দুজন।

১৮ জুন জেলার এক আধিকারিকের মাধ্যমে বইগ্রামের বিষয়ে খবর পেয়ে সেখানে পরিদর্শনে আসেন আন্তর্জাতিক ফুটবল কোচ মলয় সেনগুপ্ত। সেখানে তিনি সকল ফুটবলারের সঙ্গে কথা বলে খুবই খুশি হন। এরপরই ওখানে অ্যাকাডেমি তৈরির প্রস্তাব দেন তিনি। অ্যাকাডেমিতে মুম্বই তো বটেই এমনকি বিদেশ থেকেও কোচরা এসে প্রশিক্ষণ দেবেন। মলয়ের কথায়, 'এখানকার পরিবেশ খুব ভালো লেগেছে, ছেলেমেয়েদের মধ্যে ফুটবল নিয়ে আগ্রহ রয়েছে। এখানকার উন্নতির পার্থবাবুরা যেরকম কাজ করছে সেটা সত্যিই প্রশংসাযোগ্য। এইসব অঞ্চলে অনেক প্রতিভা রয়েছে কিন্তু সাপোর্ট নেই। আমার চেষ্টা থাকবে সেই সাপোর্ট দিয়ে এখানকার ছেলেমেয়েদের সুযোগ তৈরি করে দেওয়া। দু-তিন বছরের মধ্যে এখান থেকে একঝাঁক ভালো ফুটবলার তৈরি করা আমার লক্ষ্য।' অন্যদিকে, আপনকথার সম্পাদক পার্থ সাহা বলেন, 'যাদের মধ্যে পরিবেশ ও নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যগত কারণেই খেলা রয়েছে, তাদের সেই প্রতিভা বিকাশের লক্ষ্যে এই অ্যাকাডেমির কথা ভাবা হয়েছে।' অ্যাকাডেমি তৈরি হওয়ায় অত্যন্ত খুশি বইগ্রামের ফুটবল শিক্ষার্থী সুমন টোপ্পো, সুনীল রাভা, হীরক মঙ্গর, রোহন ওরাওঁ, কুশল ওরাওঁরা জানায়, ওরা অনেকদিন ধরেই ফুটবল খেলছে। কিন্তু মলয় ওখানে গিয়ে সবার সঙ্গে কথা বলার পর থেকেই সকলের মধ্যে উদ্দীপনা দেখা গিয়েছে।

ঘণ্টার শতবর্ষে জড়িয়ে চা শিল্পের ইতিহাস

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ২৯ জুন : রাত ১২টায় ঢংঢং। কেক কেটে, আতশবাজি পুড়িয়ে ঘণ্টার শতবর্ষ পালিত হল শনিবার রাতে। আভিজাত্যের ঘণ্টাটি ডুয়ার্সের চা বাগান পরিচালকদের ক্লাবের। সেন্ট্রাল ডুয়ার্স ক্লাব নামে যার পরিচিতি। ১৯২৫ সাল থেকে তেলিপাড়া চা বাগানে ওই ক্লাবের ঘণ্টাটি বেজে চলেছে।

ক্লাবের সভাপতি অমিত বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে, এটা নিছক ঘণ্টার জন্মদিন উদযাপন নয়, বরং একটি অধ্যায়কে স্মরণীয় রাখার চেষ্টা। ক্লাবের সদস্য মধুমিতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথায়, 'হোক না ঘণ্টা, সেটির শতবর্ষের জন্মদিন পালনে যুক্ত থাকাটা জীবনের পরম প্রাপ্তি।'

ডুয়ার্সে বাগান পরিচালকদের বেশ কয়েকটি ক্লাব রয়েছে। সেন্ট্রাল ডুয়ার্স ক্লাব সেগুলির অন্যতম। ইংরেজ আমলে তৈরি ওই ক্লাবগুলিতে সপ্তাহান্তে বিভিন্ন বাগানের সাহেব-মেমরা একত্রিত হতেন বিনোদনের লক্ষ্যে। থাকত খানাপিনার ব্যবস্থাও। রঙিন হয়ে উঠত রাত।

সেই ব্রিটিশ কায়দা না থাকলেও এখনও মাঝে মাঝে ডুয়ার্সের বিভিন্ন বাগানের পরিচালকরা সপরিবারে জড়ো হন ওই ক্লাবে। নানা অনুষ্ঠানও হয়। ব্রিটিশ পরম্পরা মেনে ঘণ্টার ধ্বনিতে আজও সেই অনুষ্ঠানের শুরু ও শেষ হয়। চা শিল্পের ইতিহাসের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা ঘণ্টাটি তাই ঐতিহাসিকও বটে।

শনিবারের অনুষ্ঠানে চা গবেষণা সংস্থার উত্তরবঙ্গ আঞ্চলিক গবেষণা ও উন্নয়নকেন্দ্রের চিফ অ্যাডভাইজারি অফিসার শ্যাম ভার্গিসও উপস্থিত ছিলেন। বাগান পরিচালকদের আরও কয়েকটি ক্লাব আছে ডুয়ার্সে। যেমন ডুয়ার্সের রানিচেরা চা বাগানে ওয়েস্টার্ন ডুয়ার্স ক্লাব, চুলসা চা বাগানের পোলো ক্লাব, ভগতপুর চা বাগানে নাগরাকাটা প্ল্যান্টার্স ক্লাব, দলগাঁও চা বাগানে প্ল্যান্টার্স ক্লাব, কালচিনি চা বাগানে প্ল্যান্টার্স ক্লাব ইত্যাদি। সবগুলি ক্লাবেরই প্রতিষ্ঠা ১৯০৮ সালের পর। ক্লাবগুলি চালু করেছিলেন ইউরোপিয়ানরা। সেন্ট্রাল ডুয়ার্স ক্লাবটির গোড়াপত্তন হয় তেলিপাড়া চা বাগানের তৎকালীন ম্যানেজার স্যান্ডি ফ্রেজার, কারবালা চা বাগানের দুই পরিচালক জর্জ ভাওয়ার্ড ও জিমি হেইসদের হাত ধরে।

সপ্তাহে একদিন বড় পর্দায় সিনেমা দেখানো হত। বাগানের শ্রমিকদেরও সেই সিনেমা দেখার সুযোগ থাকত। শতবর্ষ প্রাচীন ঘণ্টাটি বর্ষবরণের রাতে বাজানো হত। ঘণ্টাধ্বনি দিয়ে ওই রাতে বল ডান্স শুরু হত। উত্তরবঙ্গের চা বাগান বিশেষজ্ঞ রামঅবতার শর্মা বলেন, সেন্ট্রাল ডুয়ার্স প্ল্যান্টার্স ক্লাবের জায়গায় একসময় এয়ারফিল্ড ছিল।

অবশেষে ফিরলেন বাংলাদেশে আটকে থাকা ট্রাকচালকরা

শতাব্দী সাহা

চ্যাংরাবান্ধা, ২৯ জুন : বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ সমস্যার জেরে শনিবার থেকে চ্যাংরাবান্ধা আন্তর্জাতিক স্থলবন্দরের মাধ্যমে বৈদেশিক বাণিজ্য সম্পূর্ণরূপে বন্ধ রয়েছে। সেকারণে বাংলাদেশে আটকে ছিলেন কয়েকজন ভারতীয় পণ্যবাহী ট্রাকের চালক। রবিবার বিকেলে চ্যাংরাবান্ধা আন্তর্জাতিক স্থলবন্দরের মাধ্যমে তাঁরা ভারতবর্ষে ফিরে অবশেষে স্বস্তির শ্বাস নিলেন।

গত বৃহস্পতিবার ভারতীয় ট্রাকচালকরা বোল্ডার নিয়ে বাংলাদেশে গিয়েছিলেন। শনিবার তাঁরা দেশে ফেরার কথা ভেবেছিলেন। কিন্তু শনিবার থেকেই বাংলাদেশ কাস্টমস কর্মবিরতি রাখায় কোনও পণ্য খালাস হয়নি। কাজেই বাংলাদেশের পানামা এলাকায় আটকে ছিলেন ওই ভারতীয় চালকরা। ধীরে ধীরে সমস্ত হোটেল ও বিভিন্ন পরিষেবা বন্ধ হয়ে যায়। অবশেষে তাঁরা দেশে ফিরতে মরিয়া হয়ে চ্যাংরাবান্ধা ট্রাক ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে যোগাযোগ করেন।

এ বিষয়ে চ্যাংরাবান্ধা ট্রাক ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক আবদুল সামাদ বলেন, 'এদিন আমাদের ১১ জন ট্রাকচালক বাংলাদেশ থেকে ফেরত এসেছেন। শনিবার থেকেই তাঁরা আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের সঙ্গে আমাদের দেশের বিরোধের কারণেই কর্মবিরতি চলছে বলে শুনেছি। এই কর্মবিরতি চলার কারণে আমাদের পণ্যবাহী ট্রাকগুলি থেকে পণ্য খালাস করার কোনও কাজ সেখানে হচ্ছে না। চালকরা বৃহস্পতিবার থেকে সেখানে আটকে ছিলেন। কবে সবকিছু ঠিক হবে তা বুঝতে পারছি না। চালকরা আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। তারপর রবিবার সকালে আমরা কাস্টমস এবং বিএসএফ কর্তৃপক্ষের কাছে চালকদের নামের তালিকা দিয়ে দেশে ফেরানোর আবেদন করি। বিকালে চ্যাংরাবান্ধা আন্তর্জাতিক সীমান্ত দিয়ে চালকরা দেশে ফেরত আসেন। পণ্যবোঝাই ট্রাকগুলি বাংলাদেশের পানামাতেই আটকে রয়েছে। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে আবার ওই দেশে গিয়ে পণ্য খালাস করে ট্রাক নিয়ে ফেরা যাবে।' এদিকে দেশের মাটিতে পা ফেলে কার্যত স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছেন ট্রাকচালকরা।

ভারতীয় ট্রাকচালক কৌশিক রায়ের কথায়, 'দেশের মাটিতে পা রাখতে পেরে শান্তি হচ্ছে। এর আগেও এরকম পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছি। বাংলাদেশের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশ ছেড়ে চলে যাওয়ার সময় আমরা তখনও দীর্ঘদিন আটকে ছিলাম। তখনও ট্রাক ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের সহায়তায় আমরা ফেরত এসেছিলাম। পরিস্থিতি তখন এর থেকেও ভয়ংকর ছিল। কী জানি এবার আবার কোন দিকে পরিস্থিতি বদলাবে।'

অপর ভারতীয় ট্রাকচালক টুলু রায়ের বক্তব্য, 'আমাদের মোট ১৪টি ট্রাক বাংলাদেশে আটকে ছিল।

ভারতে ফেরা ট্রাকচালকরা। রবিবার চ্যাংরাবান্ধা আন্তর্জাতিক স্থলবন্দরে।

তার মধ্যে তিনটি ট্রাকের চালকরা আসেননি। ওঁরা ওখানেই রয়েছেন। বাকি এগারোজন চলে এসেছি।'

তবে চ্যাংরাবান্ধা ট্রাক ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের অন্তর্ভুক্ত ড্রাইভার ইউনিয়নের সম্পাদক লাবলু রহমানের গলায় কিছুটা উদ্বেগের স্বর শুনতে পাওয়া গিয়েছে। তিনি বললেন, 'ব্যবসা না চললে ট্রাক বন্ধ থাকবে। কী করে পরিবার চলবে, সেই চিন্তায় আমাদের মাথায় হাত পড়েছে। পরিস্থিতি যত তাড়াতাড়ি স্বাভাবিক হয় তত ভালো। ব্যবসা বন্ধ থাকায় শুধু ভারতবর্ষের নয়, বাংলাদেশের পরিস্থিতিও ধীরে ধীরে খারাপ হচ্ছে।'

ডেঙ্গি পরীক্ষা

হরিরামপুর, ২৯ জুন : ডেঙ্গি পরীক্ষার মেশিন বসল হরিরামপুর হাসপাতালে। চলতি কথায় যার নাম ম্যাক এলাইজা মেশিন। ঘণ্টায় ৯৬ জনের ডেঙ্গি পরীক্ষা করবে এই মেশিন। মেশিন বসানোয় উপকৃত হবেন হরিরামপুর, কুশমণ্ডি ও বংশীহারী ব্লকের লক্ষাধিক মানুষ। এই খবর জানিয়েছেন হরিরামপুর হাসপাতালের বিএমওএইচ অনিরুদ্ধ চৌধুরী।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ক্রেতা ও সুরক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী বিপ্লব মিত্র এবং সিএমওএইচ সুদীপ দাসের উদ্যোগে এই মেশিন বসানো হয়েছে। এনএস-১ (অল্প জ্বর) ও আইজি-এম (বেশি জ্বর) ডেঙ্গি জ্বরের দুটি ক্ষেত্রেই পরীক্ষা করা যাবে নতুন এলাইজা মেশিনে বলে জানান অনিরুদ্ধ। গত ৩ বছরে কুশমণ্ডি ব্লকে ১০০ বংশীহারী ব্লকে ১২০ ও হরিরামপুর ব্লকে ১১০ জনের শরীরে ডেঙ্গি ধরা পড়েছে।

এ বিষয়ে হরিরামপুর হাসপাতালের চিকিৎসক অসীম সরকার বলেন, 'এই মেশিন বসানোর ফলে কেউ ডেঙ্গি আক্রান্ত হলে দ্রুত চিকিৎসা শুরু করা যাবে।'

বেশ কয়েকদিন ধরে জ্বর না কমায় চিকিৎসকের পরামর্শে ডেঙ্গি হয়েছে কি না জানতে রক্ত পরীক্ষা করতে আসেন দানগ্রামের বাসিন্দা বুধন মার্ডি। রেজাল্ট নেগেটিভ আসে। তিনি বলেন, 'শুনেছি আগে ডেঙ্গি হয়েছে কিনা জানতে গঙ্গারামপুর হাসপাতালে যেতে হত। এখন হরিরামপুর হাসপাতালে পরীক্ষা হওয়াতে সময় বেঁচে যাবে।'

বালুরঘাটে মগজের লড়াই

পঙ্কজ মহন্ত

বালুরঘাট, ২৯ জুন : বালুরঘাট থেকে কোচবিহার, রায়গঞ্জ থেকে জলপাইগুড়ি, মালদা থেকে দার্জিলিং। উত্তরবঙ্গের আট জেলার ২০০ প্রতিযোগীকে নিয়ে কুইজ প্রতিযোগিতায় কুইজ মাস্টার রূপে বালুরঘাটে এলেন জনপ্রিয় ক্যাকটাস ব্যান্ডের গায়ক সিধু। জানালেন নিজের অনুভূতির কথা। নতুন প্রজন্মের জন্য দিলেন বার্তা।

মঞ্চে কুইজ মাস্টার হিসেবে সিধু। ছবি : মাজিদুর সরদার

মুখার জেলা দক্ষিণ দিনাজপুর এবার মগজের লড়াই দেখল। কুইজ প্রতিযোগিতার শেষ দিন রবিবার রবীন্দ্র ভবনে ছিলেন ব্যান্ড তারকা সিদ্ধার্থশংকর রায় ওরফে সিধু। প্রতিযোগিতা এক রঙিন উৎসবের রূপ নেয় এদিন। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা কুইজ অ্যাসোসিয়েশনের এই প্রতিযোগিতা এবার তৃতীয় বছরে পড়ল। এর আগে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেও এবছর কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং, শিলিগুড়ি, রায়গঞ্জ, মালদা সহ বালুরঘাট ও গঙ্গারামপুর শহর থেকে দল করে প্রতিযোগীরা মগজের লড়াইয়ে নেমেছে। যেখানে প্রথম শ্রেণি থেকে ষষ্ঠ শ্রেণি পর্যন্ত টডলার বিভাগ, অনূর্ধ্ব-২৩ ও সকল বয়সিদের জন্য সাধারণ বিভাগ ছিল। এই কুইজ প্রতিযোগিতায় স্বচ্ছ ভারত মিশন সম্পর্কে বিভিন্ন প্রশ্ন রাখার ব্যবস্থা করেন জেলা শাসক। ক্রেতাদের সজাগ করার লক্ষ্যে ক্রেতা সুরক্ষা নিয়েও একাধিক প্রশ্ন ছিল এই প্রতিযোগিতায়।

মোবাইলের প্রতি নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের আসক্তি নিয়ে সিধু বলেন, 'ডিজিটাল মাধ্যমে গভীরভাবে আগ্রহ থাকার বিষয়টি খারাপ নয়। তবে কে কীভাবে তাকে ব্যবহার করছে, সেটাই দেখার। ডিজিটাল তথ্যভাণ্ডারকে ব্যবহার করে মগজাস্ত্র উন্নত হতে পারে। বুদ্ধিমত্তা বাড়াতে মোবাইল যথেষ্ট কার্যকরী। শুধু রুচিবোধ ঠিক করা দরকার।'

> ডিজিটাল তথ্যভাণ্ডারকে ব্যবহার করে মগজাস্ত্র উন্নত হতে পারে। বুদ্ধিমত্তা বাড়াতে মোবাইল যথেষ্ট কার্যকরী। শুধু রুচিবোধ ঠিক করা দরকার।
>
> **সিদ্ধার্থশংকর রায়** গায়ক

উদ্যোক্তাদের তরফে শুভ্র চক্রবর্তী বলেন, 'বর্তমান যুবসমাজ অস্থির সময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। ডিজিটাল যুগে ঠিকভুলের পার্থক্য করা মুশকিল হয়ে যাচ্ছে। ঠিক সেখানে কুইজ তাদের মগজাস্ত্রে শান দিতে কাজে আসছে।'

দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার কুইজ মাস্টার আকাশ চাকি বলেন, 'বিনোদনের নামে বিপথে চালিত হচ্ছে অনেকে। আমরা তাদের বইমুখী করেছি। তার সঙ্গে ডিজিটাল পদ্ধতিতেও জ্ঞান আহরণের স্পৃহা তৈরি করেছি। প্রশ্নোত্তরের এই খেলায় জীবনের সমস্ত স্তরকে ছুঁয়ে যাচ্ছি।'

দার্জিলিং থেকে এসে কুইজ মাস্টার দীপ্তেন্দু তালুকদার বলেন, 'সিধুকে সকলে গানের জগতের মানুষ হিসেবে চেনেন। তবে আমি আগে শুনেছিলাম তিনি কুইজ পাগল লোক। আজ তাঁকে কুইজ মাস্টার হিসেবে পেয়ে খুব ভালো লাগছে। তাঁর প্রশ্নগুলোও যথেষ্ট ভালো ছিল।'

ব্যান্ড তারকা সিধু বলেন, 'কুইজের প্রতি আমার আসক্তি বহু বছরের। একাধিক টেলিভিশন চ্যানেলে কুইজ মাস্টার হিসেবে কাজ করেছি। তবে আজকের অনুভূতিটা ছিল অন্যরকম। কলকাতার বাইরে এসে বালুরঘাটে উত্তরবঙ্গের সব জেলার কুইজ মাস্টারদের এক ছাদের তলায় পেয়ে আমি আপ্লুত। সেখানে একটি রাউন্ড পরিচালনা করার গুরুত্বপূর্ণ কাজ করতে পেরেছি। যথেষ্ট যত্ন করেই প্রশ্নগুলো সাজিয়েছিলাম। এখানে কুইজের গুণগত মান যথেষ্ট উন্নত। রেডিও বা টেলিভিশনে সব জায়গাতেই কুইজের পরিমাণ দুর্ভাগ্যজনকভাবে কম।'

কর্মখালি

জলপাইগুড়ি ও ইসলামপুরের জন্য গার্ড/সুপারভাইজার চাই। বেতন 12,500/-, PF + ESI, থাকা ফ্রি, খাওয়া মেস, মাসে ছুটি। M: 8509827671, 8653609553. (C/116861)

•

Required Sales Executive for Electrical brand. Contact - 9679495146. (C/116861)

অ্যাফিডেভিট

আমি বিশ্বজিৎ আচার্যী, বানিয়াপাড়া, জল নিবাসী, স্ত্রীর নাম পুত্রের জন্ম সার্টিফিকেটে ভূল থাকায় 2.12.24 তাং জলপাইগুড়ি JM কোর্টে অ্যাফিডেভিট করে Kulsum Begam থেকে Rupa Acharjee হয়েছে। (C/117245)

UNIVERSITY OF NORTH BENGAL
Centre for Distance and Online Education
ADMISSION NOTIFICATION
Academic Session: July 2025
Open & Distance Learning (ODL)

Applications are invited for the following courses under ODL mode for **Master of Arts (MA)** in **English, Bengali, Nepali, History, Philosophy, Political Science, Mathematics** and **B.Com.** in the academic session of **July 2025**. The applications are to be submitted through the online system from **01.07.2025** to **15.09.2025**. Please read the 'Information Booklet' carefully before filling out the online application. For detailed information, please visit the website at https://cdoe.nbu.ac.in/ and www.nbu.ac.in. The Learner Support Centres: • **NBU Siliguri (HQ)** • **NBU Jalpaiguri Campus** • **NBU Saltlake Kolkata Campus.**

Advt. No: 11/R-2025, Dated 30.06.2025 Joint Registrar

আজ টিভিতে

লাখ টাকার লক্ষ্মীলাভ সন্ধে ৬.০০ সান বাংলা

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৮.০০ বিশ্বাস অবিশ্বাস, দুপুর ১.০০ আওয়ারা, বিকেল ৪.০০ মস্তান, সন্ধে ৭.০০ প্রতিবাদ, রাত ১০.০০ রোমিও ভার্সেস জুলিয়েট
জলসা মুভিজ : দুপুর ১২.৩০ শাপমোচন, বিকেল ৩.৪০ চ্যাম্প, সন্ধে ৭.০০ লভ এক্সপ্রেস, রাত ১০.১০ জামাই ৪২০
জি বাংলা সিনেমা : বেলা ১১.০০ স্বপ্ন, দুপুর ১.৩০ বেদের মেয়ে জ্যোৎস্না, বিকেল ৪.৩০ রক্ত নদীর ধারা, ১০.৩০ ওগো বধূ সুন্দরী, ১.০০ আজকের শর্টকাট
ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ সেই তো আবার কাছে এলে
কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ আদরের বোন
আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ শঙ্খচূড়
স্টার গোল্ড সিলেক্ট এইচডি: বেলা ১১.৪৫ টিউবলাইট, দুপুর ২.০০ গেস্ট ইন লন্ডন, বিকেল ৪.১৫ ভীরে দি ওয়েডিং, সন্ধে ৬.৩০ ব্যাং ব্যাং, রাত ৯.০০ দম লগাকে হইসা, ১১.০০ গুড লাক জেরি
জি সিনেমা এইচডি : দুপুর ১২.২০ রক্ষা বন্ধন, ২.৩৯ রিয়েল টেভর, বিকেল ৫.২৭ খুঁখার, রাত ৮.০০ দ্য গ্রেটেস্ট অফ অল টাইম, ১১.০৭ উরি : দ্য সার্জিক্যাল স্ট্রাইক
অ্যান্ড পিকচার্স : দুপুর ১.৪২ কহো না পেয়ার হ্যায়, বিকেল ৪.৪২ পুলিশ পাওয়ার, সন্ধে ৭.৩০ শূরবীর, রাত ৯.৫৩ মিশন রানিগঞ্জ
রমেডি নাউ : দুপুর ১.২৮ লিটল ম্যানহাটন, ২.৫৭ অ্যান্ড সো ইট গোজ, বিকেল ৪.৩৫ ব্রেকিং আপ, সন্ধে ৭.৩২ পেনেলোপ, রাত ৯.০০ দ্য অ্যাংরিয়েস্ট ম্যান ইন ব্রুকলিন, ১০.৩০ বার্নট

দ্য গ্রেটেস্ট অফ অল টাইম রাত ৮.০০ জি সিনেমা এইচডি

প্রিডেটর ল্যান্ড রাত ৮.০০ ন্যাট জিও ওয়াইল্ড

রোমিও ভার্সেস জুলিয়েট রাত ১০.০০ কালার্স বাংলা সিনেমা

বিধানসভার অধ্যক্ষের মাধ্যমে রিপোর্ট যাবে রাজ্যের কাছে

স্বাস্থ্যের হাল দেখবে কমিটি

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ২৯ জুন : উত্তরবঙ্গের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার হাল এখন কী পরিস্থিতিতে রয়েছে? বিভিন্ন প্রকল্পের কাজই বা কতদূর এগিয়েছে? পরিকাঠামোর উন্নতিতে আরও কী কী কাজ করা প্রয়োজন? এই সবকিছু খতিয়ে দেখতে উত্তরবঙ্গ সফরে আসছে রাজ্য বিধানসভার স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের স্ট্যান্ডিং কমিটি। ৬ দিনের সফরে আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, উত্তর দিনাজপুর জেলার স্বাস্থ্য পরিকাঠামো খতিয়ে দেখবেন এই কমিটির সদস্যরা। আগামী ৭ জুলাই থেকে ১২ জুলাই পর্যন্ত এই পরিদর্শন চলবে। স্ট্যান্ডিং কমিটির সদস্যদের পরিদর্শনের জন্য ইতিমধ্যেই চিঠি চলে এসেছে বিভিন্ন জেলার স্বাস্থ্যকর্তাদের কাছে। সেই মতো প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছে। যে হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলো পরিদর্শন করা হবে, খবর পৌঁছে গিয়েছে তাদের কাছেও।

উত্তরবঙ্গ সফরের বিষয়ে বিধানসভার স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের স্ট্যান্ডিং কমিটির চেয়ারম্যান ডাঃ নির্মল মাজি বলেন, 'বিভিন্ন জেলার স্বাস্থ্য পরিকাঠামো খতিয়ে দেখা হয়। এই সফরে উত্তরবঙ্গের তিন জেলার পরিকাঠামো খতিয়ে দেখা হবে। আরও কী কী কাজ করা দরকার, সেটাও দেখা হবে। চিকিৎসক, নার্স, টেকনিসিয়ানদের সঙ্গেও কথা বলে বিধানসভার অধ্যক্ষের মাধ্যমে রিপোর্ট দেওয়া হবে রাজ্য সরকারকে।'

পরিদর্শন
- ৬ দিনের সফরে আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, উত্তর দিনাজপুর জেলার স্বাস্থ্য পরিকাঠামো খতিয়ে দেখবেন স্ট্যান্ডিং কমিটির সদস্যরা
- আগামী ৭ জুলাই থেকে ১২ জুলাই পর্যন্ত এই পরিদর্শন চলবে
- স্ট্যান্ডিং কমিটির সদস্যদের পরিদর্শনের জন্য ইতিমধ্যেই চিঠি চলে এসেছে বিভিন্ন জেলার স্বাস্থ্যকর্তাদের কাছে

রাজ্যের যে বিধায়করা ওই কমিটিতে রয়েছেন, তাঁরাও পরিদর্শনে আসবেন বলে জানা গিয়েছে। তিন জেলাতেই স্বাস্থ্য পরিকাঠামো দেখার পাশাপাশি সেখানের জেলা শাসক, পুলিশ সুপার, মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক সহ অন্য স্বাস্থ্য আধিকারিকদের সঙ্গেও বৈঠক করবেন ওই স্ট্যান্ডিং কমিটির সদস্যরা।

৭ জুলাই কলকাতা থেকে উত্তর দিনাজপুরের রায়গঞ্জের উদ্দেশ্যে রওনা দেবেন বিধানসভার স্ট্যান্ডিং কমিটির সদস্যরা। ৮ জুলাই রায়গঞ্জ থেকেই সফর শুরু হবে। ওইদিন রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ, কালিয়াগঞ্জ রাজ্য সাধারণ হাসপাতাল পরিদর্শন করে কোচবিহার চলে আসবেন বিধায়করা। এই দিন বিকেলে কোচবিহার জেলার চ্যাংরাবান্ধা প্রাথমিক ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্র ঘুরে দেখার কথা কমিটির। ৯ জুলাই কোচবিহারের মারুগঞ্জ প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র, কোচবিহার এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল এবং পুণ্ডিবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতাল পরিদর্শন করবে কমিটি। ওইদিন বিকেলে শুরু হবে আলিপুরদুয়ার সফর।

বিকেলে জেলার ফালাকাটা সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালের পরিকাঠামো খতিয়ে দেখা হবে। ১০ জুলাই মাদারিহাট ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্র, আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতাল, রাজাভাতখাওয়া প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র, সান্তালাবাড়ি স্বাস্থ্যকেন্দ্র পরিদর্শন করে বিধায়করা জয়ন্তীতে রাত্রিযাপন করবেন। ১১ জুলাই সকালে প্রথমে জয়ন্তী এসএসকে এবং পরে দমনপুর স্বাস্থ্যকেন্দ্র পরিদর্শন করে আলিপুরদুয়ার ফিরবেন স্ট্যান্ডিং কমিটির সদস্যরা।

উত্তর দিনাজপুরের হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলির পরিকাঠামো নিয়ে মাঝেমধ্যেই প্রশ্ন উঠছে। এমনকি রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজেও বেশ কিছু পরিকাঠামোগত অভাবের বিষয়ে নজরে আসছে। এ নিয়ে ক্ষোভ দেখা দিচ্ছে সাধারণ মানুষের মধ্যে।

এই পরিস্থিতিতে জেলা সফরে আসছেন বিধানসভার স্ট্যান্ডিং কমিটির সদস্যরা। আগামী ৭ জুলাই রায়গঞ্জে আসার পর স্ট্যান্ডিং কমিটির সদস্যরা জেলার স্বাস্থ্য ব্যবস্থা খতিয়ে দেখবে। তাঁদের পরিদর্শনের পর অবস্থার হাল ফিরবে কিনা সেটাই এখন প্রশ্ন।

এক হোয়াটসঅ্যাপেই বিজ্ঞাপন

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : সামান্য কারণে আজ দুশ্চিন্তা থাকবে। পুরোনো বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হতে পারে। মায়ের রোগমুক্তিতে স্বস্তি। **বৃষ :** ঋণ শোধ করে স্বস্তিলাভ। বুদ্ধিবলে সংসারের অশান্তি মিটিয়ে ফেলতে পারবেন। রক্তচাপে সমস্যা। **মিথুন :** বন্ধুর কাছ থেকে মূল্যবান উপহার পেতে পারেন। ব্যবসার কারণে দূরে যেতে হতে পারে। **কর্কট :** ব্যবসায় নতুন করে বিনিয়োগ করতে পারেন। পৈতৃক সম্পত্তির মীমাংসা হতে পারে। **সিংহ :** আর্থিক সুরাহা তেমন হবে না। বাড়িসংস্কারে বাধা আসতে পারে। বন্ধুর সঙ্গে সময় কাটিয়ে আনন্দ। **কন্যা :** প্রেমের সঙ্গীকে অহেতুক ভুল বুঝবেন। দীর্ঘদিনের রোগ থেকে আজ মুক্তি মিলবে। **তুলা :** দূর ভ্রমণের ঝুঁকি না নেওয়াই ভালো। বাড়িতে পূজার্চনার উদ্যোগে নিজেকেও শামিল করুন। প্রেমে শান্তি থাকবে। **বৃশ্চিক :** বাসস্থান পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। মায়ের রোগমুক্তিতে শান্তি। বিদ্যার্থীদের শুভ। **ধনু :** সারাদিন পরিশ্রমে থাকলেও নিজের শরীরের দিকে অবশ্যই নজর দিন। প্রেমে শুভ। **মকর :** অকারণ দুশ্চিন্তায় শরীর খারাপ হবে। আর্থিক লাভ বজায় থাকলেও ব্যয়ও হবে অধিক। যৌথ ব্যবসায়ে লাভ। **কুম্ভ :** পরিবারের সঙ্গে ভ্রমণের ইচ্ছাপূরণ হবে। অকারণে কাউকে উপদেশ দিতে গিয়ে বিপত্তি। **মীন :** ব্যবসার প্রয়োজনে ঋণ নিতে হতে পারে। বাড়িতে অতিথিসমাগমে আনন্দ।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ১৫ আষাঢ়, ১৪৩২, ভাঃ ৯ আষাঢ়, ৩০ জুন, ২০২৫, ১৫ আহার, সংবৎ ৫ আষাঢ় সুদি, ৪ মহরম। সূঃ উঃ ৪।৫৮, অঃ ৬।২৪। সোমবার, পঞ্চমী দিবা ১১।৫৬। মঘানক্ষত্র দিবা ১০।৩৪। অসৃকযোগ রাত্রি ৮।৫১। বালবকরণ দিবা ১১।৫৬ গতে কৌলবকরণ রাত্রি ১২।১২ গতে তৈতিলকরণ। জন্মে- সিংহরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী মঙ্গলের ও বিংশোত্তরী কেতুর দশা, দিবা ১০।৩৪ গতে বিংশোত্তরী শুক্রের দশা। মৃতে- দোষ নাই। যোগিনী-দক্ষিণে, দিবা ১১।৫৬ গতে পশ্চিমে। কালবেলাদি ৬।৩৯ গতে ৮।২০ মধ্যে ও ৩।২ গতে ৪।৪৩ মধ্যে। কালরাত্রি ১০।২২ গতে ১১। ৪১ মধ্যে। যাত্রা- নাই, দিবা ১০।৩৪ গতে যাত্রা শুভ পূর্বে ও দক্ষিণে নিষেধ, দিবা ১১।৫৬ গতে মাত্র পূর্বে নিষেধ, রাত্রি ৮।৫১ গতে পুনর্যাত্রা নাই। শুভকর্ম- দিবা ১০।৩৪ মধ্যে গাত্রহরিদ্রা অব্যূঢ়ান্ন মুখ্যান্নপ্রাশন নবশয্যাসনাদ্যুপভোগ গ্রহপুজো শান্তিস্বস্ত্যয়ন হলপ্রবাহ বীজবপন ধান্যচ্ছেদন, দিবা ১০।৩৪ গতে বিক্রয়বাণিজ্য বৃক্ষাদিরোপণ, দিবা ১১। ৫৬ মধ্যে দীক্ষা। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)-পঞ্চমীর একোদ্দিষ্ট এবং ষষ্ঠীর সপিণ্ডন। অমৃতযোগ- দিবা ৮।৩৫ গতে ১০।২২ মধ্যে এবং রাত্রি ৯।১৩ গতে ১২।৩ মধ্যে ও ১। ২৮ গতে ২। ৫৪ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- রাত্রি ৩। ৩৬ গতে ৪। ১৯ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

আমন ধান রোপণ করছে কৃষকরা। রবিবার উত্তর মহাকালগুড়িতে।

বৃষ্টি কম, আমন ধান রোপণে সমস্যায় চাষিরা

রাজু সাহা

শামুকতলা, ২৯ জুন : এবছর শুরু থেকেই বৃষ্টিপাত অন্যান্য বছরের তুলনায় অনেকটাই কম হয়েছে। জুন মাসেও সেভাবে বৃষ্টি না হওয়ায় আমন ধান চাষের ক্ষেত্রে সমস্যা দেখা দিয়েছে। তবে বিক্ষিপ্তভাবে কিছু এলাকায় বৃষ্টি হওয়ায় নীচু জমিতে জল জমেছে। ওইসব এলাকার চাষিরা আমন ধান রোপণ শুরু করেছেন। শনিবার বিভিন্ন এলাকায় কৃষকদের ধান রোপণ করতে দেখা গেল। তবে উঁচু জমিতে জল না জমায় চিন্তায় পড়েছেন চাষিরা।

আলিপুরদুয়ার-২ ব্লক সহ কৃষি অধিকর্তা সায়ন্তন দাস বলেন, 'বৃষ্টি কম হচ্ছে। এই আবহাওয়া আমন ধান চাষের ক্ষেত্রে কিছুটা চিন্তার। তবে আমন ধান চাষের বা রোপণ করার সময় এখনও অনেক রয়েছে। প্রতিবছর অম্বুবাচির পর থেকে আমন ধান রোপণ শুরু হয়। বৃষ্টি কম হওয়ায় উঁচু জমিতে আমন ধান রোপণ শুরু করা যায়নি। তবে এরকম আবহাওয়া চলতে থাকলে আমন ধান রোপণ কিছুটা দেরি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আশা করছি আগামী সাতদিনের মধ্যে বৃষ্টি হবে।'

ইতিমধ্যে বোরো ধান ঘরে তুলেছেন কৃষকরা। এখন আমন ধান চাষের সময়। আলিপুরদুয়ার জেলাজুড়ে বোরো ধানের তুলনায় অনেক বেশি চাষ হয় আমন ধান। এই ধান চাষের উপর একটা বড় অংশের কৃষকদের মূল রুটিরুজি নির্ভর করে। জুন মাসে এখনও পর্যন্ত যা বৃষ্টিপাত হয়েছে সেটা উদ্বেগের। অনেকে ঋণ নিয়েও চাষ করেন। তাই বর্ষার আগমনের দিকে তাকিয়ে তাঁরা।

ধানচাষি বিমল দেবনাথ বলেন, 'বেশিরভাগ চাষির বীজতলা তৈরি হয়ে গিয়েছে। অনেক জমিতে বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টিপাত হওয়ায় জল জমেছে। সেইসব জমিতে আমন ধান রোপণও শুরু হয়েছে। কিন্তু সেভাবে বৃষ্টি না হওয়ায় অনেকেই ধান রোপণ করতে পারছেন না। জমিতে কাদা তৈরি না হলে ধান রোপণ করা কোনওভাবেই সম্ভব নয়। তাই ভালো বৃষ্টিপাতের ভীষণ প্রয়োজন।'

আলিপুরদুয়ার জেলা কৃষি দপ্তরের কর্তারা জানিয়েছেন, বিগত বছরগুলির তুলনায় এবার মে এবং জুন মাসে এখনও পর্যন্ত বৃষ্টিপাতের হার যথেষ্ট কম। আশা করা যায়, এর মধ্যে বর্ষা শুরু হয়ে যাবে।

জখম দুই

ফালাকাটা, ২৯ জুন : বাইক দুর্ঘটনায় গুরুতর জখম হলেন দুই বাইকচালক। রবিবার সন্ধ্যায় দুর্ঘটনাটি ঘটে ফালাকাটা পুরোনো গ্রামীণ হাসপাতালের সামনে। এদিন বাইক নিয়ে হাসপাতাল এলাকা থেকে বের হচ্ছিলেন শহরের বাসিন্দা মদন গোপ। সেসময় মিল রোডের দিকে যাচ্ছিলেন কুশিয়ারবাড়ির ফারুক শেখ। আহত মদনকে শিলিগুড়িতে এবং ফারুককে কোচবিহারে রেফার করা হয়।

কুঞ্জনগরে আর্থমুভার বাজেয়াপ্ত

বালি পাচার রুখতে বাধার মুখে পুলিশ

সুভাষ বর্মন

ফালাকাটা, ২৯ জুন : বালি-পাথর পাচার রুখতে এখন রোজ অভিযান চালাচ্ছে ফালাকাটা থানার পুলিশ। এই পাচার বন্ধ করতে পুলিশ শ্রমিকদের কাছেও যাচ্ছে। তাঁদের সচেতন করছে, যাতে শ্রমিকরা কোনওভাবেই নদী থেকে বালি-পাথর না তোলেন। তাতে যে সচেতনতা বাড়ছে, তা বোঝা গেল রবিবারের ঘটনায়। এদিন বংশীধরপুরে পাচার রুখতে গিয়ে বাধার মুখে পড়তে হল পুলিশকে।

সূত্রের খবর, চরতোর্ষা নদীর বালি ট্র্যাক্টর-ট্রলিতে নিয়ে এসে কেউ কেউ নীচু জমি সমান করছিল। বালি সহ সেই ট্র্যাক্টর-ট্রলি নিয়ে যাওয়ার পথেই পুলিশ খবর পেয়ে চলে আসে। পাচারকারীদের পথ আটকায়। তখন আবার স্থানীয়দের একাংশ পুলিশকে বাধা দেয়। যদিও শেষপর্যন্ত সেই বাধাকে প্রতিহত করে পুলিশ ট্র্যাক্টর-ট্রলি থানায় নিয়ে যায়।

আবার একইদিনে কুঞ্জনগর এলাকা থেকে বালি-পাথর তোলার কাজে যুক্ত থাকায় একটি আর্থমুভারকেও পুলিশ বাজেয়াপ্ত করেছে।

ফালাকাটা থানার আইসি অভিষেক ভট্টাচার্যের কথায়, 'শনিবার বংশীধরপুর এলাকায় গিয়ে শ্রমিকদের বোঝানো হয়। যাতে কেউ নদী থেকে বালি-পাথর না তোলেন। তাই রবিবার যখন ট্র্যাক্টর-ট্রলিতে করে বালি পাচার হচ্ছিল, তখন আমাদের কাছে গোপন সূত্রে খবর আসে। সেখানকার ট্র্যাক্টর-ট্রলি নিয়ে আসার সময় স্থানীয় কয়েকজন বাধা দেয়। যারা বাধা দিয়েছে তাদের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ করা হচ্ছে।'

ক'দিন আগে কুঞ্জনগর এলাকাতেও বুড়িতোর্ষা নদীর বালি-পাথর অবাধে পাচারের অভিযোগ উঠেছিল। সেখানে নদীতে আর্থমুভার চালিয়ে মাঝেমধ্যে বালি-পাথর তোলা হয় বলে অভিযোগ। তাই কুঞ্জনগরেও পুলিশের নজরদারি বাড়ানো হয়। আইসি জানান, এদিন কুঞ্জনগর থেকে বালি তোলার কাজে যুক্ত একটি আর্থমুভারকে বাজেয়াপ্ত করে থানায় নিয়ে আসা হয়।

বংশীধরপুরে এদিন কতটা বাধার মুখে পড়তে হয় পুলিশকে? যখন ট্রলিটি থানার উদ্দেশে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল তখনই দু'-তিনজন বাসিন্দা সামনে চলে আসে। কেউ নিজেকে জমির মালিক বলে পরিচয় দেয়। কেউ আবার ট্র্যাক্টর-ট্রলির মালিক বলে দাবি করে। তখন পুলিশ ও তাদের মধ্যে কিছুটা তর্কাতর্কি হয়। জমির মালিক দাবি করে, এই বালি বাইরে পাচার হচ্ছে না। নিজের জমিতে ফেলা হচ্ছে। তবে পুলিশ তা মানতে নারাজ। কারণ, ফালাকাটা ব্লকের কোনও নদী থেকেই বালি-পাথর তোলার অনুমোদন নেই। পুলিশ সূত্রের খবর,অনুমতি ছাড়া এভাবে নদীর বালি দিয়ে কেউ নীচু জমি ভরাটও করতে পারে না। আবার স্থানীয়দের একাংশের দাবি, কেউ কেউ নীচু জমি ভরাট করতে গিয়ে টাকার বিনিময়ে ট্র্যাক্টর-ট্রলিতে করে নদীর বালি বা নদী সংলগ্ন এলাকার মাটি কিনে নিচ্ছে। অর্থাৎ এটাও এক ধরনের পাচার। তাই তর্ক করেও স্থানীয়রা পরে পিছু হটে।

> রবিবার যখন ট্র্যাক্টর-ট্রলিতে করে বালি পাচার হচ্ছিল, তখন আমাদের কাছে গোপন সূত্রে খবর আসে। সেখানকার ট্র্যাক্টর-ট্রলি নিয়ে আসার সময় স্থানীয় কয়েকজন বাধা দেয়। যারা বাধা দিয়েছে তাদের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ করা হচ্ছে।
>
> **অভিষেক ভট্টাচার্য**
> আইসি, ফালাকাটা থানা

ট্র্যাক্টর আটক করেছে পুলিশ। বংশীধরপুরে।

বধূদের সঙ্গে অভব্যতা নগ্ন তরুণের

সুভাষ বর্মন

পলাশবাড়ি, ২৯ জুন : অন্যান্য দিনের মতোই প্রাতর্ভ্রমণে বেরিয়েছিলেন দুই বধূ। কিন্তু রবিবার যে তাঁদের দুর্বিসহ ঘটনার সম্মুখীন হতে হবে তা ভাবতে পারেননি আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের উত্তর মেজবিলের ওই দুই মহিলা। রাস্তা দিয়ে হাঁটার সময় হঠাৎ গ্রামেরই এক পরিচিত ৩২ বছরের তরুণ নগ্ন অবস্থায় দুই বধূর পিছনে ধাওয়া করে। দুই বধূর মধ্যে একজন ৮ মাসের অন্তঃসত্ত্বা।

সামনে এসে সেই অন্তঃসত্ত্বা বধূকে জাপটে ধরে তরুণ। বেশ কিছুক্ষণ ধস্তাধস্তি চলে। দুই বধূই মাটিতে পড়ে গিয়ে চোট পান। তখনই তরুণ পালিয়ে যায়। ঘটনার কিছুক্ষণ পর তরুণকে বাড়িতে দেখতে পান স্থানীয়রা। তারপর সেখান থেকে ধরে এনে তাকে উত্তমমধ্যম দেয় গ্রামবাসীরা। এমনকী তরুণকে বেধে রাখা হয়। তবে খবর পেয়ে সোনাপুর ফাঁড়ির পুলিশ এসে তরুণকে উদ্ধার করে নিয়ে যায়। ওসি অমিত শর্মা বলেন, 'তরুণকে উদ্ধার করা হয়েছে, তদন্তও শুরু হয়েছে। এছাড়া আমরা বধূর পরিবারকে লিখিত অভিযোগ জানাতে বলেছি।' তবে অভিযুক্ত তরুণের দাবি, 'আমি কিছুই করিনি।'

এদিকে জখম অন্তঃসত্ত্বা বধূ এখন ফালাকাটা সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। মেজবিল এলাকায় এই ঘটনা নিয়ে রবিবার ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। স্থানীয়দের একাংশের মতে, অবিবাহিত ওই তরুণ ইচ্ছাকৃতভাবে এমন কাণ্ড ঘটিয়েছে। গ্রামবাসীরা তার কঠোর শাস্তির দাবি তোলেন। আবার কারও মতে, ওই তরুণের মানসিক সমস্যা রয়েছে। তবে আগে সে কখনও এমন কাজ করেনি। তাই এদিন ঘটনার কথা শুনে প্রথমে সবাই অবাক হয়ে যান। এক বধূর কথায়, 'প্রথমে ছেলেটির গায়ে পোশাক ছিল। কিন্তু কিছুক্ষণ পর যখন সে আমাদের পিছন দিক থেকে দৌড়ে আসছিল, তখন দেখি ছেলেটি নগ্ন। আমরা অবাক হয়ে যাই।'

অভিযোগ, ধস্তাধস্তির সময় অন্তঃসত্ত্বা বধূকে জাপটে ধরে তরুণ। তারপর মহিলারা পড়ে যেতেই ছেলেটি সেখান থেকে চম্পট দেয়। প্রথমে এলাকায় অনেক খুঁজেও ছেলেটিকে না পাওয়ায় স্থানীয়রা তার বাড়িতেই চলে যান। ছেলে যে এমন কাণ্ড ঘটিয়েছে তা তরুণের মা মানতেই চাইছিলেন না। তবে ছেলেটির আগের জামা, প্যান্ট ও জুতো রাস্তার ধারেই পড়েছিল। তখনই তাকে ধরে গ্রামের পাকড়িতলা মোড়ে নিয়ে আসা হয়। তরুণের পরিবারের অভিযোগ, বাড়ি থেকে মারতে মারতে পাকড়িতলায় নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে গাছে দড়ি দিয়ে বেধেও মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। গোটা ঘটনায় সাময়িকভাবে এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু কেন ওই তরুণ এমন কাজ করল সেই উত্তর মেলেনি।

অন্যদিকে অন্তঃসত্ত্বা বধূর এক দাদার কথায়, 'আমার বোনের যদি এখন কিছু একটা হয়ে যায় তাহলে সেই দায় কে নেবে। এই ছেলেটিকে ছোট থেকেই চিনি। কেন এরকম করল জানি না। তাই ওকে কঠিন শাস্তি দিতে হবে।' অন্তঃসত্ত্বাকে ৪৮ ঘণ্টা পর্যবেক্ষণে রেখেছেন চিকিৎসকরা। তরুণের মা অবশ্য বলেছেন, 'আমার ছেলেকে ফাঁসানো হচ্ছে। ছেলের পাশাপাশি আমাকেও মারধর করা হয়।' আবার ছেলেটি জানিয়েছে, তাকে বাড়ি থেকে মারধর করে নিয়ে আসা হয়। গাছে বেঁধে রাখে। তবে তাঁর কথাবার্তায় অসংলগ্নতা ধরা পড়েছে।

ঘটনাক্রম

ঘটনাস্থলে লোকজনের জটলা।

- দুই বধূ রবিবার রাস্তায় প্রাতর্ভ্রমণ করার সময় এক তরুণ নগ্ন অবস্থায় তাঁদের পিছনে ধাওয়া করে
- দুই বধূর সঙ্গেই ছেলেটির ধস্তাধস্তি শুরু হয় এবং অন্তঃসত্ত্বা বধূকে সে জাপটে ধরে বলে অভিযোগ
- তাঁরা পড়ে যান, জখম অন্তঃসত্ত্বা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন
- গ্রামবাসীরা অভিযুক্তকে গাছে বেঁধে মারধর করেন

সাপ-সচেতনতায় সাইকেল র‍্যালি

আলিপুরদুয়ার, ২৯ জুন : সাপের কামড়ে মৃত্যু প্রতিরোধে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য আলিপুরদুয়ার বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সংস্থা সাইকেল র‍্যালির আয়োজন করল। রবিবার সকালে সংস্থার ১২ জন সদস্য আলিপুরদুয়ার থেকে অসমে সাইকেলে চেপে রওনা দিলেন। সাইকেল র‍্যালিতে অংশগ্রহণ করেন নন্দদুলাল সরকার, গৌতম সরকার, সন্তু দে, রোহিত কর, প্রদীপ ভাওয়াল প্রমুখ।

সংস্থার সম্পাদক কৌশিক দে বললেন, 'সাপের কামড়ে মৃত্যু কমাতে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য সাইকেল র‍্যালির আয়োজন করেছি। এদিন কামাখ্যাগুড়ি, বারবিশা হয়ে অসমের শ্রীরামপুরে পৌঁছেছি। সোমবারও অসমের বিভিন্ন এলাকায় সচেতনতামূলক প্রচার চালানো হবে।'

সংস্থার পক্ষে জানানো হয়েছে, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার লক্ষ্য ২০৩০ সালের মধ্যে সাপের কামড়ে মানুষের মৃত্যু অর্ধেকে নামিয়ে আনা। এদিন সেই লক্ষ্য বাস্তবায়িত করতে র‍্যালিতে সাপের কামড়ে ওঝা নয় হাসপাতাল চলো, সাপ কামড়ালে সময় নষ্ট না করে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার আর্জি জানিয়ে লিফলেট বিলি করা হয়েছে। প্রোজেক্টরের মাধ্যমে সচেতনতার বার্তা দেওয়া হয়েছে।

গ্রামীণ এলাকায় বিষধর সাপ কামড়ের ঘটনা ঘটলে ওঝার পক্ষে বাঁচানো সম্ভব নয়, একথাও জানানো হয়েছে। এছাড়া প্রতিটি ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পর্যাপ্ত অ্যান্টিভেনম ইনজেকশন রাখা, প্রতিটি মহকুমা হাসপাতালে ডায়ালিসিস এবং ভেন্টিলেশনে রাখার আর্জি জানানো হয়েছে। এদিন আলিপুরদুয়ারে আয়োজিত অনুষ্ঠানে জেলা ক্রীড়া সংস্থার সচিব সঞ্চয় ঘোষ, ৬ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার গার্গী তালুকদার, ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার মাধবী দে সরকার, সংস্থার ভাইস চেয়ারম্যান অজয় তিওয়ারি প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

'ভুল বোঝাবুঝি' মেটালেন প্রকাশ

এক টেবিলে সাজিদ-দীপনারায়ণ

মোস্তাক মোরশেদ হোসেন

বীরপাড়া, ২৯ জুন : অবশেষে সাজিদ-দীপনারায়ণের সমস্যা মিটল। অন্তত এমনটাই দাবি করছে তৃণমূল। জেলা পরিষদের বন ও ভূমি কর্মাধ্যক্ষ দীপনারায়ণ সিনহা এবং মাদারিহাট বীরপাড়া পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ সাজিদ আলমকে নিয়ে রবিবার বীরপাড়ায় বৈঠক করলেন তৃণমূল জেলা সভাপতি প্রকাশ চিকবড়াইক। সম্প্রতি মাদারিহাটে দীপনারায়ণ এবং সাজিদের কোন্দল প্রকাশ্যে আসে। এনিয়ে কোমর বাঁধছিলেন দুজনের অনুগামীরা। বিবাদ মেটাতে হস্তক্ষেপ করতে হয় প্রকাশকে। রবিবার সন্ধ্যায় বীরপাড়ার পথের সাথী ভবনে সাজিদ এবং দীপনারায়ণকে দু'পাশে বসিয়ে সাংবাদিক বৈঠকে প্রকাশ বলেন, 'মাদারিহাটে দলে কোনও গোষ্ঠীকোন্দল নেই। দাদা-ভাইয়ে ভুল বোঝাবুঝি হয়েছিল। তা মিটে গিয়েছে।'

সম্প্রতি মাদারিহাট চৌপথিতে একটি মারপিটের ঘটনার পর সাজিদ এবং দীপনারায়ণের বিবাদ চরমে ওঠে। শেষপর্যন্ত শনিবার দু'পক্ষকে নিয়ে নিজের বাড়িতে বৈঠক করেন প্রকাশ। সেই বৈঠকের পর এদিন সাংবাদিক বৈঠক করে ভুল বোঝাবুঝি মিটে গিয়েছে বলে ঘোষণা করলেন তিনি।

সাজিদ আলম এবং দীপনারায়ণ সিনহাকে নিয়ে বৈঠকে প্রকাশ।

দল তৈরি হওয়ার পর ২০২৪ সালের উপনির্বাচনে ২৮,১৬৮ ভোটে জিতে প্রথমবার মাদারিহাট বিধানসভা দখল করেছে তৃণমূল। ২০২৬ সালের বিধানসভা ভোটেও মাদারিহাট ধরে রাখতে বদ্ধপরিকর তৃণমূল। তাই ফাঁকফোকর বন্ধ করতে মরিয়া প্রকাশ, খবর দলীয় সূত্রের। অবশ্য যুযুধান হলেও দীপনারায়ণ এবং সাজিদও বারবার দাবি করেছেন, দুজনের মধ্যে গোষ্ঠীকোন্দল নেই।

২০২১ সালে আলিপুরদুয়ার জেলায় একটি বিধানসভা আসনেও জেতেনি তৃণমূল। তবে ২০২৪ সালের উপনির্বাচনে বড় ব্যবধানে মাদারিহাট দখল করে উৎসাহিত ঘাসফুল শিবির। বিশেষ করে ১২টি অঞ্চলের বুথভিত্তিক ফলাফলেও উৎসাহিত শাসকদল। এই পরিস্থিতিতে গোষ্ঠীকোন্দল কিছুতেই বরদাস্ত করবে না দল, রবিবার বোঝান প্রকাশ। তিনি বলেন, 'উপনির্বাচনে মাদারিহাট দখলে প্রত্যেক নেতা-কর্মী এবং জনপ্রতিনিধির ভূমিকা রয়েছে।' জেলা সভাপতি জানান, এই মুহূর্তে কলকাতায় ২১ জুলাইয়ের শহিদ দিবস নিয়ে ব্যস্ত রয়েছেন তাঁরা। সভা সফল করতে দলের কর্মীদের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

ট্রেনে বন্ধ ফ্যান

আলিপুরদুয়ার, ২৯ জুন : দুর্ভোগের রবিবার। রবিবার দুপুরে বামনহাট-আলিপুরদুয়ার প্যাসেঞ্জার ট্রেন (নম্বর ৫৫৪৬৬)-এ যাত্রার স্মৃতিকে এভাবেই হয়তো মনে রেখে দেবেন যাত্রীরা। অসহ্য গরমের দুপুরে ট্রেনে উঠে যাত্রীরা দেখেন একটি ফ্যানও চলছে না। সেই অবস্থাতেই যাত্রা করতে হয়েছে তাঁদের।

দেওয়ানহাট থেকে স্ত্রী ও ছয় বছরের ছেলেকে নিয়ে ট্রেনে উঠেছিলেন প্রশান্ত সরকার। তিনি বলেন, 'একটাও ফ্যান চলছিল না। প্রথমে ভেবেছিলাম হয়তো কেবল আমাদের কামরার সমস্যা, কিন্তু সামনে-পেছনে যেখানেই গিয়েছি, একই অবস্থা। আমার ছেলে গরমে কাঁদতে কাঁদতে অসুস্থ হয়ে পড়ে।' কামরায় বসা আর এক যাত্রী শিলারানি সাহা বলেন, 'এমন গরমে ২ ঘণ্টার যাত্রা যেন কয়েক ঘণ্টার মতো লেগেছে। সবাই যার যার মতো হাতপাখা, খবরের কাগজ নিয়ে হাওয়া করতে ব্যস্ত ছিল।' রেল কর্তৃপক্ষের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। একাধিক যাত্রীর মতে, এই অব্যবস্থা রেলের গাফিলতির প্রমাণ। তাঁরা প্রশ্ন করেন, যদি ট্রেনে ফ্যান নষ্ট থাকে, তাহলে কেন তা আগেই মেরামতি করা হয়নি? উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের সিনিয়ার ডিসিএম অভয় গণপত সানোপ বলেন, 'খোঁজ নিয়ে দেখা হবে এবং দ্রুত পদক্ষেপ করা হবে।'

পুলিশের হানা

শামুকতলা, ২৯ জুন : বাড়ির পাশে বাঁশ বাগানে এবং রান্নাঘরে চলছিল চোলাই এবং হাঁড়িয়া তৈরি। সেই চোলাই, হাঁড়িয়া শামুকতলা থানার পারোকাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের বিভিন্ন এলাকায় চোরাপথে বিক্রি করা হচ্ছিল। অভিযোগ পেয়ে ভাটিবাড়ি পুলিশ ফাঁড়ির ওসি দীপায়ন সরকার তদন্ত শুরু করেন। বিভিন্ন সূত্র মারফত তিনি জানতে পারেন, পারোকাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের ব্রজেরকুঠি গ্রামের কিছু পরিবার চোলাই এবং হাঁড়িয়া তৈরির কারখানা গড়ে তুলেছে। এরপরেই রবিবার দুপুরে ওসি দীপায়ন সরকার তাঁর দলবল নিয়ে ওই গ্রামে হানা দেন। ওই বাড়িগুলোকে ঘিরে ফেলে তল্লাশি শুরু করতেই বেরিয়ে আসে চোলাই এবং হাঁড়িয়া তৈরির কারখানা। পাঁচটি বাড়িতে এমন চোলাই কারখানা ভেঙে গুঁড়িয়ে দেয় পুলিশ। নষ্ট করে চোলাই ও হাঁড়িয়া তৈরির কাঁচামাল।

কুপিয়ে খুন তরুণকে

শামুকতলা, ২৯ জুন : কাজের টাকা চাইতে গিয়ে খুন হতে হল ১৮ বছরের এক তরুণকে। ঘটনাটি ঘটেছে শনিবার রাতে শামুকতলা থানার শিলটং ফরেস্টবস্তি এলাকায়। ওই তরুণকে খুনের অভিযোগে পুলিশ বিকাশ রাভা নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে। থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন তরুণের মা মিনতি রাভা। তিনি বলেন, 'বিকাশ রাজমিস্ত্রী। আমার ছেলে চুক্তিভিত্তিক শ্রমিক হিসাবে কাজ করত। ৪ দিনের কাজ করার জন্য বিকাশের কাছে ১২০০ টাকা পেত। রাতে টাকা আনতে বিকাশের বাড়িতে যায় ছেলে। বিকাশ টাকা দিতে অস্বীকার করে। এরপর কুপিয়ে খুন করা হয় ছেলেকে।'

শামুকতলা থানার ধওলাবস্তি এলাকার বাসিন্দা রকি মিঞ্জ শনিবার রাতে কাজের টাকা চাইতে গিয়েছিলেন বিকাশ রাভার কাছে। টাকা দিতে পারবে না বলে জানিয়ে দেয় বিকাশ। এই নিয়ে দুইজনের মধ্যে বাদবিতণ্ডা শুরু হয়। এর মধ্যেই বিকাশ অস্ত্র বের করে রকিকে এলোপাথাড়ি কোপাতে থাকে বলে অভিযোগ। প্রতিবেশীরা ছুটে এসে রকিকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায়। তবে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যান শামুকতলা থানার ওসি বিশ্বজিৎ দে এবং অন্য পুলিশকর্মীরা। অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে আসা হয়। মৃত তরুণের দেহ আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়ে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। বিশ্বজিৎ দে বলেন, 'আমরা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছি।' রকির জামাইবাবু শচীন রাভা জানিয়েছেন, নিরীহ এক তরুণকে নৃশংসভাবে খুন করার জন্য অভিযুক্তর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানাচ্ছি।

> ৪ দিনের কাজ করার জন্য বিকাশের কাছে ১২০০ টাকা পেত। রাতে টাকা আনতে বিকাশের বাড়িতে যায় ছেলে। বিকাশ টাকা দিতে অস্বীকার করে। পরে খুন করা হয়।
>
> **- মিনতি রাভা** *মৃতের মা*

ভারতীয় সেনার হয়ে দৌড়ে পদক

অভিজিৎ ঘোষ

সোনাপুর, ২৯ জুন : দু'বছর আগে সেনাবাহিনীর চাকরিতে যোগদান। সেখান থেকে দেশের হয়ে পদক জয়ের দৌড়ে। নিজের স্বপ্ন পূরণে সেনায় যোগ দিয়ে ভুল করেননি, বলছেন আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের চকোয়াখেতি গ্রাম পঞ্চায়েতের পাঁচকোলগুড়ির বাসিন্দা নীলকণ্ঠ রায়। গ্রামের মাঠে দৌড় শুরু করলেও এখন জাতীয় স্তরের বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশ নিচ্ছেন ওই তরুণ। শনিবার বেঙ্গালুরুতে অনুষ্ঠিত হওয়া ইন্ডিয়ান ওপেন অ্যাথলেটিক্স মিটে পুরুষদের ৮০০ মিটার দৌড়ে প্রথম স্থান অধিকার করেছেন নীলকণ্ঠ। ভারতীয় সেনার হয়ে ওই প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছিলেন তিনি। এবার আগামীতে লক্ষ্য আন্তর্জাতিক খেতাব পাওয়া।

পাঁচকোলগুড়ির গ্রামের নীলকণ্ঠ স্কুলে পড়ার সময় থেকেই খেলাধুলোর প্রতি আগ্রহী। একটা সময় পরিবারের অর্থাভাব তাঁর দৌড়ের ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ২০২৩ সালে নীলকণ্ঠ ভারতীয় সেনায় অগ্নিবীর হিসেবে যোগ দেন। এক বছর ভারতীয় সেনাবাহিনীতে কাজ করার পর সেখানে ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে সেনা আধিকারিকদের নজরে পড়েন। তারপর থেকে সেনার হয়ে বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে শুরু করেন ওই তরুণ।

রবিবার বেঙ্গালুরু থেকে ফোনে নীলকণ্ঠ বলেন, 'চাকরিতে আসার আগে থেকেই আমার দৌড়বিদ হওয়ার স্বপ্ন ছিল। সেটা পূরণের জন্য চাকরি করছি। আগামীতে যে প্রতিযোগিতাগুলো রয়েছে সেগুলোতে ভালো ফল করার চেষ্টা থাকবে। দেশের হয়ে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়াই আমার লক্ষ্য।' ভবিষ্যতে এশিয়ান গেমস, অলিম্পিকের মতো প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়ার স্বপ্ন নীলকণ্ঠর। আপাতত তাঁর প্রস্তুতি চলছে হায়দরাবাদে আর্টিলারি সেন্টারে। সকালে ও বিকেলে সেখানেই বিশেষজ্ঞদের তত্ত্বাবধানে ট্রেনিং চলছে আলিপুরদুয়ারের ওই তরুণের।

বিশ্বে এখনও পর্যন্ত ৮০০ মিটার দৌড়ে রেকর্ড রয়েছে দৌড়বিদ ডেভিড রুটিসার। তাকেই রোল মডেল করে দেশের হয়ে আন্তর্জাতিক খেতাব পাওয়ার স্বপ্ন দেখছেন নীলকণ্ঠও। নীলকণ্ঠর প্রাক্তন কোচ ও আলিপুরদুয়ারের প্রবীণ ক্রীড়াবিদ পরাগ ভৌমিক তাঁর সাফল্যে খুশি। এদিন তিনি বলেন, 'ওর মধ্যে চেষ্টা রয়েছে। বড় কিছু করার স্বপ্ন দেখে। এখনও ভালো জায়গায় রয়েছে ও। আশা করছি আরও ভালো ফল পাব ওর কাছ থেকে।'

ইন্ডিয়ান ওপেন অ্যাথলেটিক্স মিটে নীলকণ্ঠ।

RABINDRA BHARATI UNIVERSITY
Centre For Distance and Online Education
Rabindra Bhawan, EE- 9 & 10, Sector – II, Salt Lake City, Kolkata - 700091
Phone : (033) 2358 4014 /4016/ 4018, E-Mail : director.cdoe@rbu.ac.in, Website : www.rbucdoe.ac.in
Admission Notice No. : RBU/CDOE/ADV/2025/0621 Date :16.06.2025

NOTICE FOR ADMISSION 2025-26

The University invites online application to the PG Programmes **(UGC-DEB Approved Academic Programmes, Vide F. No. 21-81/2020 (DEB-III), dated 05.08.2021 and Vide F. No. 22-14/2022 (DEB-III), dated 14.11.2022) of Semester with CBCS mode** for session 2025-26, on first-come-first-serve basis (seats are limited) in the subjects of **Bengali, English, Sanskrit, Education, History, Political Science, Geography, Environmental Studies, Master of Social Work, Vocal Music and Rabindra Sangeet**, offered in ODL mode at Rabindra Bharati University, through the following Learner Support Centres recognized by the Rabindra Bharati University, Centre For Distance and Online Education, Salt Lake, Kolkata -700091 from **01.07.2025 to 05.09.2025**

LEARNER SUPPORT CENTRE (LSC) NAME WITH CODE

RBU, CDOE Main Campus (99), Raiganj Surendranath Mahavidyalaya (01), Dhruba Chand Halder College (02), Tamralipta Mahavidyalaya (04), Sukanta Mahavidyalaya (06), Vidyanagar College (07), Sundarbon Hazi Desarat College (08), Bankura Zila Saradamani Mahila Mahavidyapith (10), Balurghat Mahila Mahavidyalaya (11), Sitalkuchi College (13), Barasat College (14), Sripat Singh College (16), Samsi College (19), Pathar Pratima Mahavidyalaya (21), Ananda Chandra College of Commerce (22), Gangarampur College (23), Vijaygarh Jyotish Ray College (26), Raidighi College (29), Abhedananda Mahavidyalaya (35), Mathabhanga College (36), Deshbandhu College for Girls (38), Bidhan Chandra College, Rishra (39), Behala College (40), Dinabandhu Mahavidyalaya (41), Serampore Girls College (42), Vivekananda College, Madhyamgram (43), Gour Mahavidyalaya (46), Munshi Premchand Mahavidyalaya (47), Rajganj College (48), Falakata College (49), Vivekananda College, Alipurduar (50), Maharaja Srischandra College (52), Raja Peary Mohan College (54), Mrinalini Datta Mahavidyapith (55), Egra Sarada Shashi Bhusan College (56), Acharya Prafulla Chandra College (57), Chaipat Saheed Pradyot Bhattacharya Mahavidyalaya (58), Magrahat College (59),Ramsaday College (60), Dr. B. R. Ambedkar Satabarshiki Mahavidyalaya (61), Kotshila Mahavidyalaya (62), Hiralal Bhakat College (63), Panskura Banamali College(64), Basirhat College (65), Sree Chaitanya Mahavidyalaya (66), Gobardanga Hindu College (67), Amdanga Jugal Kishore Mahavidyalaya (68), Seth Anandram Jaipuria College (69), Shyampur Siddheswari Mahavidyalaya (70), Gangadharpur Mahavidyamandir (71), Barabazar Bikram Tudu Memorial College (72), Bejoy Narayan Mahavidyalaya (73)

for details, please visit the website at **www.rbucdoe.ac.in** Director, RBU, CDOE

টুকরো খবর

নতুন পদ

রাঙ্গালিবাজনা, ২৯ জুন : তৃণমূল কংগ্রেসের কিষান খেতমজদুর সংগঠনের মাদারিহাট-বীরপাড়া ব্লক কমিটির সভাপতি করা হল রবিউল হককে। লক্ষ্মীনাথ রায় হয়েছেন জেলা সহ সভাপতি, ব্লক চেয়ারম্যান হলেন গোলাম রসুল। সংগঠনের জেলা সভাপতি প্রসেনজিৎ রায় রবিবার দক্ষিণ শিশুবাড়িতে বৈঠক করেন।

বাৎসরিক সভা

মাদারিহাট, ২৯ জুন : মাদারিহাটের মেঘনাদ সাহা নগর যৌথ বন পরিচালন কমিটি গঠন হল। রবিবার ১৫ জনকে নিয়ে মূল কমিটি গঠন করা হয়। তবে বিদায়ি কমিটির কোনও সদস্যকে এবারের কমিটিতে রাখা হয়নি। জলদাপাড়া নর্থ রেঞ্জের রেঞ্জ অফিসার রামিজ রজার জানালেন, শীঘ্রই মূল কমিটির বৈঠক ডাকা হবে। সেখানে ঠিক হবে কে বা কারা কমিটির বিভিন্ন পদে বসবেন।

অভিযান

কামাখ্যাগুড়ি, ২৯ জুন : কামাখ্যাগুড়ি ফাঁড়ির ওসি প্রদীপ মণ্ডলের নেতৃত্বে শনিবার রাতে অভিযান চলে জাতীয় সড়ক সংলগ্ন হোটেলগুলোতে। গ্রেপ্তার করা হয় মদ্যপ ব্যক্তিদের। জাতীয় সড়ক সংলগ্ন হোটেলগুলোতে অবৈধভাবে মদ বিক্রির অভিযোগ অনেকদিন ধরেই। ওসি জানান, এ ধরনের অভিযান প্রতিনিয়ত কামাখ্যাগুড়ি ফাঁড়ির তরফে চালানো হয়।

ঝুলন্ত দেহ

শামুকতলা, ২৯ জুন : ক্যানসার আক্রান্ত এক মহিলার ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। পারোকাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের মহেশতলায় রবিবার সন্ধ্যায় বাড়ির পাশের একটি বাঁশ বাগানে মহিলার ঝুলন্ত দেহ দেখতে পান পরিবারের লোকেরা। খবর দেওয়া হয় শামুকতলা থানার পুলিশকে। মৃতার নাম নীরবালা দাস (৫৬)।

স্বাস্থ্য পরীক্ষা

শালকুমারহাট, ২৯ জুন : শালকুমারহাটে ইসকন নামহট্টের রথের মেলা চলছে। রবিবার কোচবিহারের একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সহযোগিতায় মেলা চত্বরে এক স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির হয়। সেখানে ২০০ বাসিন্দার স্বাস্থ্য পরীক্ষা করেন চিকিৎসকরা। শিবিরে বিনামূল্যে ২২৭ জনের চক্ষু পরীক্ষাও হয়।

গ্রেপ্তার

শামুকতলা, ২৯ জুন : নেশাগ্রস্ত অবস্থায় গাড়ি চালানোর অভিযোগে এক চালককে গ্রেপ্তার করল শামুকতলা রোড বাড়ির পুলিশ। রবিবার ৩১সি জাতীয় সড়কের শামুকতলা রোড এলাকায় ঘটনাটি ঘটেছে।

অশোভন আচরণ

কুমারগ্রাম, ২৯ জুন : অশোভন আচরণ, বাকবিতণ্ডা, গালিগালাজ, সেইসঙ্গে বনকর্মীদের গায়ে হাত তোলার অভিযোগে তপন দাসকে গ্রেপ্তার করা হয়। তপন পেশায় পিকআপ ভ্যানচালক। রবিবার তাকে আলিপুরদুয়ার জেলা আদালতে পাঠিয়েছে বন দপ্তরের কুমারগ্রাম রেঞ্জ। শনিবার সন্ধ্যায় কালীখোলা থেকে ফেরার পথে কুমারগ্রাম বনবস্তি লাগোয়া কালপুল ওয়াচটাওয়ার গেটে ঘটনাটি ঘটে। অভিযোগ, তপন মদ্যপ অবস্থায় বনকর্মীদের সঙ্গে বচসায় জড়িয়ে পড়েন। সেসময় গেটে আঘাত লেগে এক বনকর্মী জখম হন।

জখম শ্রমিক

ফালাকাটা, ২৯ জুন : ফালাকাটার পাকড়িতলার বাসিন্দা শশীকেশচন্দ্র সরকারের বাড়িতে রবিবার দুপুরে সীমানা প্রাচীর তৈরির কাজ চলছিল। সেই কাজ করতে গিয়ে লোহার রডের আঘাতে জখম হন বিকি বর্মন (৩৩) নামে এক নির্মাণশ্রমিক। বিকির বাড়ি কোচবিহারের লাফাবাড়ি গ্রামে।

প্রস্তুতি বৈঠক

সোনাপুর, ২৯ জুন : ২১ জুলাই তৃণমূলের শহিদ দিবসের সমাবেশ সফল করতে বিভিন্ন এলাকায় প্রস্তুতি সভা করা হচ্ছে। রবিবার দলের আলিপুরদুয়ার-১ ব্লক কমিটিও একটি বৈঠক ডেকেছিল। এদিনের বৈঠকে তৃণমূল যুব'র নতুন জেলা সভাপতি সমীর ঘোষকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়।

‘কুমিরছানা’ মেডিকেল

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ২৯ জুন : একটু পিছিয়ে যাওয়া যাক। ২০২২ সালের কথা। সেদিনও ছিল আলিপুরদুয়ারের জন্মদিন। জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে ডুয়ার্সকন্যায় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। সেই অনুষ্ঠান থেকেই উঠে এসেছিল আলিপুরদুয়ার মেডিকেল কলেজের প্রসঙ্গ। এসজেডিএ'র তৎকালীন চেয়ারম্যান সৌরভ চক্রবর্তী তখন জানিয়েছিলেন, জেলায় মেডিকেল কলেজের জন্য জায়গা দেখা শুরু হয়েছে।

এবার আসা যাক ২০২৫ সালের কথায়। সেই ডুয়ার্সকন্যায় জেলার জন্মদিন পালনের অনুষ্ঠান। এবারও উঠে এল মেডিকেল কলেজের কথা। এবার জেলা শাসক আর বিমলা জানালেন, মেডিকেল কলেজের জন্য জেলা সদরের আশপাশে জমি দেখার কাজ শুরু হয়েছে।

মাঝে কয়েকবছর ধামাচাপা পড়ে থাকার পর আবার মেডিকেল কলেজের প্রসঙ্গ ওঠায় রাজনৈতিক মহলে জোর আলোচনা শুরু হয়েছে। ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনকে মাথায় রেখেই কি তাহলে রাজ্য সরকার আলিপুরদুয়ার মেডিকেল কলেজ নিয়ে তৎপরতা দেখাচ্ছে? নাকি এবারও এটা শুধু ভোটের ইস্যু হয়েই থেকে যাবে?

আলিপুরদুয়ার জেলায় স্বাস্থ্য পরিষেবা বারবার প্রশ্নের মুখে পড়েছে। স্বাস্থ্য পরিষেবার উন্নতিতে জেলার বিভিন্ন সংগঠন আন্দোলন করেছে। মেডিকেল কলেজের প্রসঙ্গ বিভিন্ন নির্বাচনের আগে সামনে এনেছে রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস। আবার বছর কয়েক আগে মাল্টিস্পেশালিটি হাসপাতালের প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিগত লোকসভা, বিধানসভা নির্বাচনে ফায়দা তুলেছে বিজেপি। তখন বিজেপির হয়ে মাল্টিস্পেশালিটি হাসপাতালের কথা বলেছিলেন জন বারলা। পরে তিনি দল ছেড়েছেন। সেই ইস্যুও ধামাচাপা পড়ে গিয়েছে। সেই হাসপাতাল না হওয়া নিয়ে কয়েকদিন আগেই তো বিজেপির নেতাদেরই তীব্র আক্রমণ করেছেন বর্তমানে তৃণমূলের বারলা। সব মিলিয়ে ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে জেলায় শাসক ও বিরোধী দুই দলই স্বাস্থ্যকে হাতিয়ার করছে।

তবে কেউই স্পষ্ট করে বলতে পারছে না, মেডিকেল কলেজ বা মাল্টিস্পেশালিটি হাসপাতালের প্রতিশ্রুতি কবে পূরণ হবে। বিজেপির জেলা সভাপতি মিঠু দাস বলেন, ‘জেলায় যে মাল্টিস্পেশালিটি হাসপাতাল প্রয়োজন সেই দাবি বিজেপির জনপ্রতিনিধিরা তুলে ধরেছেন। সেটা পূরণ হবেই। আমার যেটা বলি সেটা করে দেখাই। একটু সময় লাগছে তবে হাসপাতাল হবেই।’

তৃণমূলের রাজ্য সম্পাদক মৃদুল গোস্বামী আবার আশ্বস্ত করছেন খুব শীঘ্রই আলিপুরদুয়ার মেডিকেল কলেজ পেতে চলেছে। তাঁর কথায়, ‘আলিপুরদুয়ার মেডিকেল কলেজ পাবে। জেলা প্রশাসন সেই প্রক্রিয়া শুরু করেছে। আশা করছি খুব শীঘ্রই সেটা ঘোষণা করা হবে।’

আলিপুরদুয়ার জেলায় বিগত কয়েক বছরে বারবার ঘুরেফিরে এসেছে মাল্টিস্পেশালিটি হাসপাতাল আর মেডিকেল কলেজের প্রসঙ্গ। সেই শিয়াল ও কুমিরছানার গল্পটার কথা মনে আছে? সব কুমিরছানা উদরস্থ করে কুমির দম্পতি এলে একটাই ছানাকে বারবার বের করে দেখাত শিয়াল। আলিপুরদুয়ার জেলায় মেডিকেল কলেজ স্থাপনের বিষয়টিও যেন সেই কুমিরছানা। একটাই ইস্যু বারবার তুলে ধরা হয় ভোট এলেই।

উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, তৃণমূল ও বিজেপি দুই দলের কাছেই হাসপাতাল ও মেডিকেল কলেজ যেমন বড় অস্ত্র তেমনই আবার বড় দুর্বলতাও। বিধানসভা নির্বাচনে যে দল মানুষের প্রত্যাশা পূরণ করতে পারবে স্বাভাবিকভাবে তারা অনেকটাই মাইলেজ পাবে। তবে তৃণমূলের আরেক রাজ্য সম্পাদক সৌরভ চক্রবর্তী আবার দাবি করেছেন, এই বিষয়টির সঙ্গে রাজনীতির কোনও সম্পর্ক নেই। তাঁর কথায়, ‘মুখ্যমন্ত্রী উপলব্ধি করেছেন জেলায় মেডিকেল কলেজ হওয়া প্রয়োজন। তাই তিনি উদ্যোগ নিয়েছেন।’

কঠিন অঙ্ক

- বিজেপির প্রতিশ্রুতি, মাল্টিস্পেশালিটি হাসপাতালের
- তৃণমূলের প্রতিশ্রুতি, মেডিকেল কলেজের
- বিজেপির হয়ে প্রতিশ্রুতি দেওয়া বারলা এখন তৃণমূলে
- প্রতিশ্রুতি পূরণের আশা দেখাচ্ছেন অন্য নেতারা
- মেডিকেল কলেজের আশ্বাস আগেও দিয়েছেন তৃণমূল নেতারা
- এতদিনেও কিছু হয়নি

আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতাল।

হাতির আক্রমণে গুরুতর জখম দুর্গা ওরাওঁ ভর্তি হাসপাতালে।

পাম্পকর্মীকে নিয়ে ‘ফুটবল’ খেলল হাতি

নীহাররঞ্জন ঘোষ

মাদারিহাট, ২৯ জুন : দুর্গা ওরাওঁ মুজনাই চা বাগানের জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের পাম্প অপারেটর পদে চুক্তিভিত্তিক কর্মী। শনিবার রাতে রিজার্ভারে জল তুলে রাত সাড়ে ১২টা নাগাদ বাইক নিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন। বাড়ি ফেরার পথেই তাঁর ওপর হামলা করে মাকনা হাতি। গুরুতর জখম অবস্থায় বর্তমানে বীরপাড়া রাজ্য সাধারণ হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন তিনি।

সেই রাতের অভিজ্ঞতার কথা ভুলতে পারছেন না দুর্গা। জানালেন, প্রথমে তিনি হাতিটিকে দেখতে পাননি। হঠাৎই মুজনাই হাটখোলার কাছে হাতিটি আক্রমণ করে। বাইকের মায়া ত্যাগ করে তিনি পালাতে গিয়ে পড়ে যান। হাতি প্রথমে তার বাঁ পায়ে পা দিয়ে আঘাত করে। কোনওভাবে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে আবার পালানোর চেষ্টা করেন দুর্গা। এবার তাঁর দুই পায়েই আবার লাথি মারে হাতিটি। মৃত্যু নিশ্চিত ভেবেও বাঁচার শেষ চেষ্টা করেন তিনি। ততক্ষণে পায়ে অসম্ভব যন্ত্রণা শুরু হয়ে গিয়েছে। তবুও নিজেকে টেনেহিঁচড়ে পাশেই থাকা পানীয় জলের রিজার্ভারের নীচের ফাঁকা জায়গায় ঢুকে যান। দুর্গা বলেন, ‘আমাকে নিয়ে ও যেন ফুটবল খেলছিল। পাশেই ছিল পানীয় জলের রিজার্ভার। রিজার্ভারের নীচটা ছিল ফাঁকা। কোনওভাবে ওই ফাঁকা জায়গায় ঢুকে যাই আমি। এরপর হাতিটি দুইবার চিৎকার করে চলে যায়।’

> আমাকে নিয়ে ও যেন ফুটবল খেলছিল। পাশেই ছিল পানীয় জলের রিজার্ভার। রিজার্ভারের নীচটা ছিল ফাঁকা। কোনওভাবে ওই ফাঁকা জায়গায় ঢুকে যাই আমি।
>
> **দুর্গা ওরাওঁ**

স্থানীয় লোকজন জড়ো হয়। এরপর বন দপ্তরের কর্মীরা খবর পেয়ে আসেন এবং দুর্গাকে উদ্ধার করে বীরপাড়া রাজ্য সাধারণ হাসপাতালে ভর্তি করেন। তাঁর দুই পা ছাড়াও হাত ও মুখে চোট রয়েছে। মাদারিহাট রেঞ্জের অফিসার শুভাশিস রায় জানিয়েছেন, জখম দুর্গার চিকিৎসার খরচ বন দপ্তর বহন করবে।

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

একাকী।। *বৈকুণ্ঠপুর ফরেস্টে ছবিটি তুলেছেন সাগ্নিক সূত্রধর।*

ভোটে নির্ণায়ক হতে চায় কেএসডিসি

বীরপাড়া, ২৯ জুন : বিধানসভা ভোটে নির্ণায়ক হতে চায় কামতাপুর স্টেট ডিমান্ড কাউন্সিল (কেএসডিসি)। পৃথক রাজ্যের দাবিতে গড়ে ওঠা ওই সংগঠনটি রবিবার একটি সভার আয়োজন করে। মাদারিহাট-বীরপাড়া ব্লকের রাঙ্গালিবাজনা নিম্ন বুনিয়াদি বিদ্যালয়ে আয়োজিত সভায় পৃথক কামতাপুর বা গ্রেটার কোচবিহার রাজ্যের দাবিতে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার কথা বলা হয়। সেইসঙ্গে ২০২৬ সালের বিধানসভা ভোটে সংগঠনের পালনীয় ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করেন কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক দেবেন্দ্রনাথ রায়, আলিপুরদুয়ার জেলা কমিটির সহ সভাপতি সুভাষ রায়, সম্পাদক ভবতোষ রায় প্রমুখ।

তবে পরের বছরের বিধানসভা ভোটে সংগঠনের তরফে প্রার্থী দেওয়া হবে কি না, তা এখনও খোলসা করে বলেনি কেন্দ্রীয় ও জেলা নেতৃত্ব। দেবেন্দ্রনাথ বলেন, ‘এনিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত এখনই হয়নি। বুথ এবং অঞ্চল কাউন্সিল নেতৃত্বের মতামত নেওয়া হবে।’

এদিনের সভায় কেএলও সুপ্রিমো জীবন সিংহ এবং ডিএল কোচের সঙ্গে দ্রুত শান্তিচুক্তি সম্পন্ন করতে কেন্দ্রীয় সরকারের দ্বারস্থ হওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সংগঠন সূত্রের খবর, ওই দাবিতে ২০ জুলাই অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মার মাধ্যমে স্মারকলিপি দেওয়া হবে। রাজবংশী সম্প্রদায়ের মানুষের জন্য তপশিলি জাতির (এসসি) পরিবর্তে তপশিলি উপজাতি (এসটি) স্বীকৃতির দাবিও তোলা হয় সভায়।

পুড়ল রান্নাঘর

কুমারগ্রাম, ২৯ জুন : কুমারগ্রাম ব্লকের অমরপুরে শনিবার রাতে পুড়ে ছাই হল এক বাসিন্দার রান্নাঘর। রাত বারোটার দিকে ঘটনাটি ঘটে অমরপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কাছে প্রমীলা ওরাওঁয়ের বাড়িতে। প্রমীলার ঘর জ্বলতে দেখে স্থানীয়রা এসে আগুন নেভানোর কাজে হাত লাগান। বারবিশা দমকলকেন্দ্রের কর্মীদের ঘণ্টাখানেকের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রধানো সৌভিক দাস জানান, প্রশাসনের তরফে ক্ষতিগ্রস্ত মহিলাকে বাসনপত্র, পোশাক, ত্রিপল ইত্যাদি দেওয়া হয়েছে।

রাস্তার সমস্যা মিটবে ডিমা বাগানে

কালচিনি, ২৯ জুন : কংগ্রেসের আমল, বাম আমলেও দাবি উঠেছিল রাস্তার। তবে এর আগে রাস্তা তৈরি হয়নি। রবিবার কালচিনির ডিমা বাগানে প্রায় ৩ কিলোমিটার রাস্তার কাজের সূচনা হল। এদিন পুজো করে ও ফিতে কেটে ওই কাজের সূচনা করেন রাজ্যসভার সাংসদ প্রকাশ চিকবড়াইক। উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর পেভার্স ব্লকের রাস্তাটির নির্মাণকাজের দায়িত্বে রয়েছে। প্রায় ২ কোটি ৭৭ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে ওই রাস্তাটি নির্মাণের জন্য।

ডিমা চা বাগানের যাত্রা ময়দান সংলগ্ন মাটি লাইন থেকে রাস্তার কাজ শুরু হয়ে বাগানের ৮ নম্বর লাইন, হসপিটাল লাইন হয়ে বাগানের বিচ লাইন সংলগ্ন রাজ্য সড়কে গিয়ে রাস্তাটি মিলবে। সাংসদের মন্তব্য, ‘জেলার প্রায় প্রতিটি চা বাগানের শ্রমিকের সুবিধার্থে রাস্তার কাজ হচ্ছে।’

ডিমা বাগানের একদিকে রয়েছে কালচিনি-আলিপুরদুয়ার রাজ্য সড়ক। আরেকদিকে রয়েছে কালচিনি-নিমতি রাজ্য সড়ক। নতুন রাস্তাটির নির্মাণকাজ শুরু হচ্ছে নিমতি রাজ্য সড়কের দিক থেকে। রাস্তাটি নির্মাণ হলে দুই এলাকার মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হবে। বাগানের কাজে যেতেও সুবিধা হবে বলে জানিয়েছেন বাগানের এক শ্রমিক সুমারি ওরাওঁ। তৃণমূল চা বাগান শ্রমিক ইউনিয়নের বাগান কমিটির সভাপতি শিবরাম নায়েক বলেন, ‘পাকা রাস্তা না থাকায় বাগানের কয়েক হাজার শ্রমিক ও বাসিন্দার যাতায়াতের খুব সমস্যা হচ্ছিল। বর্ষায় জল জমে মাটির রাস্তা দিয়ে চলাফেরা করতে সমস্যা হত বাগানের শ্রমিকদের। এতদিনে সেই দাবি পূরণ হওয়ায় শ্রমিকদের দীর্ঘদিনের সমস্যা মিটল।’

> জেলার প্রায় প্রতিটি চা বাগানের শ্রমিকের সুবিধার্থে রাস্তার কাজ হচ্ছে।
>
> **প্রকাশ চিকবড়াইক**
> *সাংসদ, রাজ্যসভা*

দিনেরবেলাতেও গ্রামে বুনোর হানা

সমীর দাস ও সুভাষ বর্মন

হ্যামিল্টনগঞ্জ ও ফালাকাটা, ২৯ জুন : বন্যজন্তুর আক্রমণে দিশেহারা দলবদল বস্তি ও রাইচেঙ্গা সহ জলদাপাড়া বনাঞ্চলের আশপাশের এলাকার বাসিন্দারা। একদিকে চিতাবাঘ তো অপরদিকে হাতি। বুনোর হামলায় ক্ষয়ক্ষতি নিত্যদিনের ঘটনা।

কালচিনি ব্লকের বক্সা ব্যাঘ্র-প্রকল্পের হ্যামিল্টনগঞ্জ রেঞ্জের জঙ্গলে ঘেরা গ্রাম দলবদল বস্তি। তাই মাঝেমধ্যেই জঙ্গল থেকে বন্যপ্রাণী দিনের আলোতেও গ্রামে ঢুকে পড়ে। রবিবার দুপুরে স্থানীয় কুবির ছেত্রীর বাড়ির পেছনে গোয়ালে থাকা একটি বাছুরের ওপর হামলা চালায় একটি চিতাবাঘ। বাছুরটিকে জঙ্গলে টেনে নিয়ে যাওয়ার সময় বাড়ির মালিক ও প্রতিবেশীদের তাড়া খেয়ে বাছুরটিকে ফেলে জঙ্গলে পালায় চিতাবাঘটি।

এ তো গেল রবিবারের ঘটনা। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, রাতের অন্ধকার ছাড়াও দিনের আলোতেও গ্রামে ঢুকে পড়ছে বুনো হাতির দল। আবার কখনও ঢুকে পড়ছে চিতাবাঘ। এই পরিস্থিতিতে প্রাণ হাতে করে বেঁচে রয়েছেন প্রায় ৩০০ বাসিন্দা। পরিস্থিতি থেকে বাঁচতে গ্রামবাসীদের অধিকাংশ চাইছেন বন দপ্তরের তরফে গ্রামের চারদিকে বসানো হোক পাওয়ার ফেন্সিং। বন্যপ্রাণী যাতে গ্রামে ঢুকতে না পারে সেজন্য পাওয়ার

ফেন্সিংয়ের দাবি তুলেছেন গ্রামবাসী। কয়েকজন চাইছেন, কালচিনির গাঙ্গুটিয়া অথবা কুমারগ্রাম ব্লকের ভুটিয়া বস্তির মতো তাঁদের অন্যত্র পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হোক।

হ্যামিল্টনগঞ্জ রেঞ্জের অফিসার অর্ণব দাস বলেন, ‘জখম বাছুরটির চিকিৎসার খরচ সরকারি নিয়মে দেওয়া হবে। গ্রামবাসী সমবেতভাবে আবেদন করলে পাওয়ার ফেন্সিংয়ের ব্যবস্থাও পরবর্তীতে করা যেতে পারে।’ রোজগারের ব্যবস্থা না থাকায় দলবদল বস্তির প্রায় ৭০-৮০ জন পুরুষ-মহিলা ইতিমধ্যে ভিনরাজ্যে পাড়ি দিয়েছেন। কুবিরের কথায়, ‘গ্রামে রোজগার নেই। সংসার চালাতে হিমসিম খেতে হয়।’

অন্যদিকে, শনিবার রাতে খটখট শব্দে ঘুম ভেঙে যায় ফালাকাটা ব্লকের রাইচেঙ্গার বিশ্বেশ্বর বর্মনের। ঘর থেকে বেরিয়ে টর্চ জ্বালাতেই দেখেন বাড়িতে চারটি হাতি দাঁড়িয়ে। ভয়ে স্ত্রী সুমিত্রাকে নিয়ে সাহস করে ঘর থেকে বের হয়ে প্রতিবেশীদের বাড়িতে দৌড়ে যান। পরে প্রতিবেশীদের চেষ্টায় হাতিগুলি পিছু হটে। তবে ততক্ষণে হাতির পেটে চলে গেছে ২ বস্তা আলু।

পাশাপাশি এদিন রাতে জলদাপাড়া বনাঞ্চলে ৪টি হাতি বের হয়। বংশীধরপুরে খগেন বর্মনের গোয়াল ভেঙে ফেললেও খাবার পায়নি তারা। যদিও পাশের অনিল বর্মনের গাছের কাঁঠাল খেয়ে ফেলে বুনোর দল। তারপর রাইচেঙ্গায় এসে আলু খায়। এদিন রাতেই ওই এলাকায় বনকর্মীরা খবর পেয়ে হাতিগুলিকে জঙ্গলে ঢুকিয়ে দেন বলে জানিয়েছেন জলদাপাড়া দক্ষিণের রেঞ্জ অফিসার রাজীব চক্রবর্তী।

রবিবার বিজেপির কুমারগ্রাম থানা ঘেরাও কর্মসূচি।

বিজেপির থানা ঘেরাও

কুমারগ্রাম, ২৯ জুন : কসবা গণধর্ষণ কাণ্ডে সুবিচারের দাবিতে রবিবার কুমারগ্রাম থানা ঘেরাও করে বিক্ষোভ প্রদর্শন করল বিজেপি। এছাড়াও কালীগঞ্জে তৃণমূল দুষ্কৃতীদের ছোড়া বোমার আঘাতে তামান্না খাতুনের মৃত্যু, আরজি কর কাণ্ড সহ কুমারগ্রাম থানার পুলিশকর্মীদের একাংশের পক্ষপাতী আচরণের প্রতিবাদ জানিয়ে ধিক্কার মিছিলে অংশ নেন বিজেপির নেতা ও কর্মীরা। এণ্ডিবাড়ি জগদ্ধাত্রীমেলার মাঠ থেকে শুরু করে কুমারগ্রাম বাজার ঘুরে থানার সামনে জমায়েতের মধ্য দিয়ে মিছিল শেষ হয়।

রবিবার থানার গেটেই বিক্ষোভকারীদের আটকে দেন পুলিশকর্মীরা। তখন গেটের সামনে মাটিতে বসে পড়েন বিক্ষোভকারীরা। বিভিন্ন মামলায় রাজ্যজুড়ে পুলিশি নিষ্ক্রিয়তা, সাধারণ মানুষকে হয়রান করা, বিজেপি কর্মীদের মিথ্যা মামলায় ফাঁসিয়ে দেওয়ার প্রতিবাদে পুলিশের বিরুদ্ধে সুর চড়ান বিজেপির নেতারা। পরে পুলিশমন্ত্রীর পদত্যাগের দাবি সহ ৫ দফা দাবিতে কুমারগ্রাম থানার আইসিকে স্মারকলিপি জমা দেন।

মিছিলে নেতৃত্ব দেন আলিপুরদুয়ারের বিজেপি সাংসদ মনোজ টিগ্গা, কুমারগ্রামের বিধায়ক মনোজকুমার ওরাওঁ, প্রাক্তন সাংসদ দশরথ তিরকি, জেলা সম্পাদক সুনীল মাহাতো, ২ নম্বর মণ্ডল সভাপতি নলিত দাস প্রমুখ। থানা ঘেরাও কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন দলের জেলা সভাপতি মিঠু দাস, সহ সভাপতি বাবুলাল সাহা, বিজেপি নেতা লুইস কুজুর সহ আরও অনেকে। অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে থানার গেটে প্রচুর পুলিশকর্মী মোতায়েন করা হয়।

আন্দোলনের জেরে হাটের নালা সাফাই

সুভাষ বর্মন

পলাশবাড়ি, ২৯ জুন : অবশেষে রবিবার আলিপুরদুয়ার জেলা পরিষদের তরফে শিলবাড়িহাটের নিকাশিনালা সাফাই করা হল। এতে ব্যবসায়ীরা খুশি। এক মাস আগে যখন ঘণ্টাখানেক ভারী বৃষ্টি হয়েছিল, তখনই পলাশবাড়ির শিলবাড়িহাটে হাঁটুসমান জল জমে যায়। অনেক দোকানেও জল ঢুকে পড়ে। ব্যবসায়ীরা বুঝতে পারেন যে, এবার বর্ষাকালে বড় বিপদ অপেক্ষা করছে। তারপর তাঁরা মিছিল করে পূর্ব কাঁঠালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানকে স্মারকলিপি দেন। জেলা পরিষদ সহ প্রশাসনের বিভিন্ন দপ্তরে বারবার আবেদনও জানানো হয়। যাতে এই বাজারে একটি বড় নর্দমা তৈরি করা হয় এবং পুরোনো নিকাশিনালাগুলি সংস্কার করা হয়।

জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি মনোরঞ্জন দে'র কথায়, ‘আমরা সবসময় ব্যবসায়ীদের পাশে আছি। এবার বর্ষার আগের বৃষ্টিতেই শিলবাড়িহাটে জল জমে যায়। ব্যবসায়ীরাও বারবার নালা সাফাইয়ের আবেদন করেন। তাই এদিন আর্থমুভার লাগিয়ে পুরোনো নালাগুলি সাফাই করা হয়।’ এছাড়া আগামীতে একটি বড় নর্দমাও তৈরি করা হবে বলে তিনি জানিয়েছেন।

শিলবাড়িহাট ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক নিখিলকুমার পোদ্দারের কথায়, ‘জেলা পরিষদকে আমরাই জানিয়েছিলাম। এখন আর বাজারে সেভাবে জল জমবে না। বৃষ্টি হলে সেই জল নালা দিয়ে বয়ে যেতে পারবে।’

আর্থমুভারের সাহায্যে পরিস্কার করা হচ্ছে নিকাশিনালা। রবিবার শিলবাড়িহাটে।

> জেলা পরিষদকে আমরাই জানিয়েছিলাম। এখন আর বাজারে সেভাবে জল জমবে না। বৃষ্টি হলে সেই জল নালা দিয়ে বয়ে যেতে পারবে।
>
> **নিখিলকুমার পোদ্দার** সম্পাদক, শিলবাড়িহাট ব্যবসায়ী সমিতি

তবে পুরোনো নিকাশিনালাগুলি বুজে যাওয়ার জন্য ব্যবসায়ীদের একাংশই দায়ী। কারণ, বাজারের সব জঞ্জাল নালাতেই কেউ কেউ ফেলে দেন। নিখিলের কথায়, ‘এবার যাতে কোনও ব্যবসায়ী নালায় জঞ্জাল না ফেলেন সেই দিকটি আমরা দেখব। কারণ, নালাগুলি কোনওভাবে বন্ধ হতে দেওয়া যাবে না।’

জেলা পরিষদের শিলবাড়িহাটে এবার দুটি কারণে জলজনিত সমস্যা বেশি দেখা দেয়। এক, বাজারের বড় একটি নালা ভরাট করা হয়। সেখানে রাস্তার দু'পাশের ব্যবসায়ীদের পুনর্বাসন দেওয়া হয়। সেই কারণে এবার বৃষ্টির জল বয়ে যেতে পারছে না। আর দ্বিতীয় কারণটি হল বাজারের পুরোনো নালা। এই বাজারে তিনটি পুরোনো নালা আছে। স্থানীয়দের অভিযোগ, সেই পুরোনো নালাগুলি দীর্ঘদিন ধরে সাফাই হচ্ছিল না। তাই নালাগুলি প্রায় বুজেই গিয়েছিল। এদিন দুটি ট্র্যাক্টর-ট্রলিতে করে নালার জঞ্জাল সরিয়ে ফেলা হয়। বাজারের ব্যবসায়ী তথা স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য বাপি দত্তের কথায়, ‘জেলা পরিষদ যাতে পুরোনো নালাগুলি সাফাই করে, সেটাই আমাদের দাবি ছিল। এদিন সেই কাজ দেখে আমরা খুশি।’

সাফল্য

জনগণের গর্জন, বাংলা বিরোধীদের বিসর্জন নামক প্রচারাভিযানের জন্য বিশ্বের অন্যতম বড় রাজনৈতিক কমিউনিকেশন পুরস্কার পোলারিস অ্যাওয়ার্ডসে রুপো জিতল আইপ্যাক।

পথে বাংলাপক্ষ

ডব্লিউবিসিএসে বাংলা বাধ্যতামূলকের সিদ্ধান্ত বাতিল করে হিন্দি, উর্দু চালুর বিরুদ্ধে পথে নামল বাংলাপক্ষ। কলকাতায় মিছিলে অংশ নিলেন শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতি জগতের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা।

ছুটি দাবি

সোমবার হুল দিবস উপলক্ষ্যে রাজ্যজুড়ে ছুটি ঘোষণা করেছে সরকার। এই ছুটিকে সার্বিক ছুটি ঘোষণার জন্য মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে চিঠি দিলেন ভাঙড়ের বিধায়ক নৌশাদ সিদ্দিকী।

ট্রেনে ঝাঁপ

রবিবার দুপুরে ডানকুনির রেলস্টেশনে ওভারব্রিজ থেকে ট্রেনের ওপর ঝাঁপ দিয়ে মৃত্যু হল এক ব্যক্তির। খবর পেয়ে এসে পৌঁছোয় পুলিশ ও জিআরপি। ঘটনার তদন্ত চলছে।

কালো মেঘে ছেয়েছে আকাশ।। রবিবার কলকাতায় আবির চৌধুরীর তোলা ছবি।

মনোজিতের মোবাইলে প্রচুর ছবি, তথ্যের হদিস

নির্যাতিতা কোথায়, প্রশ্ন কমিশনের

রিমি শীল

কলকাতা, ২৯ জুন : কসবা গণধর্ষণ কাণ্ডে রবিবার সকাল থেকে আসরে নামে জাতীয় মহিলা কমিশন। এদিন নির্যাতিতা বা তাঁর পরিবারের দেখা পেল না তারা। পুলিশের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়ে কমিশনের সদস্য অর্চনা মজুমদার দাবি করেন, তাঁদের সঙ্গে দেখা করানো হবে না বলেই পুলিশ তাঁদের কাছে দাবি করেছে, নির্যাতিতার খবর তারা জানে না। আবার এদিনই সিটের সদস্য সংখ্যা বাড়ানো হয়েছে।

কলকাতা পুলিশের অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার (দক্ষিণ শহরতলি) প্রদীপকুমার ঘোষালের নেতৃত্বে পাঁচ সদস্যের সিট গঠন করা হয়েছিল। তদন্ত জোরদার করতে নতুন চারজনকে সিটে যুক্ত করা হয়েছে। পাশাপাশি এদিন নির্যাতিতা তরুণী ও অভিযুক্ত তিনজনের ডিএনএ-র নমুনাও সংগ্রহ করেছে পুলিশ। তদন্তে ইতিমধ্যেই বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উঠে এসেছে। মূল অভিযুক্ত মনোজিৎ মিশ্র ও নির্যাতিতার জামাকাপড়, অন্তর্বাসও সংগ্রহ করা হয়েছে। সেগুলি ফরেন্সিকে পাঠানো হবে। মনোজিতের মোবাইল থেকেও নানা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পেয়েছে পুলিশ। ওইদিন কারা ছিলেন কলেজে সেই তালিকাও তৈরি করা হচ্ছে। এদিন নির্যাতিতার বাবা-মার গোপন জবানবন্দি নিতে চেয়ে আদালতে আবেদনও জানিয়েছে পুলিশ।

শনিবার রাতেই নির্যাতিতাকে ঘটনাস্থলে নিয়ে গিয়ে ঘটনার পুনর্নির্মাণ করা হয়। নির্যাতিতার সঙ্গে কথাও বলেন রাজ্য মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন লীনা গঙ্গোপাধ্যায়। এদিন সকালে প্রথমে জাতীয় মহিলা কমিশনের সদস্যরা পৌঁছোন কসবা থানায়। সেখানে পুলিশ আধিকারিকদের সঙ্গে তদন্তের বিষয়ে কথা বলেন তাঁরা। তারপর তাঁরা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করতে চেয়ে ল' কলেজে পৌঁছোন। কমিশনের সদস্য অর্চনা মজুমদার ভিতরে প্রবেশ করতেই পুলিশের সঙ্গে বাগবিতণ্ডা শুরু হয়। ঘটনাস্থলে ভিডিও করতে গেলে বাধা দেয় পুলিশ। সেখানে অপেক্ষা করতে থাকেন অর্চনা মজুমদার। শেষ পর্যন্ত ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন তাঁরা। তবে নির্যাতিতা বা তাঁর পরিবারের দেখা পেল না কমিশন।

ল' কলেজে জাতীয় মহিলা কমিশনের সদস্যরা। রবিবার।

> নির্যাতিতাকে আমাদের সঙ্গে দেখা করতে দেবে না বলেই লুকিয়ে রাখা হয়েছে। নির্যাতিতার কথা যেন মানুষের কাছে না পৌঁছোয়, সেটাই চেষ্টা করা হচ্ছে।
>
> **অর্চনা মজুমদার,** সদস্য জাতীয় মহিলা কমিশন

অর্চনা মজুমদার 'উত্তরবঙ্গ সংবাদ'কে জানান, 'গতকাল রাতে ডিসি (দক্ষিণ শহরতলি) বিদিশা কলিতার সঙ্গে গিয়ে ঘটনার পুনর্নির্মাণ হয়েছে, তারপর তিনি বলছেন রাত ১২টার পর নির্যাতিতাকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। এখন জানেন না কোথায় আছেন? এখন আবার বিকেলে ডিএনএ টেস্ট করাতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। তাহলে আমাদের সঙ্গে দেখা করতে দেবে না বলেই লুকিয়ে রাখা হয়েছে। নির্যাতিতার কথা যেন মানুষের কাছে না পৌঁছোয়, সেটাই চেষ্টা করা হচ্ছে। প্রশাসনই সব রাস্তা বন্ধ করে দিচ্ছে। গতকালও নির্যাতিতার পরিবারের সঙ্গে কথা হয়েছে। তাঁরা ভয়ে রয়েছেন। বাড়িতে তালা ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে।'

দিনভর যা হল

- রবিবার সকালে জাতীয় মহিলা কমিশনের সদস্যরা ল' কলেজে পৌঁছোন
- কমিশনের সদস্য অর্চনা মজুমদার ভিতরে প্রবেশ করতেই পুলিশের সঙ্গে বাগবিতণ্ডা শুরু হয়
- ঘটনাস্থলে ভিডিও করতে গেলে বাধা দেয় পুলিশ
- শেষপর্যন্ত ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন তাঁরা
- তবে নির্যাতিতা বা তাঁর পরিবারের দেখা পেল না কমিশন

তদন্তকারীরা মনে করছেন, সিসিটিভি ফুটেজ ও ফরেন্সিক রিপোর্টের প্রমাণ ঘটনার ভবিষ্যৎ গতিপথ নির্ধারণ করতে পারে। এদিন ধৃত প্রমিত মুখোপাধ্যায়কে নিয়ে হাওড়ার চ্যাটার্জিহাটের বাড়িতে যায় পুলিশ। তাঁর বাবা-মায়ের সঙ্গে কথা বলে। ওই দিনে তাঁর পরনের জামাকাপড় বাজেয়াপ্ত করা হয়। তাঁর বাড়িতে তল্লাশিও চালানো হয়। বেশ কিছু নথিও উদ্ধার করা হয়। সূত্রের খবর, মনোজিতের ফোন থেকে ইতিমধ্যেই নতুন তথ্য হাতে এসেছে তদন্তকারীদের। জানা গিয়েছে, মনোজিতের ফোনে কলেজের সিসিটিভি অ্যাক্সেস করা যেত। যতগুলি সিসিটিভি ছিল তার ফুটেজ নিজের মোবাইল থেকে দেখতে পেতেন অভিযুক্ত। কলেজের সিসি ক্যামেরাগুলির সরাসরি অ্যাক্সেস ছিল অভিযুক্ত মনোজিৎ সহ তিন অস্থায়ী কর্মীর মোবাইলে। পরে বাকিদের ফোন থেকে চিঠি দিয়ে অ্যাক্সেস ডিলিট করতে বলেছিলেন কলেজের ভাইস প্রিন্সিপাল। ওই ফুটেজ নিয়েও ব্ল্যাকমেল করা হত বলে অভিযোগ। এই ঘটনা জানতে চেয়ে সিসিটিভি এজেন্সিকে পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদ করেছে। এছাড়া কলেজের গার্ডরুমের ভিতরে বেঞ্চ জোড়া করে অভিযুক্ত বিছানা তৈরি করে তাতে হলুদ চাদর পেতে নির্যাতিতাকে গণধর্ষণ করেন। পুলিশ সূত্রে খবর, তদন্তকারীরা গার্ডরুমের ভিতরে বিছানার চাদরে দাগ দেখতে পেয়েছেন। তা জানতে চাদরের টুকরো বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। তা ফরেন্সিকে পাঠানো হয়েছে। সেই রিপোর্ট তদন্তে গতি আনবে বলে মনে করছেন তদন্তকারীরা।

৩ জুলাই রাজ্য সভাপতি ঘোষণার আশা

কলকাতা, ২৯ জুন : বিজেপির রাজ্য সভাপতির আনুষ্ঠানিক নাম ঘোষণা হতে পারে ৩ জুলাই। নব নির্বাচিত রাজ্য সভাপতির অভিষেক অনুষ্ঠানের জন্য বাইপাসের ধারে একটি তিনতারা হোটেলের কথা ভাবা হচ্ছে। সূত্রের খবর, শনিবার রাতেই দিল্লিতে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকে ডেকে পরবর্তী রাজ্য সভাপতির নামে চূড়ান্ত সিলমোহর দিয়ে ফেলেছেন কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব।

সেই অনুযায়ী ১ জুলাই রাজ্য সভাপতি ও রাজ্য পরিষদের সদস্য নির্বাচনের ভোটার তালিকা প্রকাশ হবে। ২ জুলাই সভাপতি নির্বাচনের জন্য মনোনয়ন জমা, পরীক্ষা ও প্রত্যাহারের দিন ধার্য হয়েছে। রাজ্য সভাপতি পদে যদি একটি নামের প্যানেল জমা পড়ে, সেক্ষেত্রে ওইদিনই রাজ্য সভাপতির নাম ঘোষণা করে দিতে পারেন স্টেট রিটার্নিং অফিসার প্রাক্তন মন্ত্রী ও সাংসদ রবিশংকর প্রসাদ। তবে রাজ্য সভাপতি পদে একাধিক নামের প্যানেল জমা পড়লে ভোটাভুটির মাধ্যমে ৩ জুলাই নির্বাচন সম্পূর্ণ হবে। দলীয় অন্তর্দ্বন্দ্বের কথা মাথায় রেখে দ্বিতীয় কোনও প্যানেল জমা না পড়ে তার জন্য সবরকম চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে বিজেপি। তবে আর একটি সূত্রের দাবি, প্রতিদ্বন্দ্বিতা না হলেও আনুষ্ঠানিকভাবে রাজ্য সভাপতির নাম ঘোষণা হবে ৩ জুলাই। ২৭ জুন মহারাষ্ট্র, উত্তরাখণ্ড এবং পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য সভাপতি নির্বাচন সম্পূর্ণ করতে স্টেট রিটার্নিং অফিসারদের তালিকা প্রকাশ করেছিল কেন্দ্রীয় বিজেপি। এরপরই উত্তরাখণ্ডের নির্বাচন সূচি প্রকাশিত হয়েছে। উত্তরাখণ্ডে রাজ্য সভাপতি নির্বাচনের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে রবিবারই। ১ জুলাই সেখানে রাজ্য সভাপতির নাম ঘোষণা। উত্তরাখণ্ডের এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পরই রাজ্যের নির্বাচনের দিনক্ষণ নিয়ে এমনই খবর পাওয়া যাচ্ছে। তবে এখনও সরকারিভাবে পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা করেনি কেন্দ্র।

নয়া প্রযুক্তি

কলকাতা, ২৯ জুন : যাত্রী সাথী অ্যাপে নতুন প্রযুক্তি হিসেবে 'হোয়ার ইজ মাই বাস' চালু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল রাজ্য পরিবহণ দপ্তর। জুন মাস থেকে পরীক্ষামূলকভাবে ১০টি রুটে এই প্রযুক্তি চালুর লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হলেও তা মাত্র ২টো রুটে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়েছে। সেই জট কাটাতেই ৩ জুলাই দপ্তরের কর্তাদের নিয়ে জরুরি বৈঠকের ডাক দিয়েছে পরিবহণ দপ্তর। আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে রাজ্য পুলিশের ডিজি রাজীব কুমার কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিমকেও।

কুণালের উদ্দেশে মীনাক্ষীর ভাষায় বিতর্ক

কলকাতা, ২৯ জুন : তৃণমূলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষকে কুরুচিকর ভাষায় আক্রমণ করার অভিযোগ উঠল সিপিএম নেত্রী মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে। তাঁর জন্মপরিচয় নিয়ে কথা বলার অভিযোগ উঠেছে। আর এর ফলে অস্বস্তিতে পড়তে হয়েছে সিপিএম-কে। ঘটনাটি নিয়ে ইতিমধ্যেই জলঘোলা হতে শুরু হয়েছে। সমাজমাধ্যমে মীনাক্ষীর ওই বক্তব্যের ভিডিও পোস্ট করে আক্রমণ করেছেন তৃণমূল নেতা দেবাংশু ভট্টাচার্য। তবে বিষয়টি হেসে উড়িয়ে দিয়েছেন কুণাল ঘোষ।

কালীগঞ্জে বোমার আঘাতে নাবালিকার মৃত্যুর ঘটনার প্রতিবাদে সভা করে সিপিএম। সেখানেই কুণাল ঘোষের বিরুদ্ধে অশ্রাব্য ভাষা ব্যবহার করার অভিযোগ উঠেছে। পালটা কুণাল ঘোষ অবশ্য বলেন, 'মীনাক্ষী আমার থেকে অনেক ছোট। ওর কথার জবাব দেওয়ার প্রবৃত্তি আমার নেই। ও যা বলেছে তাতে মনে হচ্ছে খুবই আমাদের কথা। ও এতই উত্তেজিত যে ভাষা সংবরণ করতে পারেনি। ওর কথার জবাব দেওয়ার ইচ্ছে বা রুচি আমার নেই। কেনইবা শেওড়া গাছের শাকচুন্নির জবাব আমি দেব।' ঘটনার ভিডিও পোস্ট করে দেবাংশু ভট্টাচার্য পালটা আক্রমণ করে বলেছেন, 'একই ভাষা ব্যবহার করে পালটা প্রত্যুত্তর দেওয়া শুরু করব আমরা?' কালীগঞ্জের সভায় দাঁড়িয়ে মীনাক্ষী বলেছিলেন, 'একটা রাজনৈতিক দল মুখপাত্র করে ওই ...বাচ্চাকে বসিয়ে রেখেছে। তাঁর ভাষণ শুনব আমরা?' এই ভাষা প্রয়োগের পরেই সিপিএমের নীতি আদর্শের বিষয় নিয়ে কটূক্তি শুরু করেছে শাসকদল।

নবান্ন অভিযান চান শুভেন্দু

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ২৯ জুন : ৯ অগাস্ট নবান্ন অভিযানের প্রস্তাব দিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। রবিবার বিকালে কসবার ঘটনার প্রতিবাদে দক্ষিণ কলকাতার গোলপার্ক থেকে গড়িয়াহাট পর্যন্ত মশাল মিছিল করেন শুভেন্দু। পরে জনসভা থেকে রাজ্যের নারী ও মহিলাদের সুরক্ষায় ঘুরপথে নবান্ন অভিযানের প্রস্তাব দেন তিনি। শুভেন্দু বলেন, 'আমি অভয়ার বাড়িতে যাব। তাঁর বাবা-মায়ের কাছে আমি প্রস্তাব দেব ৯ অগাস্ট নবান্ন অভিযানের ডাক দিন।' যদিও ইতিমধ্যেই মহার্ঘ ভাতার দাবিতে আন্দোলনকারীদের ডাকা ২৮ জুলাই নবান্ন অভিযানের কর্মসূচিকে সমর্থন করে পাশে থাকার বার্তা দিয়েছেন শুভেন্দু।

'২৬-এ বিধানসভা ভোটকে সামনে রেখে রাজ্যে সরকার বিরোধী আন্দোলনকে জোরদার করতে সাম্প্রতিক কসবা কাণ্ডকে হাতিয়ার করে এগোতে চাইছে বিজেপি। সেই লক্ষ্যেই এদিন সভা থেকে শুভেন্দু সরকারবিরোধী এই আন্দোলনে দলমত নির্বিশেষে বৃহত্তর নাগরিক সমাজকে পথে নামার আহ্বান জানান। শুভেন্দু বলেন, 'এই চরম নৈরাজ্যের বিরুদ্ধে জোট বাঁধুন, তৈরি হোন। পতাকা নিয়ে লড়ুন, পতাকা ছাড়া লড়ুন। নাগরিকরা বেরিয়ে আসুন।' ৯ অগাস্টের নবান্ন অভিযানকে '২৬-এ সরকার বিসর্জনের আগে মহড়া হিসেবেই দেখতে চান শুভেন্দু।

অন্য কলেজেও ফুর্তির অভিযোগ

প্রকাশ্যে মনোজিতের কুকীর্তি, মুখ খুললেন অধ্যক্ষা

রিমি শীল

কলকাতা, ২৯ জুন : কসবা কাণ্ডে গণধর্ষণে গ্রেপ্তার হওয়ার পরে মূল অভিযুক্ত মনোজিৎ মিশ্রের নানা কুকীর্তি প্রকাশ্যে এসেছে। শুধু কসবার ল' কলেজ নয়, অন্যত্রও তাঁর দাপট ছিল বলে অভিযোগ সামনে আসছে। এই পরিস্থিতিতে মুখ খুলেছেন কলকাতা গার্লস বিটি কলেজের এক অধ্যক্ষা। অভিযুক্ত ওই কলেজেও ঢোকার চেষ্টা করেছিলেন বলে দাবি করেন তিনি। তাঁর অভিযোগ, কসবা কাণ্ডের আগের দিন সন্ধের পর দলবল ও সঙ্গে একটি মেয়ে নিয়ে এসে কলেজের ভিতরে ঢোকার চেষ্টা করেছিলেন অভিযুক্ত। জানা গিয়েছে, ল' কলেজগুলি থেকে ভর্তির সময় তোলাবাজির কাজ করতেন মনোজিৎ। তাঁর মাথায় এক অদৃশ্য প্রভাবশালীর হাত ছিল। সেই সুবাদেই অস্থায়ী কর্মী হিসেবে নামমাত্র কাজ করতেন মনোজিৎ। তার আড়ালে চলত তোলাবাজি।

বালিগঞ্জে অবস্থিত কলকাতা গার্লস বিটি কলেজের এক অধ্যক্ষা দাবি করেছেন, ২৪ জুন অর্থাৎ কসবার ঘটনার আগের দিন গার্লস কলেজটিতে দলবল নিয়ে ঢোকার চেষ্টা করেছিলেন মনোজিৎ। তিন মাস আগেও একই ঘটনা ঘটিয়েছিলেন। সেই সময় তাঁর সঙ্গে একটি মেয়ে ছিল। সন্ধের পর জোর করে কলেজে ঢুকতে চেয়েছিলেন মনোজিৎ ওরফে ম্যাঙ্গো। ২৪ জুন কলেজে ঢুকতে চাইলে নিরাপত্তারক্ষী রুখে দাঁড়ানোয় তাঁকে হুমকিও দেওয়া হয়। তাঁর চাকরি খেয়ে নেওয়ার ভয় দেখানো হয়। কিন্তু নিরাপত্তারক্ষী নিজের অবস্থানে অনড় থাকায় বিশেষ তোড়জোড় করতে পারেনি ম্যাঙ্গো। অধ্যক্ষার অভিযোগ, ওই দিন বারবার পুরোনো বাথরুমটা ব্যবহার করার কথা বলছিলেন তিনি। কিন্তু কলেজ ছাত্রী বাদ দিয়ে বাইরের কেউ ঢুকতে পারবেন না। অভিযুক্ত ও তাঁর শাগরেদদের দাপটের কারণে মেয়েদের নিরাপত্তা বাড়ানো হয়েছিল বলে জানান তিনি। ২০২০ সালের আগে বিটি কলেজের ক্যাম্পাসের ভিতরে সাউথ ক্যালকাটা ল' কলেজের ক্যাম্পাস ছিল। ওই ক্যাম্পাসের ভিতরে ভাড়া দিয়ে ল' কলেজের ক্যাম্পাস চলত। এরপর কসবার কেএন সেন রোডে সাউথ ক্যালকাটা ল' কলেজ স্থানান্তর হয়। যখন দুটি ক্যাম্পাস এক ছিল তখন মনোজিৎ ও তাঁর অনুগামীদের দাপটে অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছিলেন তাঁরা। এছাড়াও সাউথ ক্যালকাটা ল' কলেজে ভর্তির ক্ষেত্রেও দুর্নীতি চালাত মনোজিৎ। কলেজ ছাত্রদের একাংশের অভিযোগ, ল' কলেজে ভর্তির রেট ছিল ২ লক্ষ টাকা করে। কলেজে প্রবেশিকা পরীক্ষা দেওয়ার পর কাউন্সেলিংয়ের সময় কলকাঠি নাড়ানো হত। তাঁর মাথায় বার কাউন্সিলের উচ্চ কোনও পদাধিকারীর হাত ছিল। তাঁর সুপারিশেই ভর্তি হতে হত। পকেটে টাকা পুরতেন মনোজিৎ বাহিনী। নিজেকে জেঠুর লোক বলে পরিচয় দিতেন অভিযুক্ত। কলেজে সিসিটিভি ফুটেজও নিজের মোবাইলে অ্যাক্সেস করতে পারতেন। তাঁর মোবাইলে বিভিন্ন আপত্তিকর ছবিও ছিল বলে জানা গিয়েছে।

রাজ্য পুলিশেই ভরসা পরিবারের

কলকাতা, ২৯ জুন : আরজি কর কাণ্ডে সিবিআই তদন্তের গতিপ্রকৃতি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে অভয়ার পরিবার। এমনকি পুনরায় তদন্তের আর্জি জানিয়ে বিচার ব্যবস্থার দোরগোড়াতেই ফিরতে হয়েছে তাঁদের। তাঁদের মেয়েও সরকারি প্রতিষ্ঠানে ধর্ষণ ও খুনের শিকার হয়েছিলেন। এবার কসবা কাণ্ডে নির্যাতিতার পরিবারও সিবিআই তদন্ত চাইছে না বলে দাবি করল। কলকাতা পুলিশের তদন্তেই ভরসা রাখছে তারা। রবিবার নির্যাতিতার পরিবার দাবি করে, তারা সিবিআই তদন্ত চাইছে না। পুলিশের তদন্তের ওপর আস্থা রয়েছে। পুলিশ প্রশাসনের ওপর ভরসা রয়েছে বলেও জানায় নির্যাতিতার পরিবার। তারা চায় রাজ্য পুলিশই এই ঘটনার তদন্ত করুক। স্বভাবতই প্রশ্ন উঠছে, সিবিআই তদন্ত নিয়ে কি তাহলে আস্থা রাখা যাচ্ছে না। পুলিশি তদন্তই তাই ভরসা হয়ে উঠছে?

কসবা কাণ্ডের অভিযোগ প্রকাশ্যে আসতেই অভিযুক্ত তিনজনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। পরের দিনই নিরাপত্তারক্ষীকেও গ্রেপ্তার করা হয়। তড়িঘড়ি সিট গঠন করা হয়। ঘটনার তদন্ত নিয়ে আটঘাট বেঁধে নেমেছে পুলিশ প্রশাসন। ফলে পুলিশি তদন্ত নিয়ে প্রশ্ন রাখার কোনও অবকাশই দেওয়া হয়নি। তাই নির্যাতিতার পরিবার কী চাইছে তাই নিয়ে প্রশ্ন ছিল। সিবিআই নাকি পুলিশি তদন্তে তাদের ভরসা সেটাই ছিল প্রশ্নের বিষয়। এদিন নির্যাতিতার পরিবারের তরফে জানানো হয়েছে, পুলিশের তদন্তের প্রতি তাদের পূর্ণ আস্থা রয়েছে। দোষীদের তারা সর্বোচ্চ শাস্তি চাইছে। জাতীয় মহিলা কমিশনের তরফে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছিল। সেই প্রসঙ্গে নির্যাতিতার এক আত্মীয় জানান, মহিলা কমিশন দেখা করতে এলে তাঁদের কোনও আপত্তি নেই। তবে সংবাদমাধ্যমকে যেন নিয়ে না আসে। ঘটনার পর তাঁরা কোনও ধরনের হুমকির সম্মুখীন হয়েছেন কি না সেই প্রসঙ্গে তাঁর পরিবারের তরফে জানানো হয়, কেউ কোনও হুমকি দেয়নি। প্রশাসনের ওপর আস্থা রয়েছে। এমনকি মেডিকেল পরীক্ষাও ঠিকঠাক হয়েছে বলে জানান তাঁরা। তবে বিধায়ক মদন মিত্রের মন্তব্য প্রসঙ্গে কোনও প্রতিক্রিয়া দিতে চাননি তাঁরা। দোষীদের সর্বোচ্চ শাস্তির দাবি করা হয়েছে।

শনিবার সিবিআই তদন্তের বদলে পুলিশের তদন্তের বিষয়ে সহমত পোষণ করেছিলেন বিজেপি নেত্রী অগ্নিমিত্রা পল। সেই কারণে রাজ্য বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্ব সেই বক্তব্য থেকে দূরত্ব তৈরি করেছে। একইরকমভাবে নির্যাতিতার পরিবারও পুলিশে ভরসা রেখেছে।

সম্পাদক পদে সৃজন

কলকাতা, ২৯ জুন : সিপিএমের ছাত্র সংগঠনের শীর্ষ পদে স্থান পেলেন বাঙালি মুখ সৃজন ভট্টাচার্য। কেরলে এসএফআইয়ের তিনদিনের সর্বভারতীয় সম্মেলন শেষ হয়েছে রবিবার। এদিনই সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক পদে নির্বাচিত হয়েছেন সৃজন। সর্বভারতীয় সভাপতি পদে স্থান পেয়েছেন কেরলের আদর্শ এম সাজি। এর আগেও এসএফআইয়ের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক পদে দু'বারই বাঙালি মুখ হিসেবে ছিলেন ময়ূখ বিশ্বাস। তিনি ছিলেন প্রেসিডেন্সি প্রাক্তনী। এবার ছাত্র সংগঠন থেকে সরতে হল তাঁকে। তাঁর বদলে নতুন দায়িত্ব পেলেন সৃজন।

গণ আন্দোলনের পক্ষে ধর্মেন্দ্র

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ২৯ জুন : আরজি কর থেকে কসবার আইন কলেজের ছাত্রী ধর্ষণের ঘটনায় রাজ্যজুড়ে বুধবার গণ আন্দোলনের পক্ষে সওয়াল করলেন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান। রবিবার পানিহাটিতে দলীয় এক কর্মসূচিতে এই মন্তব্য করেন প্রধান। রাজ্যের সরকারকে নির্মম, নির্দয়, অত্যাচারী সরকার বলে তীব্র সমালোচনা করে ধর্মেন্দ্র বলেন, 'এই সরকার যাবেই। এই সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত না করা পর্যন্ত আন্দোলন জারি থাকবে।'

সম্প্রতি পহলগাম কাণ্ডে রাজ্য সরকারের সমালোচনা করে রাজ্য সরকারকে 'নির্মম' সরকার বলে সমালোচনা করেছিলেন খোদ প্রধানমন্ত্রী। তারপর নেতাজি ইন্ডোরে দলীয় কর্মসূচিতে এসে মোদির সুরে সুর মিলিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারকে নির্মম সরকার বলে তোপ দেগেছিলেন অমিত শা। এবার কসবা কাণ্ডে রাজ্যে এসে একইভাবে রাজ্য সরকারের সমালোচনায় সরব হলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান। এদিন সকালে পানিহাটিতে রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার ও দলীয় কর্মীদের নিয়ে মোদির 'মন কি বাত' শোনেন ধর্মেন্দ্র। পরে কসবার ঘটনা উল্লেখ করে বলেন, 'শুধু কলকাতা নয়, পশ্চিমবঙ্গের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি ভেঙে পড়েছে। রাজ্যে গুন্ডারাজ চলছে। মহিলারা সুরক্ষিত নয়। প্রশাসন কুম্ভকর্ণের মতো ঘুমোচ্ছে। সরকারের বিরুদ্ধে গণ আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে এই ঘুম ভাঙাতে হবে এবং এই সরকারকে বিদায় করতে হবে।' সিবিআই তদন্তের দাবির বিষয়ে ধর্মেন্দ্র বলেন, 'সিবিআই নয়, জনতাই এই সরকারের তদন্ত করবে। তবেই বাংলায় শান্তি প্রতিষ্ঠা হবে।'

রাজপথে নাগরিক সমাজ

কলকাতা, ২৯ জুন : শিক্ষাঙ্গনে ছাত্রীকে গণধর্ষণের প্রতিবাদে ফের মুখরিত হল রাজপথ। দিকে দিকে প্রতিবাদ দেখান বিরোধীরা। পথে নামলেন আরজি কর আন্দোলনের রাতদখলকারীরাও। রবিবার গোলপার্ক থেকে গড়িয়াহাট পর্যন্ত মশাল মিছিল করে বিজেপি। ২ জুলাই কসবা অভিযানের ডাক দিয়েছেন শুভেন্দু। খিদিরপুরে বিক্ষোভ দেখায় কংগ্রেস। কসবা থানার সামনে নাগরিক সমাজের পক্ষ থেকে চলে বিক্ষোভ।

এদিন কসবা ল' কলেজের সামনে বিক্ষোভ দেখায় নারী ঐক্যমঞ্চ। সল্টলেকে বিক্ষোভ দেখায় বিজেপির যুব মোর্চা। গোলপার্ক থেকে গড়িয়াহাটে বিজেপির মশাল মিছিল 'কন্যা সুরক্ষা যাত্রা'য় অংশ নেন শুভেন্দু অধিকারী। গড়িয়াহাট মোড় থেকে হাজরা মোড় পর্যন্ত মশাল মিছিলে নামে নাগরিক সমাজ। তাতে জয়েন্ট প্ল্যাটফর্ম অফ ডক্টরস, অভয়ামঞ্চ সহ একাধিক সংগঠন বিচারের দাবিতে পা মেলায়।

মাছ ধরার প্রস্তুতি। রবিবার নদিয়ার হুগলি নদীতে। - পিটিআই

নেতাদের মুখ বন্ধ করতে নির্দেশ

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ২৯ জুন : হঠাৎ করে ওঠা বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে দলের অন্দরের অস্থিরতায় কিছুটা বিচলিত মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সামনেই ২১ জুলাই দলের গুরুত্বপূর্ণ শহিদ সমাবেশ। সমাবেশ সফল করতে দলের সর্বস্তরের নেতা-কর্মীদের কোমর বেঁধে নামার নির্দেশ দেওয়ার পরও দলের অন্দরে দু-একটি ইস্যুতে অস্থিরতা বাড়তেই বিচলিত বোধ করছেন তিনি। অবিলম্বে এসব যাতে বন্ধ হয়, তার জন্য দলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সীর সঙ্গে রবিবার দীর্ঘক্ষণ তাঁর কথাও হয়েছে। কেন বারবার সতর্ক করা সত্ত্বেও দলের সাংসদ, বিধায়ক ও নেতারা বিতর্কিত মন্তব্য করে পারস্পরিক দ্বন্দ্বে জড়াচ্ছেন, এতেই ক্ষুব্ধ তিনি। আবার এই ব্যাপারে বিতর্কিত ইস্যুতে তাঁরা যাতে মুখ না খোলেন, সেজন্য সুব্রত বক্সীকে রাজ্য ও জেলা স্তরে কড়া সতর্কবার্তা পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছেন।

এমনিতেই এদিন তৃণমূল সূত্রের খবর, ৭ জুলাই মহরমের পর মুখ্যমন্ত্রীর দলের শীর্ষ নেতাদের সঙ্গে বৈঠকে বসার কথা। কিন্তু তার আগেই দলের অন্দরে হঠাৎ করে ওঠা অস্থিরতা নেত্রীকে ভাবাচ্ছে। এমনিতেই ২০২৬-এর বিধানসভা ভোটের আগে দলের সর্বস্তরের সাংগঠনিক রদবদল প্রায় সেরে ফেলেছেন তিনি। বাকিটুকুও দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে শলাপরামর্শ করেই সেরে ফেলবেন তিনি।

দলের সাংগঠনিক রদবদলের পর মন্ত্রীসভারও ছোটখাটো রদবদল করার কথাও ভেবেছেন মুখ্যমন্ত্রী। বিভিন্ন ইস্যু ওঠায় তাঁর এই পদক্ষেপ বাধা পাচ্ছে। যদিও আগামী সপ্তাহে সেই রদবদল হওয়ার একটা প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। রদবদল হলে এটাই হবে মুখ্যমন্ত্রীর বিধানসভা ভোটের আগে মন্ত্রীসভার শেষ রদবদল। বিধানসভা ভোটের আগে মুখ্যমন্ত্রী তাঁর মন্ত্রীসভায় নতুন দু-তিনজন নতুন মুখকে সুযোগ করে দিতে পারেন।

বক্সীর সঙ্গে বৈঠক উদ্বিগ্ন মুখ্যমন্ত্রীর

এমনিতেই প্রয়াত মন্ত্রী সাধন পান্ডে ক্রেতা সুরক্ষা দপ্তরে ওই মুহূর্তে কোনও মন্ত্রী নেই। অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে দপ্তর অন্য মন্ত্রীর হাতে রয়েছে। শুধু এই বিষয়টি নয়, বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরের দায়িত্ব বেশ কয়েকজন মন্ত্রীর হাতে অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে দেওয়া রয়েছে। ভোটের আগে এই ধরনের কয়েকটি দপ্তরে নতুন মন্ত্রী নিতে পারেন তিনি। গুরুত্বপূর্ণ শিল্প বাণিজ্য দপ্তর এই মুহূর্তে নারী ও শিশুকল্যাণমন্ত্রী শশী পাঁজার হাতে অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে রয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর ঘনিষ্ঠ মহলের খবর, শশী পাঁজার হাতে থাকা শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তর তাঁর হাত থেকে নিয়ে অন্য কাউকে দায়িত্ব দিতে পারেন তিনি। কারণ, আগামী বিধানসভা ভোটে সরকারের শিল্পায়ন ইস্যু অন্যতম প্রধান ইস্যু বলেই গুরুত্বপূর্ণ এই দপ্তর স্বাধীনভাবে অন্য কারও হাতে তুলে দিতে চান তিনি। নবান্নের খবর, কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রীর দপ্তর অদলবদলেরও সম্ভাবনা রয়েছে। তবে সবটাই পুরোপুরি নির্ভর করছে মুখ্যমন্ত্রীর ওপর। এই নিয়ে ঘনিষ্ঠ মহলে শলাপরামর্শ শুরু করেছেন তিনি অনেকদিনই।

■ ৪৬ বর্ষ ■ ৪৩ সংখ্যা, সোমবার, ১৫ আষাঢ় ১৪৩২

কঠিন চ্যালেঞ্জ

২০২৪-এর ৯ অগাস্ট আর ২০২৫-এর ২৫ জুন। ব্যবধান সাড়ে দশ মাসের। প্রথমটিতে ঘটনাস্থল ছিল আরজি কর মেডিকেল কলেজ। পরের ঘটনাস্থল দক্ষিণ কলকাতার একটি আইন কলেজ। গত বছর মেডিকেল কলেজের চারতলার একটি হলঘরে গভীর রাতে চিকিৎসক পড়ুয়াকে ধর্ষণ ও খুন করা হয়েছিল। এবার আইনের ছাত্রীকে কলেজেরই নিরাপত্তারক্ষীর রুমে নিয়ে গিয়ে গণধর্ষণ করা হয়েছে।

ধর্ষণের ভিডিও করেন অভিযুক্তরা। অভিযুক্ত তিনজনই তৃণমূল কর্মী। মূল পান্ডা মনোজিৎ ওই কলেজের প্রাক্তনী, কিন্তু এখন কলেজের অস্থায়ী শিক্ষাকর্মী। বাকি দুজন ছাত্র। এই তিনজন ছাড়া কলেজের এক নিরাপত্তারক্ষীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গণধর্ষণের ঘটনা গত ২৫ জুনের। জানাজানি হল ২৭ তারিখ রথযাত্রার দিন। অক্ষয় তৃতীয়ায় দিঘায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জগন্নাথ মন্দির উদ্বোধনের দিন টিভির চ্যানেলে চ্যানেলে কত প্রচার। ২৭ জুন রথযাত্রার দিনে টিভিতে দিনভর একটাই খবর, দক্ষিণ কলকাতার আইন কলেজে গণধর্ষণ।

অধিকাংশ টিভি চ্যানেলে দিঘার রথযাত্রা সেদিন ভালোভাবে সম্প্রচারই হয়নি। উলটে তৃণমূল কংগ্রেসের শশী পাঁজা, ফিরহাদ হাকিম, কুণাল ঘোষরা সারাক্ষণ ব্যস্ত থাকলেন রাজ্য সরকার এই ঘটনায় কত দ্রুত পদক্ষেপ করেছে, ঢোল পিটিয়ে তা প্রচার করতে। ততক্ষণে সকলেই জেনে গিয়েছেন, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, ফিরহাদ হাকিম, চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, মালা রায়দের সঙ্গে ছবিতে দেখা গিয়েছে মূল অভিযুক্ত মনোজিৎ ওরফে ম্যাঙ্গোকে।

ঘটনার কথা শোনামাত্র দিঘা থেকে কলকাতা পুলিশের কমিশনার মনোজ ভার্মাকে ফোন করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এক বছর হতে চলল, অথচ এখনও আরজি কর মেডিকেলের ঘটনার রেশ কাটেনি। সেই মামলায় সাজা ঘোষণা হলেও তাতে নির্যাতিতার বাবা-মা খুশি নন। তাঁরা মনে করেন, তাঁদের মেয়েকে ধর্ষণ ও খুন একজনের কাজ নয়। আরও অনেকে জড়িত। কিন্তু মাত্র একজনের সাজা হল।

সেইজন্য তাঁরা হাইকোর্টের পর্যবেক্ষণে সিবিআই তদন্ত চেয়ে মামলা করেছেন। সেই মামলা বিচারাধীন থাকাকালীনই দক্ষিণ কলকাতার আইন কলেজের ছাত্রীকে গণধর্ষণের ভয়ংকর ঘটনাটি ঘটে গেল। রাজ্যে একের পর এক নারী নির্যাতনের ঘটনায় বেশ বিপাকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার। বিশেষ করে খাস কলকাতায় সাড়ে দশ মাসের ব্যবধানে দুটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ধর্ষণ এবং তাতে তৃণমূল-যোগের অভিযোগ ওঠায় বিরোধীরা সরকারকে কোণঠাসা করতে মরিয়া।

অথচ দিঘায় জগন্নাথ মন্দির নিয়ে উন্মাদনা, সৈকত শহরে পর্যটনের সম্ভাবনা, রথযাত্রায় লক্ষাধিক মানুষের ভিড়- সবই ছিল মুখ্যমন্ত্রীর কাছে খুশির বিষয়। কালীগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনে তৃণমূল প্রার্থীর বড় জয়ও ছিল খুশির খবর। যদিও বিজয় মিছিলের সময় বোমার আঘাতে নাবালিকার মৃত্যু শাসকদলকে চাপে ফেলেছে। তাহলেও এক বছরে ১১টি বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনের সবক'টিতেই ঘাসফুলের জয়ে মুখ্যমন্ত্রী কিছুটা স্বস্তিতে ছিলেন।

কিন্তু এর মধ্যে কালীঘাটে মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবন থেকে সামান্য দূরত্বে আইন কলেজে এমন হাড়হিম করা ঘটনা তৃণমূলের ভাবমূর্তিকে কালিমালিপ্ত করেছে। বিরোধীরা আন্দোলনে নেমেছে। ফের রাতদখল কর্মসূচির ভাবনাচিন্তা চলছে। মুখ্যমন্ত্রী ভালোই বুঝতে পারছেন, দলীয় কর্মী ও নেতাদের একাংশের ওপর দলের অনুশাসন, নিয়ন্ত্রণ নেই। শৃঙ্খলাও নেই। ক'দিন আগে বোলপুর থানার আইসিকে ফোনে অনুব্রত মণ্ডলের অশ্লীল গালিগালাজ তার বড় প্রমাণ।

আর দশ মাসের মধ্যে রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন। লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, স্বাস্থ্যসাথীর মতো সামাজিক প্রকল্পের ওপর ভর করে একুশের বিধানসভা, চব্বিশের লোকসভা, ১১ বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচন তৃণমূল উতরে গিয়েছে ঠিকই। কিন্তু রাজ্যজুড়ে নারী নির্যাতনে তৃণমূল কর্মীদের যোগ মহিলা ভোটব্যাংকে ধস নামাতে পারে বলে আশঙ্কা আছে। তৃণমূল সম্পর্কে উৎসাহ হারাচ্ছেন শহরের অনেক বাসিন্দা। সময় থাকতে তাই আপাতত দলের ভাবমূর্তি ফিরিয়ে আনা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে প্রধান চ্যালেঞ্জ হয়ে উঠেছে।

অমৃতধারা

আমরা যখন সবাই ঘুমিয়ে পড়ি, তখন স্থান-কাল-পাত্র, নাম-রূপ- কিছুই থাকে না, কিন্তু আমরা থাকি। ঘুমের মধ্যেও কিন্তু আমরা থাকি। সেই অবস্থায় আমরা একাকার হই। একাকার রূপটাই কিন্তু সর্বশ্রেষ্ঠ রূপ। অহংকার যখন সরে যাবে, তুমি একই দেখবে-শুধু ভগবানকে দেখবে, আর কিছুই দেখবে না। শুধু তিনি, তাঁরই প্রকাশ। সমুদ্র, ঢেউ, ফেনা, বুদ্বুদ-সবকিছুই জল। একটা জলকেই নানারূপে দেখাচ্ছে। কিন্তু প্রত্যেকটা জায়গায় জল ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। তেমনি আমাদের স্বপ্নটাও জ্ঞান। সুষুপ্তি-ওটাও জ্ঞান। জাগ্রত-ওটাও জ্ঞান। তার মানে ভগবান। সবই ঈশ্বর। এই তিনটি অবস্থাতেই তিনি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাঁরই স্বরূপ, তাঁরই আকার। নিরাকারই যেন আকারিত। তিনিই এইরূপে প্রকাশিত। **-ভগবান**

হাতে থাকা পরমাণু অস্ত্রই রুখবে যুদ্ধ

আমরা পরমাণু অস্ত্রের বিরোধী হলেও বাস্তব হল, এটি কোনও দেশের হাতে থাকলে তাকে আক্রমণ করা সহজ নয়।

ডঃ দীপাঞ্জন ভট্টাচার্য

আমেরিকা ও ইজরায়েল বারবারই বলছে, ইরানের হাতে পারমাণবিক অস্ত্র থাকা মধ্যপ্রাচ্যের জন্য বিপজ্জনক।

কিন্তু প্রশ্ন হল, এ কথা বলছে কারা? দুই বিশ্বযুদ্ধে আমেরিকা অংশ নিয়েছে, হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে পারমাণবিক বোমা ফেলে লক্ষ লক্ষ মানুষ হত্যা করেছে, নিজেরা আজকেও কয়েকশো পারমাণবিক অস্ত্র মজুত করে বসে রয়েছে। সেই আমেরিকাই আজ মানবতার কথা বলছে, অন্য দেশের পারমাণবিক শক্তি অর্জন করার প্রয়াসকে মানবতার জন্য বিপজ্জনক বলছে। গত ১০০ বছরে বিশ্বের যত যুদ্ধ, অন্য দেশের সরকারের উপর অযাচিত হস্তক্ষেপের অভিযোগ এসেছে আর বলপূর্বক কোনও দেশে ক্ষমতা পরিবর্তনের ঘটনা ঘটেছে- প্রায় সব ক্ষেত্রেই নেপথ্যে কোনও না কোনওভাবে যুক্ত থেকেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। আরেকটি দেশ ইজরায়েল, গত কয়েক দশকে প্যালেস্তাইন (গাজা ও পশ্চিম তীর), লেবানন, সিরিয়া, ইরাক, মিশর, জর্ডন ও ইরানের ভূখণ্ডে মিসাইল ও বোমা হামলা চালিয়েছে। এবং এসব হামলায় লক্ষ লক্ষ নিরীহ মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন।

বিশেষ করে গাজার দিকে তাকালেই ভয়াবহ ছবিটা পরিষ্কার হয়। ২০২৫ সালের জুন পর্যন্ত গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী ৫০ থেকে ৭০ হাজার প্যালেস্তাইনের বাসিন্দা মারা গিয়েছেন, যাঁদের মধ্যে ৫৯% নারী, শিশু ও প্রবীণ। দ্য ল্যানসেটের এক বিশ্লেষণে বলা হয়েছে, মৃতদের মধ্যে ৮০ শতাংশ অসামরিক। অর্থাৎ শুধু নারী ও শিশুর সংখ্যা প্রচুর। ত্রাণের লাইনে দাঁড়ানো মানুষদের ওপর গুলি চালানো হয়েছে- যেমন আল-রাসিদ স্ট্রিটে ১১৮ জন নিহত, ৭৬০ জন আহত। হাসপাতাল, স্কুল কিছুই ইজরায়েলের আক্রমণ থেকে রেহাই পায়নি।

একই ইজরায়েল আবার ইরানে নির্দিষ্ট বিজ্ঞানী বা সেনা অফিসারদের ঘুমন্ত অবস্থায় বাড়ির নির্দিষ্ট বেডরুমের মধ্যে বোমা ছুড়ে হত্যা করেছে। অর্থাৎ তারা জানে কোথায় কাকে মারতে হবে এবং খুব নিখুঁতভাবে নির্দিষ্ট জায়গায় আঘাত করার প্রযুক্তিও ওদের হাতে মজুত রয়েছে। তা-ও কিন্তু গাজায় সাধারণ মানুষের উপরে নির্বিচারে বোমা ফেলে হত্যাযজ্ঞ চালাতে পিছপা হয়নি। এর পেছনে যে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ও জাতিগত নিধনের মানসিকতা কাজ করে, তা বুঝতে রকেট সায়েন্স লাগে না।

'সন্ত্রাসবিরোধী অভিযান' না ভূরাজনৈতিক আগ্রাসন?

যুক্তরাষ্ট্র এবং পশ্চিমা জোট অতীতে বহুবার মিথ্যা তথ্যের ভিত্তিতে যুদ্ধ চাপিয়ে দিয়েছে। ২০০৩ (ইরাক) : যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্য দাবি করে, ইরাক গোপনে পরমাণু ও রাসায়নিক অস্ত্র তৈরি করছে। যুদ্ধ শুরু হয়, সাদ্দাম হোসেনকে হত্যা করা হয়, প্রায় দুই লক্ষ মানুষ মারা পড়ে। পরে সিআইএ ও রাষ্ট্রসংঘের অনুসন্ধানে দেখা যায়, ইরাকে কোনও পরমাণু ও রাসায়নিক অস্ত্র ছিল না। ২০১১ (লিবিয়া) : দাবি করা হয়, গাদ্দাফি পরমাণু কর্মসূচি চালাচ্ছেন। অথচ ২০০৩ সালেই গাদ্দাফি সবকিছু আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষণের আওতায় এনেছিলেন। তবুও ন্যাটো জোট বিমান হামলা চালিয়ে গাদ্দাফিকে হত্যা করে। ২০১৩ (সিরিয়া) : বাশার আল-আসাদ গোপনে পরমাণু অস্ত্র তৈরি করছেন এমন অভিযোগে সিরিয়ার বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান শুরু হয়। কোনও পরমাণু অস্ত্রের প্রমাণ মেলেনি। এমনকি পাকিস্তান, আফগানিস্তানের সন্ত্রাসবাদী সমস্যাও সম্পূর্ণভাবে আমেরিকার তৈরি। আজকে এই তথ্যও কারও অজানা নয়।

আমেরিকার হানার পর ইরানের একটি পরমাণুকেন্দ্র। স্যাটেলাইট থেকে তোলা ছবি।

ইরানের বর্তমান পরিস্থিতির পেছনে ইতিহাস

অস্বীকার করার উপায় নেই যে, বর্তমানে ইরানের শাসক ধর্মীয় মৌলবাদে দুষ্ট। ওদেশেও মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা প্রচুর ঘটেছে। কিন্তু ইরানে ধর্মীয় মৌলবাদ ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের বাস্তবতা থাকলেও, তার শিকড় অনেকটাই পশ্চিমী দেশগুলোর লোভ আর রাজনীতিরই ফলাফল। ১৯৫১ : মোহাম্মদ মোসাদ্দেক গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত হন। সেই সময় উনি খুবই গণতান্ত্রিক ও জনপ্রিয় নেতাই ছিলেন। সেই সময় ইরানের তেলের খনিগুলোর মালিকানা সম্পূর্ণ রূপেই কিছু বড় বেসরকারি সংস্থার হাতে ছিল। ইরানের মানুষের স্বার্থে উনি ইরানের তেলের জাতীয়করণ করেন। এতে যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক স্বার্থে আঘাত লাগে। ১৯৫৩ : সিআইএ ও এম১৬ একযোগে 'অপারেশন অ্যাজাক্স' পরিচালনা করে মোসাদ্দেককে উৎখাত করে, পাশ্চাত্যপন্থী শাহ মোহাম্মদ রেজা পাহলভিকে বসানো হয়। এরপর শাহর দমনপীড়ন বাড়তে থাকে। নির্বিচারে সাধারণ মানুষকে হত্যা করা হয়, আর দেশীয় সম্পদ তেলের নিয়ন্ত্রণ আমেরিকার হাতে থাকে। ফলে সেই পরিস্থিতিতে ১৯৭৯ সালে ইরানে হাইইসলামি বিপ্লব ঘটে- আয়াতুল্লা খামেনেইয়ের নেতৃত্বে একটি ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র কায়েম হয়, যেখানে ধর্মীয় নেতারা শেষ সিদ্ধান্ত নেন। অর্থাৎ, যে ধর্মীয় কট্টর শাসনের জন্ম পশ্চিমা শক্তির সাম্রাজ্যবাদী লালসার কারণে হয়েছে, আজ তারাই আবার সেই শাসন ব্যবস্থাকে দমন করে ইরানের উপরে নিজেদের কর্তৃত্ব কায়েম করতে চাইছে।

পরমাণু অস্ত্র ও আন্তর্জাতিক দ্বৈতনীতি

আমরা সবাই পরমাণু অস্ত্রের বিরোধী হলেও কিন্তু বাস্তব হল, কোনও দেশের হাতে পরমাণু অস্ত্র থাকলে তাকে আক্রমণ করা এত সহজ নয়। ভারত-পাকিস্তান কিংবা ভারত-চিন : এখানে হিংসা বা দ্বন্দ্ব থাকলেও বিগত ৪০ বছরে একবারও পূর্ণ যুদ্ধ হয়নি, কারণ দুই পক্ষের হাতেই পারমাণবিক শক্তি আছে। ইউক্রেন : সোভিয়েত আমলে পারমাণবিক অস্ত্র ছিল, ১৯৯০-এর দশকে পশ্চিমাদের কথায় সেগুলো পরিত্যাগ করে। কিন্তু আজ তারা একতরফাভাবে রাশিয়ার আগ্রাসনের শিকার। ভারতের পারমাণবিক শক্তি অর্জনে ইন্দিরা গান্ধি ও পরবর্তীকালে বাজপেয়ীর সাহসী সিদ্ধান্ত দেশকে দীর্ঘমেয়াদি সুরক্ষা দিয়েছে। ভুলে গেলে চলবে না যে, সেই সময়েও ভারতকে পশ্চিমী দেশগুলোর রাজনৈতিক নিষেধাজ্ঞার মধ্যে পড়তে হয়েছিল, অনেক রক্তচক্ষু উপেক্ষা করতে হয়েছিল।

বর্তমান পরিস্থিতি

বর্তমানে ইরানকে ইরাক বা লিবিয়ার মতো ধ্বংস করা আর সহজ নয়। কারণ, ইরানের নিজস্ব অস্ত্রভাণ্ডারও যে অনেক শক্তি রাখে সেটা প্রমাণিত। চিন ও রাশিয়া এখন সরাসরি ইরানের পাশে দাঁড়িয়েছে। ইউরোপীয় দেশগুলো আর আগের মতো চোখ বুজে আমেরিকার পাশে থাকবে না। ডোনাল্ড ট্রাম্প সাম্প্রতিকভাবে যুদ্ধবিরতি ঘোষণার মধ্য দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছেন, আমেরিকাও এই যুদ্ধ চালিয়ে যেতে আগ্রহী নয়। অর্থনৈতিকভাবেও আমেরিকা বা ইউরোপ এখন আরেকটি বড় যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার পরিস্থিতিতে নেই। সম্ভবত ইজরায়েল এখনও চাইবে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে, কিন্তু রাশিয়া-চিন-উত্তর কোরিয়া মিলে ইরানের পাশে দাঁড়ানোয় আর আমেরিকা, ইউরোপের শক্তিধর দেশের সাহায্য ছাড়াই দীর্ঘদিন যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া ইজরায়েলের পক্ষে খুব একটা সহজ হবে না।

বরং আজকে দাঁড়িয়ে এটাও বলা যায় যে, ইরানের উপরে আক্রমণ চালিয়ে ইরানকে আলোচনার টেবিলে নিয়ে এসে পারমাণবিক অস্ত্র তৈরি থেকে বিরত করার সুযোগ আমেরিকা নষ্ট করল। আমার মনে হয়, এই যুদ্ধের অগ্রগতি আর পরিণাম, পরমাণু অস্ত্র তৈরির দিকেই ইরানকে এক কদম এগিয়ে দিল। এই ব্যাপারে চিন বা রাশিয়ার সাহায্য পেলেও আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। রাজনৈতিক পরিস্থিতি দেখে মনে হচ্ছে, মধ্যপ্রাচ্যের নতুন পারমাণবিক শক্তি হিসেবে ইরান শিগগিরই আত্মপ্রকাশ করতে চলেছে।

শেষকথা

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, উত্তর কোরিয়ার বিরুদ্ধে আমেরিকার যতই আপত্তি থাক না কেন বিগত কয়েক দশকেও একবারও উত্তর কোরিয়ার সঙ্গে আমেরিকার কোনও যুদ্ধের পরিস্থিতি তৈরি হয়নি, কারণ উত্তর কোরিয়ার হাতে পারমাণবিক অস্ত্র রয়েছে। তাই এটা বলাই যায় যে, মধ্যপ্রাচ্যে শক্তির ভারসাম্য বজায় রাখতে, বিশেষত মধ্যপ্রাচ্যে তেল সংক্রান্ত ব্যাপারকে কেন্দ্র করে ক্রমাগত যুদ্ধের পরিস্থিতির তৈরি হওয়ার অবসান ঘটাতে এই অঞ্চলের কোনও একটি দেশের একচেটিয়া পারমাণবিক আধিপত্য থাকা ভয়ানক। বিশেষত সেই দেশটি যদি ইজরায়েল হয় যাদের দীর্ঘকালীনভাবে মানবাধিকার লঙ্ঘন আর যুদ্ধের ইতিহাস আছে তাহলে সেই একাধিপত্য পুরো অঞ্চলের পক্ষেই বিপজ্জনক। কেবল ইজরায়েলের হাতে পরমাণু অস্ত্র থাকা, আর অন্যদের নিষিদ্ধ করার দাবি নিছক রাজনৈতিক ভণ্ডামি। ইজরায়েল যদি পারমাণবিক শক্তিধর দেশ হতে পারে, তাহলে অন্যান্য বড় রাষ্ট্রও পারে। যেভাবে একচেটিয়া রাজনৈতিক দাদাগিরির অবসান ঘটাতে আমেরিকান পারমাণবিক বৈজ্ঞানিকরা 'বিশ্বাসঘাতকতা' করে পরমাণু অস্ত্র তৈরি সংক্রান্ত তথ্য রাশিয়ার হাতে তুলে দিয়েছিল, সেই কারণেই ইরান সহ মধ্যপ্রাচ্যের একাধিক শক্তিশালী দেশের হাতে পরমাণু অস্ত্র থাকা মধ্যপ্রাচ্যের মধ্যে রাজনৈতিক ভারসাম্য ফিরিয়ে আনবে বলে আমার বিশ্বাস।

(লেখক গবেষক। ইংল্যান্ড নিবাসী।)

আজ

১৯১৭

জাতীয় কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি দাদাভাই নৌরজি প্রয়াত হন আজকের দিনে।

১৯৫৯

আজকের দিনে প্রয়াত হন বিখ্যাত নাট্যব্যক্তিত্ব শিশিরকুমার ভাদুড়ী।

আলোচিত

আমি নারীবিদ্বেষী শুধু মহুয়া মৈত্রের ক্ষেত্রে। উনি আমাকে নারীবিদ্বেষী বলছেন, অথচ একজনের বিয়ে ভাঙিয়ে আপনি আবার একটা বিয়ে করলেন। নিজের স্বার্থের জন্য এক নারীর বুকে আঘাত করলেন। তাহলে আমি নারীবিদ্বেষী হলে আপনি কী? আমি তাঁকে ঘৃণা করি।

- কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়

ভাইরাল/১

তেজস্বী যাদব রবিবার তখন পাটনা গান্ধি ময়দানে মঞ্চে ভাষণ দিচ্ছিলেন। সেই সময়ই বিপত্তি ঘটল। র‍্যালির নজরদারিতে মোতায়েন করা একটি ড্রোন খোদ তেজস্বীকে লক্ষ্য করেই ছুটে গেল। কোনওমতে মাথা নীচু করে তেজস্বী বিপদ এড়ালেন।

ভাইরাল/২

বেঙ্গালুরুতে পুলিশ কমিশনারের অফিসের কাছে ৭০ ফুট লম্বা গাছে কাঁঠাল চুরি করতে উঠেছিল এক ব্যক্তি। নিরাপত্তারক্ষী দেখতে পাওয়ায় সে আরও ওপরে উঠতে থাকে। কিন্তু পা পিছলে গেলে ডাল ধরে ঝুলে পড়ে। পুলিশ ও স্থানীয়রা ত্রিপল নিয়ে আসার আগেই নীচে পড়ে যায়। প্রাণে বাঁচে চোরটি। ভর্তি হাসপাতালে।

জনমত

থ্রেট কালচারকে ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়ার সময় এসেছে

সাউথ ক্যালকাটা ল' কলেজের ইউনিয়ন রুমে ঘটে যাওয়া গণধর্ষণের মতো ন্যক্কারজনক ঘটনা কোনও বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। বরং এটি বর্তমান কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ছড়িয়ে পড়া 'থ্রেট কালচার'- এরই একটি নির্মম ও জঘন্য বহিঃপ্রকাশ।

শিক্ষার পবিত্র প্রতিষ্ঠানগুলিতে যেখানে ছাত্র সংগঠনগুলির মূল উদ্দেশ্য হওয়া উচিত শিক্ষার্থীদের স্বার্থরক্ষা, সেখানে এখন কিছু ইউনিয়নের সদস্য দিনের আলোয় ক্যাম্পাসে ক্ষমতার দাপট দেখিয়ে ইভটিজিং, হুমকি এমনকি যৌন নিপীড়নের মতো অপরাধে জড়িয়ে পড়ছে। এই অপকর্মের পেছনে রয়েছে প্রশাসনিক ছত্রছায়া ও রাজনৈতিক অভিভাবকত্ব।

মনোজিতের মতো তথাকথিত অস্থায়ী কর্মীরা, যাঁরা শাসকদলের প্রাক্তন ছাত্র নেতা রূপে গভর্নিং বডির নির্দেশে কাজ করেন, তাঁরা এই ভয়ংকর পরিবেশ তৈরির সহায়ক শক্তি। এই ঘটনা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল 'থ্রেট কালচার' কীভাবে আমাদের শিক্ষাঙ্গনকে কলুষিত করছে।

মানুষ ভাবছেন বিচার হবে, কিন্তু আমরা জানি আমরা এখনও আরজি কর মেডিকেল কলেজের বিচার পাইনি, কসবা কাণ্ডেও বিচারপ্রক্রিয়া দীর্ঘায়িত। কিছুদিন মিছিল হবে, স্লোগান উঠবে, তারপরে সব ধীরে ধীরে চাপা পড়ে যাবে।

প্রশ্ন হল, এই থ্রেট কালচারের শেষ কোথায়? এক শিক্ষক প্রতিবাদ করলেই তাঁর বাড়ি ফেরার পথ বন্ধ করে দেওয়া হয়। কলেজের গেটের ভেতরে বসে থাকা কিছু 'ছন্নছাড়া' ছেলের অকথ্য ভাষা থেকে কবে মুক্তি পাবে কোনও এক মেয়ে?

এই ভয়াবহতা থামাতে হলে শুধু দোষীদের শাস্তি নয়, থ্রেট কালচারকেই ভেঙে গুঁড়িয়ে দিতে হবে। শিক্ষাঙ্গনকে ফিরিয়ে দিতে হবে তার সম্মান, নিরাপত্তা এবং স্বাধীনতা। আজ প্রতিবাদ শুধু একটি ঘটনার বিরুদ্ধে নয়- একটি গোটা ব্যবস্থার বিরুদ্ধে হওয়া দরকার।

রাসেল সরকার
হলদিবাড়ি, কোচবিহার।

পত্রলেখকদের প্রতি

যাঁরা জনমত বিভাগে মতামত জানিয়ে চিঠি পাঠাতে চান তাঁরা নিম্নলিখিত ই-মেল বা হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর ব্যবহার করতে পারেন। নিজের এলাকা, রাজ্য, দেশ ও বিদেশের নানা বিষয়ে আপনার নিজের মতামত পাঠান। নিজের এলাকার সমস্যাদি নিয়ে বিশদে লিখতে পারেন। সঙ্গে ছবি পাঠালে ভালো হয়। এছাড়াও সরাসরি ডাকযোগেও চিঠি পাঠানো যাবে।

-ঃ ঠিকানা ঃ-
সম্পাদক, জনমত বিভাগ
উত্তরবঙ্গ সংবাদ, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১

ই-মেল
janamat.ubs@gmail.com
হোয়াটসঅ্যাপ
9735739677

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

গুরুত্ব ভুলে রিল আজকাল শুধুই বিনোদন

রাশিয়ার অ্যাজিট ট্রেনের বার্তা থেকে আজকের মোবাইলের বিনোদন, রিল বহুদিন ধরেই আমাদের জীবনে জড়িয়ে।

অভ্রদীপ ঘটক

সময়টা ১৯১৮-১৯২০ সাল। অ্যাজিট ট্রেন ছিল রাশিয়ার এক ধরনের ভ্রাম্যমাণ প্রচারমাধ্যম। সেই সময় রাশিয়ার প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চল ও বরফ ঢাকা দুর্গম অঞ্চলে ঠিকমতো নানা বার্তা পাঠাতে সমস্যা হত। বিপ্লবের বার্তা সেখানে ঠিকমতো পৌঁছে দিতেই এই ট্রেন চালু হয়। অভিনবত্ব বলতে, এটি ছিল একটি 'সিনেমাওয়ালা ট্রেন'। তাতে চলচ্চিত্র প্রোজেক্টর ও মোবাইল সিনেমা হল আর তৎক্ষণাৎ হ্যান্ডবিল ও খবরের কাগজ ছাপার ব্যবস্থা ছিল।

অক্টোবর বিপ্লবের পর রাশিয়ায় এক ভয়াবহ গৃহযুদ্ধ শুরু হয় যা কয়েক বছর ধরে চলে। রাশিয়ার পূর্ব সীমান্ত ট্রেন লাইন দিয়ে যুক্ত থাকায় সেই যোগাযোগ ব্যবস্থাকে কাজে লাগিয়ে লেনিন এই অভিনব প্রচারের উদ্যোগ নেন। রেড আর্মি সেসময় চেক রিপাবলিকের সঙ্গে লড়াই করে তাদের কাজান প্রদেশ পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করে চলেছে। সেনাবাহিনীকে এবং একইসঙ্গে জনগণকে উৎসাহিত করার উদ্দেশ্যে এই ফিল্ম রিল প্রদর্শিত হত। এই ট্রেনই ছিল ইতিহাসের প্রথম মোবাইল রিল এবং চলচ্চিত্র পরিবেশনা ব্যবস্থা। আজকাল দেশে অহরহ 'প্রপাগান্ডা ফিল্ম' তৈরি ও প্রদর্শন চলছে। দেশভক্তি দেখিয়ে জনগণকে রাজনৈতিকভাবে প্রভাবিত করার চেষ্টা চলছে। এই প্রবণতা কিন্তু সর্বত্র সব জাতি, সব রাজনৈতিক দলেরই প্রধান অস্ত্র। বরাবরের। এটা ছিল, আছে, থাকবে। আবার সেই অ্যাজিট ট্রেনের বিষয়ে ফেরা যাক। এদ্দুয়ার্ত তিস ছিলেন এই ট্রেনের নিউজ রিল চলচ্চিত্র বিভাগের প্রধান। ক্যামেরায় কিছু দৃশ্য তোলা হত, কিছু কিছু ফিল্ম ফুটেজ তোলা থাকত। সেগুলো কেটে, জুড়ে ছোট্ট ছোট্ট ছবি তৈরি হত।

এই সেই ছোট্ট ছোট্ট সংবাদচিত্র, যাকে সংক্ষেপে বলা হত 'রিল'। এই রিলই হল আমাদের আজকালকার প্রচলিত রিল সংস্কৃতির আদিপুরুষ। বেশ কিছুদিন চলেছিল এই রিল প্রদর্শন। এই অভিনব প্রচার পদ্ধতি বিশ্বের তাবড় বুদ্ধিজীবীদের প্রশংসা কুড়িয়েছিল। চলচ্চিত্র যে এক অত্যন্ত শক্তিশালী মাধ্যম এবং তার ব্যবহার শুধু বিনোদনমূলকই নয় তা কতটা ভয়ংকরভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে সেটা আমরা কিছুদিন পরই, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় হিটলারের প্রপাগান্ডা ফিল্মগুলি দেখে কিছুটা উপলব্ধি করতে পারি। সেই বিপ্লব দীর্ঘজীবী হয় ঠিকই কিন্তু পর্যাপ্ত পরিকাঠামোর অভাবে এই অভিনব সিনেমা প্রচার পদ্ধতিটি ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে যায়।

কিন্তু কালের ফেরে প্রায় ১০০ বছর পর আবার এই 'রিল' সময়েরই দাবিতে, মোবাইল টেকনলজির মাধ্যমে ফের মাথাচাড়া দেয়। মালতী বৌদির মাছের ঝোলের কড়াই থেকে। এই ট্রেন্ড ফলো করেই বৌদি দিব্যি ভিউ কামিয়ে সদ্য কেনা জিপ নিয়ে নানা জায়গা ঘুরে আসেন। এটাও একধরনের 'বিপ্লব'। মানবজাতি অবশ্য এসব ইতিহাসে সেভাবে নজর না দিয়ে গভীর মনোযোগ দিয়ে শ্রাদ্ধবাড়ির ছানার ডালনা কিংবা প্রি-ওয়েডিং শুটিংয়ে বরের হাঁটু মুড়ে, গোলাপ নিয়ে বৌকে প্রপোজের রিল বানিয়ে যায়। ১০০ বছরের ফিল্ম ইতিহাস হেঁচকি তুলতে তুলতে নিরুদ্দেশ যাত্রায় মিলিয়ে যায়।

(লেখক জলপাইগুড়ির বাসিন্দা। পেশায় চলচ্চিত্র নির্মাতা)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান।
মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪১৭৯

পাশাপাশি : ১। ছয় বেহারা যা বয়ে নিয়ে যাচ্ছে ৪। জমির সীমানার নালা ৫। স্ত্রী প্রজাতির শেয়াল ৭। কোনও দ্বিধা নেই, সরাসরি ৮। ইনভেস্টিগেশন বা তদন্ত ৯। জড়বুদ্ধিসম্পন্ন ১১। প্রতিবেশী রাজ্য অসমের নদী ১৩। আচমকা জ্ঞান হারিয়ে ফেলা ১৪। কুঁজো বা বক্রপৃষ্ঠ ১৫। চালাক, মতলববাজ।

উপর-নীচ : ১। এই ফলে আঠা নিয়ে গান আছে ২। অর্থব্যয়ের ব্যাপারে যার কার্পণ্য রয়েছে ৩। মূল্যবান রত্ন, অন্য নাম পান্না ৬। যিনি ছবি আঁকেন ৯। সুন্নি মুসলিমদের আইনের বিদ্যালয় ১০। মাটিতে ছক কেটে ঘুঁটি নিয়ে খেলা ১১। হিন্দি সিনেমা বা চারকোনা মিষ্টি ১২। বিনা কারণে বিবাদে জড়িয়ে পড়া।

সমাধান ■ ৪১৭৮

পাশাপাশি : ১। নবোদ্যম ৩। উনুন ৫। নয়ানজুলি ৭। মকুব ৯। খামতি ১১। বটঠাকুর ১৪। কয়েদি ১৫। সমাহার।

উপর-নীচ : ১। নরোত্তম ২। মলিন ৩। উজান ৪। নকলি ৬। জুলুম ৮। কুক্কুট ১০। তিরস্কার ১১। বলক ১২। ঠানদি ১৩। রইস।

বিন্দুবিসর্গ

ধর্ষণের জন্য নেট, মদ দায়ী পুলিশকর্তা

ভোপাল, ২৯ জুন : দেশজুড়ে ধর্ষণ বাড়ছে। শিশু, কিশোরী, তরুণী এমনকি বৃদ্ধারাও রেহাই পাচ্ছেন না। ২০১২ সালে দিল্লি গণধর্ষণকাণ্ডের কড়া আইন হলেও ধর্ষণ কমেনি, বেড়েছে। পশ্চিমবঙ্গে খোদ আইনের ছাত্রী সরকারি আইন কলেজে গণধর্ষিতা হয়েছেন। কিন্তু কেন এমন ঘটনা ঘটেই চলেছে? উঠেছে পুলিশের ভূমিকাও। তারা কী করছে?

উজ্জয়িনীতে পুলিশের ডিভিশনাল রিভিউ বৈঠকে বিষয়টি ওঠার পর একাধিক প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয় মধ্যপ্রদেশ রাজ্যপুলিশের অধিকর্তা (ডিজিপি) কৈলাস মাকওয়ানাকে। তবে নিজেদের আড়াল করে ডিজিপি জানিয়েছেন, পুলিশ একা ধর্ষণের ঘটনা বন্ধ করতে পারবে না। তিনি ধর্ষণ আকছার হওয়ার জন্য ইন্টারনেট, মোবাইল ও মদকে দায়ী করেছেন। তাঁর কথা, 'ধর্ষণের মোকাবিলা করা পুলিশের একার পক্ষে করা সম্ভব নয়। আগে ছোটরা শিক্ষক ও মা-বাবার কথা শুনত। তাদের মধ্যে লজ্জা বোধ ছিল। এখন সেসবের বালাই নেই।' তাঁর বক্তব্য, অশ্লীল ছবি তরুণ মনে প্রভাব ফেলে মনকে বিকৃত করছে। উসকে দিচ্ছে ধর্ষণের ঘটনা। ২০২০ সালে মধ্যপ্রদেশে ধর্ষণের ঘটনা হয় ৬,১৩৪টি। ২০২৪-এ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৭,২৯৪। চার বছরে ধর্ষণ বৃদ্ধির হার ১৯ শতাংশ। এই তথ্য মধ্যপ্রদেশ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের। তবে দেশে ধর্ষণ বাড়ার জন্য পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠলেও মধ্যপ্রদেশের ডিজিপি পুলিশের কর্তারা নিজেদেরকে দায় করতে নারাজ। অন্তত তাঁর মন্তব্যে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে।

বিয়ের আগেই নিখোঁজ তরুণী

নিউ ইয়র্ক, ২৯ জুন : বিয়ের জন্য আমেরিকায় এসে নিখোঁজ ভারতীয় তরুণী। ২০ জুন ভারত থেকে নিউ জার্সি এসেছিলেন সিমরান (২৪)। স্থানীয় সিসিটিভি ফুটেজে বুধবার নিউ জার্সির রাস্তায় তাঁকে শেষবার খোশমেজাজে ঘুরতে দেখা গিয়েছে। পরনে ছিল ধূসর রঙের সোয়েটপ্যান্ট, সাদা টিশার্ট, কালো জুতো, কানে হিরের দুল। বারবার ফোন ঘাঁটছিলেন তিনি। প্রাথমিক অনুমান, তিনি কারোর জন্য অপেক্ষা করছিলেন। এরপর আর খোঁজ মেলেনি।

প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, সম্বন্ধ করে বিয়ে ঠিক হয়েছিল সিমরানের। কিন্তু আমেরিকায় তাঁর কোনও আত্মীয়ের খোঁজ মেলেনি। ভারতেও কোনও আত্মীয়ের সন্ধান পাননি তদন্তকারী আধিকারিকরা। ইংরেজিতেও কথা বলতে পারেন না সিমরান। পুলিশের সন্দেহ, আদৌ তিনি বিয়ের জন্য আমেরিকায় গিয়েছিলেন নাকি অন্য কোনও উদ্দেশ্য ছিল তাঁর। সিমরানের খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশ।

আগ্রহী ওয়াইসি

নয়াদিল্লি, ২৯ জুন : বিহারে আসন্ন বিধানসভা ভোটে আরজেডি, কংগ্রেস, বামেদের মহাজোটে শামিল হওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করলেন এআইমিম প্রধান আসাদউদ্দিন ওয়াইসি। রবিবার তিনি বলেন, 'আমরা চাই না বিহারে বিজেপি বা এনডিএ ফিরে আসুক। এনডিএ যাতে সেখানে ক্ষমতা দখল করতে না পারে, সেটা এবার দেখার দায়িত্ব মহাজোটের। আমাদের রাজ্য সভাপতি আখতারুল ইমন ইতিমধ্যেই মহাজোটের কিছু নেতার সঙ্গে কথা বলেছেন।' তবে শেষপর্যন্ত এআইমিমের জন্য যদি মহাজোটে দরজা বন্ধ থাকে তাহলে তাঁরা একা লড়বেন বলেও জানিয়েছেন ওয়াইসি।

বৃষ্টি বৃষ্টি বৃষ্টি... বর্ষায় স্বস্তি দিল্লিবাসীর। কর্তব্যপথে রবিবার।

'মন কি বাত'-এও অস্ত্র জরুরি অবস্থা

নয়াদিল্লি, ২৯ জুন : বিজেপির শয়নে স্বপনে এখন শুধুই পাঁচ দশক আগের জরুরি অবস্থার ভূত। দেশজুড়ে 'সংবিধান হত্যা দিবস' পালনের পর এবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির মন কি বাত অনুষ্ঠানেও উঠে এল জরুরি অবস্থার প্রসঙ্গ। রবিবার আকাশবাণীতে সম্প্রচারিত এই অনুষ্ঠানে মোদি বলেন, 'যাঁরা জরুরি অবস্থা জারি করেছিলেন তাঁরা শুধু সংবিধানকে হত্যা করেননি, বিচার ব্যবস্থাকেও হাতের পুতুলে পরিণত করেছিলেন।' নেহরু-গান্ধি পরিবার ও কংগ্রেসকে বিঁধে মোদি বলেন, 'তৎকালীন কংগ্রেস সরকার দেশের সাধারণ মানুষের ওপর চরম অত্যাচার করেছিল। তবে জনসাধারণের শক্তিতে বড়সড়ো সমস্যাও মোকাবিলা করা সম্ভব। তিনি বলেন, 'যাঁরা জরুরি অবস্থার বিরুদ্ধে সাহসিকতার সঙ্গে লড়াই করেছিলেন আমাদের অবশ্যই তাঁদের স্মরণ করতে হবে। এই লড়াই আমাদের সংবিধান রক্ষার ক্ষেত্রে আরও সজাগ থাকার ব্যাপারে অনুপ্রাণিত করবে।' এদিন দেশের দুই প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মোরারজি দেশাই এবং অটলবিহারী বাজপেয়ীর জরুরি অবস্থার সময়ের অডিও বার্তাও শোনান মোদি। তাতে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধি সরকারের অত্যাচারের বিরুদ্ধে মোরারজি-বাজপেয়ীরা যে ভাষণ দিয়েছিলেন, তা শোনানো হয়। মোদি বলেন, 'জর্জ ফার্নান্ডেজকে লোহার শিকলে বাঁধা হয়েছিল। মিসা আইনে যাঁকে খুশি গ্রেপ্তার করা হত। পড়ুয়াদের হেনস্তা করা হয়েছিল। মত প্রকাশের স্বাধীনতা কেড়ে নেওয়া হয়েছিল। হাজার হাজার মানুষকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল এবং তাঁদের সঙ্গে অমানবিক অত্যাচার করা হয়েছিল। শেষপর্যন্ত জয় হয়েছিল মানুষেরই। জরুরি অবস্থা প্রত্যাহার করা হয়েছিল। এবং যাঁরা জরুরি অবস্থা জারি করেছিলেন তাঁরা নির্বাচনে পরাজিত হয়েছিলেন।' ইতিমধ্যেই ১১ বছর ধরে দেশে অলিখিত জরুরি অবস্থা চলছে বলেও বিরোধীরা তোপ দেগেছে। তবে সেই অভিযোগকে যে পাত্তা দিচ্ছে না সেটা এদিন মন কি বাত অনুষ্ঠানে মোদির ভাষণে স্পষ্ট।

> যাঁরা জরুরি অবস্থা জারি করেছিলেন তাঁরা শুধু সংবিধানকে হত্যা করেননি, বিচার ব্যবস্থাকেও হাতের পুতুলে পরিণত করেছিলেন।
>
> **নরেন্দ্র মোদি**

বিমান দুর্ঘটনায় অন্তর্ঘাতের চর্চা

নয়াদিল্লি, ২৯ জুন : আহমেদাবাদে এয়ার ইন্ডিয়ার ভয়াবহ বিমান দুর্ঘটনার নেপথ্যে অন্তর্ঘাতের আশঙ্কা একেবারে উড়িয়ে দিচ্ছে না কেন্দ্রীয় সরকার। এয়ারক্র্যাফ্ট অ্যাক্সিডেন্ট ইনভেস্টিগেশন ব্যুরো (এএআইবি) বর্তমানে ওই দুর্ঘটনার তদন্ত করছে। ইতিমধ্যেই দুর্ঘটনাগ্রস্ত এআই১৭১ বিমানে ব্ল্যাক বক্স থেকে তথ্য উদ্ধারের কাজ শুরু করেছেন তদন্তকারীরা। এই পরিস্থিতিতে কেন্দ্রীয় অসামরিক বিমান পরিবহণ প্রতিমন্ত্রী মুরলীধর মোহল জানিয়েছেন, এএআইবি এই দুর্ঘটনার সমস্ত কারণ তদন্ত করে দেখছে। কোনও প্রকার অন্তর্ঘাত হয়েছিল কি না সেটাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর বক্তব্য, 'এই বিমান দুর্ঘটনা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। এএআইবি সমস্ত সম্ভাব্য কারণ খতিয়ে দেখছে। তার মধ্যে অন্তর্ঘাতের বিষয়টিও রয়েছে। সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। একাধিক তদন্তকারী সংস্থা এই বিষয়ে কাজ করছে।'

> বিমান দুর্ঘটনা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। এএআইবি সমস্ত সম্ভাব্য কারণ খতিয়ে দেখছে। তার মধ্যে অন্তর্ঘাতের বিষয়টিও রয়েছে।
>
> **মুরলীধর মোহল**

উদ্ধার হওয়া ব্ল্যাক বক্সটি প্রথমে আমেরিকায় নিয়ে যাওয়ার কথা শোনা গিয়েছিল। যদিও মোহল সেই জল্পনায় জল ঢেলে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'এআই১৭১-এর ব্ল্যাক বক্স এএআইবির হেপাজতে রয়েছে। সেটি পূর্ণাঙ্গ বিশ্লেষণের জন্য দেশের বাইরে নিয়ে যাওয়া হবে না।' ১২ জুন আহমেদাবাদ বিমানবন্দর থেকে টেক অফ করার পরই মেঘানিনগরে ভেঙে পড়ে অভিশপ্ত বিমানটি। একজন বাদে বিমানের ২৪১ জন যাত্রী ও পাইলট দুর্ঘটনায় মারা যান। পাইলট মে ডে কল করেও শেষরক্ষা করতে পারেননি। মন্ত্রীর মতে, 'এই দুর্ঘটনা একটি বিরল ঘটনা। একসঙ্গে বিমানের দুটি ইঞ্জিন কখনও বন্ধ হয় না। ইঞ্জিনে গোলযোগের কারণে, নাকি জ্বালানির সমস্যার কারণে ওই দুর্ঘটনা ঘটেছিল সেটা আমরা তদন্ত রিপোর্ট আসলে জানতে পারব।' এদিকে রবিবার সকালে পুনে থেকে হায়দরাবাদগামী ইন্ডিগোর একটি বিমান বিজয়ওয়াড়ায় ঘুরিয়ে দেওয়া হয়। জানা গিয়েছে, এয়ার ট্রাফিকের কারণে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

হিন্দু মহিলাকে ধর্ষণ, আটক ৫

ঢাকা, ২৯ জুন : ডঃ মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন নতুন বাংলাদেশ হিন্দু সংখ্যালঘুদের জন্য ক্রমশ বধ্যভূমিতে পরিণত হচ্ছে। হিন্দু সন্ন্যাসী গ্রেপ্তার, মন্দির, উপাসনাক্ষেত্র, বাড়িঘর ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগের ঘটনা আগেই ঘটেছে পদ্মাপারে। এবার তার সঙ্গে যুক্ত হল হিন্দু গৃহবধূকে ধর্ষণের ঘটনা। মূল অভিযুক্ত বিএনপি-র স্থানীয় এক নেতা। মোট ৫ জনকে এই ঘটনায় পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে।

বৃহস্পতিবার ঘটনাটি ঘটেছে কুমিল্লার মুরাদনগর উপজেলার রামচন্দ্রপুর পাচকিত্তা গ্রামে। ২১ বছর বয়সি ওই নির্যাতিতার স্বামী দুবাইয়ে কর্মরত। হরি সেবা উৎসবে যোগ দিতে সন্তানদের সঙ্গে বাপেরবাড়িতে এসেছিলেন তিনি। বৃহস্পতিবার রাত ১০টা নাগাদ মূল অভিযুক্ত ফজর আলি (৩৮) নির্যাতিতাকে দরজা খুলতে বলে। কিন্তু তিনি তা না করায় ফজর আলি দরজা ভেঙে ঘরে ঢোকে এবং তাঁর ওপর পাশবিক অত্যাচার চালায়। নির্যাতিতার চিৎকারে স্থানীয় বাসিন্দারা অভিযুক্তকে পাকড়াও করে মারধর করেন। কিন্তু শেষমেশ এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয় অভিযুক্ত। শুক্রবার মুরাদনগর থানায় মামলা করেন নির্যাতিতা। তাঁর অভিযোগের ভিত্তিতে রবিবার ভোরে ঢাকার সৈয়দাবাদ এলাকা থেকে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ধর্ষণের ভিডিও সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে দেওয়ার অভিযোগে আরও চারজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

একজন হিন্দু মহিলাকে বাড়ির দরজা ভেঙে ধর্ষণের ঘটনায় শোরগোল ছড়িয়েছে গোটা বাংলাদেশে। ইউনূস জমানায় হিন্দু সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। শেখ হাসিনা পরবর্তী বাংলাদেশে একের পর এক সংখ্যালঘু নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে। সিপিবি, গণতান্ত্রিক অধিকার কমিটি সহ একাধিক রাজনৈতিক ও সামাজিক সংগঠনের পাশাপাশি বিশিষ্ট বাংলাদেশি লেখিকা তসলিমা নাসরিনও মুরাদনগরের ঘটনার তীব্র নিন্দার পাশাপাশি দোষীদের কঠোর শাস্তির দাবি জানিয়েছেন। সম্প্রতি ঢাকার খিলখেতে একটি দুর্গা মন্দির বুলডোজার দিয়ে ভেঙে দেয় অন্তর্বর্তী সরকার। তাতে কঠোর প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিল ভারত।

ভারতের নয়া বিধিনিষেধের জের

বাংলাদেশে খাদের কিনারে পাট রপ্তানি

ঢাকা, ২৯ জুন : বাংলাদেশ থেকে স্থলপথে ৯ ধরনের পণ্য রপ্তানিতে বিধিনিষেধ জারি করেছে ভারত। এর ফলে কাঁচা পাট, পাটের রোল, পাটের সুতো, একাধিক ভাঁজে বোনা কাপড়, শণের সুতো, পাটের একক সুতো ও লিনেন কাপড় মুম্বইয়ের নবসেবা বন্দর বাদে অন্য কোনও পথে ভারতে রপ্তানি করতে পারবে না বাংলাদেশ। এই নিয়ে গত কয়েক মাসে ৩ দফায় বাংলাদেশ থেকে পণ্য আমদানিতে বিধিনিষেধ জারি করল কেন্দ্র।

মুহাম্মদ ইউনূস সরকারের তরফে ভারতের নিষেধাজ্ঞাকে বরাবর লঘু করে দেখানোর চেষ্টা হলেও বাংলাদেশের শিল্পপতি এবং ব্যবসায়ীদের মধ্যে উদ্বেগ বাড়ছে। বিশেষ করে পাট এবং পাটজাত দ্রব্যের ওপর ভারতের সর্বশেষ রপ্তানি নিয়ে খোলাখুলি উদ্বেগ জানিয়েছেন বাংলাদেশের রপ্তানিকারীরা। ভারতের বাণিজ্য মন্ত্রকের অধীনস্থ ডিরেক্টরেট জেনারেল অফ ফরেন ট্রেড (ডিজিএফটি)-র হিসাব অনুযায়ী, ২০২৩-'২৪-এ বিধিনিষেধের আওতায় থাকা বাংলাদেশি পণ্যগুলির এদেশে রপ্তানির পরিমাণ ছিল প্রায় ১৫ কোটি ডলার। যার ৯৯ শতাংশই হয়েছে বিভিন্ন স্থলবন্দর মারফত। বাংলাদেশ সরকারের তথ্য বলছে, তুরস্কের পর ভারতই বাংলাদেশি পাট ও পাটজাত দ্রব্যের সবচেয়ে বড় বাজার। সেখানকার রপ্তানিযোগ্য পাটের ২৩ শতাংশই আসে ভারতে। বিধিনিষেধের জেরে সরাসরি ক্ষতিগ্রস্ত হবে বাংলাদেশের ১১৭টি সংস্থা। এর ফলে তাঁদের পাট শিল্পে যে ব্যাপক প্রভাব পড়বে তা কার্যত স্বীকার করে নিয়েছেন বাংলাদেশ জুট স্পিনার্স অ্যাসোসিয়েশনের (বিজেএসএ) সভাপতি তাপস প্রামাণিক।

তিনি বলেন, 'রাজনৈতিক কারণে ভারত এধরনের সিদ্ধান্ত নিচ্ছে। এর ফলে সেখানে বাংলাদেশের কাঁচা পাট, পাটের সুতো, পাটজাত পণ্য সহ ৯ ধরনের পণ্য রপ্তানি বাধাগ্রস্ত হবে। পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে বিজেএসএ ৩০ জুন বৈঠক করবে।' এ ব্যাপারে ইউনূস সরকারকে ভারতের সঙ্গে আলোচনায় বসার পরামর্শ দিয়েছেন তিনি। বাংলাদেশের অর্থনীতিবিদ মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, 'ভারত অনেক দিন ধরে বাংলাদেশকে শুল্কমুক্ত রপ্তানির সুবিধা দিয়েছে। যে কারণে দেশটিতে বাংলাদেশের রপ্তানি প্রায় দুই বিলিয়ন ডলারের কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিল। চলতি সংকট কারও পক্ষেই ভালো নয়। বাংলাদেশ ভারতের ওপর বহু পণ্যের জন্য নির্ভরশীল।'

হিমাচল, উত্তরাখণ্ডে একটানা বৃষ্টি চলছে। রবিবার কুলুর বিয়াস নদী ফুলেফেঁপে উঠেছে। মেঘভাঙা তুমুল বৃষ্টিতে উত্তরকাশীর দুটি জায়গায় নেমেছে ধস। যার জেরে ভেসে গিয়েছেন অনেকে। রবিবার সিলাইবন্দে বারকোট-যমুনোত্রী রোডে একটি নির্মীয়মাণ হোটেলে দুই শ্রমিকের দেহ মিলেছে। নিখোঁজ সাতজন। পরিস্থিতি ভয়ানক হয়ে ওঠায় চারধাম যাত্রা সোমবার পর্যন্ত স্থগিত রাখা হয়েছে। নিখোঁজদের উদ্ধারে নেমেছে পুলিশের সঙ্গে এনডিআরএফ ও এসডিআরএফ। জরুরি ভিত্তিতে চলছে উদ্ধারের কাজ। বন্ধ হয়ে গিয়েছে একাধিক সড়কপথ।

ইউক্রেনে ব্যাপক ক্ষেপণাস্ত্র হামলা রুশের

কিভ, ২৯ জুন : রাশিয়ার বিমান হামলায় ফের রক্তাক্ত ইউক্রেন। শনিবার রাতভর হামলায় ৫০০-রও বেশি ড্রোন ও ৬০টি ক্ষেপণাস্ত্র ছুড়েছে রুশ সেনা। হামলায় ভেঙে পড়ে ইউক্রেনের একটি এফ-১৬ যুদ্ধবিমান। নিহত হয়েছেন পাইলট। এই নিয়ে তিনবার এফ-১৬ যুদ্ধবিমান ধ্বস্ত হল ইউক্রেনের। প্রায় তিন বছর ধরে রাশিয়া ও ইউক্রেনের মধ্যে যুদ্ধ চললেও গতকালের হামলাকে 'বৃহত্তম' হামলা বলে অভিহিত করা হয়েছে।

ইউক্রেনের বিমানবাহিনীর যোগাযোগ বিভাগের প্রধান ইউরি ইহনাত জানিয়েছেন, 'সবচেয়ে বড় বিমান হামলা হয়েছে।' ইউক্রেনের একাধিক শহরে আকাশপথে হামলা চালিয়েছে মস্কো।

ভয়ংকর বিস্ফোরণের শব্দ শোনা গিয়েছে লভিভ, পোলতাভা, মাইকোলাইভ, নিপ্রোপেত্রোভস্ক, চার্কসিতে। নিহত পাইলট সম্পর্কে ইহনাতের বক্তব্য, ওই পাইলট তাঁর যুদ্ধবিমানে থাকা সমস্ত অস্ত্র ব্যবহার করে সাতটি হামলা প্রতিহত করেছেন। শেষেরটি ঠেকাতে গিয়ে তাঁর বিমান মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে নীচের দিকে নামতে থাকে। বিমানটি যাতে বসতি এলাকায় না পড়ে, সেজন্য তিনি জনবসতিশূন্য জায়গায় বিমানটি নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন। সফলও হন। বিমানটি ভেঙে পড়ে। কিন্তু পাইলট নিজেকে আর বিমান থেকে বের করে আনতে পারেননি।

ইউক্রেন বায়ুসেনার বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ২৪৯টি রুশ বিমান তারা গুলি করে নামিয়েছে। ইলেক্ট্রনিক জ্যামিংয়ের মাধ্যমে নিষ্ক্রিয় করা হয়েছে ২২৬টি।

ছেলের শ্রাদ্ধের দিন মায়ের মৃত্যু

জয়পুর, ২৯ জুন : বায়ুসেনার প্রাক্তন পাইলট ক্যাপ্টেন রাজবীর সিং চৌহানের মা বিজয়লক্ষ্মী চৌহান ছেলের শ্রাদ্ধের দিন মারা গেলেন। ছেলের মৃত্যুতে ভেঙে পড়েছিলেন। তাঁর স্বাস্থ্যের অবনতি হতে থাকে। ছেলের শ্রাদ্ধের দিন হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে রাজস্থানের জয়পুরে শাস্ত্রীনগরের বাড়িতেই মারা গিয়েছেন। ওই দিনই ১৩ দিনে পড়েছে রাজবীরের মৃত্যু। কেদারনাথ থেকে গুপ্তকাশী যাওয়ার পথে হেলিকপ্টার দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয় রাজবীরের। খারাপ আবহাওয়ায় দৃশ্যমানতা চলে যাওয়ায় তাঁর দীর্ঘ অভিজ্ঞতা কাজে লাগাতে পারেননি প্রয়াত ক্যাপ্টেন। পুত্রশোক মাকে বেশিদিন সহ্য করতে হল না।

রাজনৈতিক বাধাতেই ধ্বংস ভারতীয় যুদ্ধবিমান

নয়াদিল্লি, ২৯ জুন : অপারেশন সিঁদুর চলাকালীন ভারতীয় বায়ুসেনার যুদ্ধবিমান ধ্বংস হওয়া নিয়ে বিতর্কে ইতি পড়ার আপাতত কোনও লক্ষণ নেই। চিফ অফ ডিফেন্স স্টাফ (সিডিএস) অনিল চৌহানের পর এবার ওই বিতর্কের আগুনে ঘৃতাহুতি দিয়েছেন ইন্দোনেশিয়ায় নিযুক্ত ভারতের ডিফেন্স অ্যাটাশে নৌসেনার ক্যাপ্টেন শিব কুমার। ১০ জুন ইন্দোনেশিয়ার একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সেমিনারে তিনি দাবি করেন, রাজনৈতিক নেতৃত্বের বাধার কারণেই কিছু ভারতীয় যুদ্ধবিমান ধ্বংস হয়েছিল। তবে কতগুলি যুদ্ধবিমান ধ্বংস হয়েছিল সেই সংখ্যাটা অবশ্য তিনি জানাননি।

ক্যাপ্টেন শিব কুমার বলেন, 'ভারতের কিছু যুদ্ধবিমান হারিয়েছিল ঠিকই। কিন্তু সেটা হয়েছিল রাজনৈতিক বাধার কারণে। তারা চায়নি পাকিস্তানের সামরিক প্রতিষ্ঠান বা তাদের এয়ার ডিফেন্সগুলিতে আক্রমণ করা হোক।' সেনাকর্তার এহেন বক্তব্যকে হাতিয়ার করে স্বাভাবিকভাবেই কেন্দ্রের বিরুদ্ধে সুর চড়িয়েছে প্রধান বিরোধী দল কংগ্রেস। মোদি সরকার দেশকে বিভ্রান্ত করছে বলেও তোপ

অপারেশন সিঁদুর নিয়ে বিস্ফোরক সেনাকর্তা

দাগা হয়েছে। কংগ্রেস নেতা জয়রাম রমেশ এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, 'প্রথমে সিঙ্গাপুরে সিডিএস কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রকাশ করেন। তারপর ইন্দোনেশিয়ায় একজন শীর্ষ সেনাকর্তা মুখ খুলেছেন। তাহলে প্রধানমন্ত্রী সর্বদলীয় বৈঠকে সভাপতিত্ব করছেন না এবং বিরোধীদের সবকিছু সম্পর্কে অবহিত করছেন না? কেন সংসদের বিশেষ অধিবেশনের দাবি খারিজ করে দেওয়া হল?' প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং এবং বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর দেশের কাছে কোন সত্য গোপন করছেন তাও জানতে চেয়েছে কংগ্রেস।

ঘটনা হল, অপারেশন সিঁদুরের পর যখন রাফাল যুদ্ধবিমান ধ্বংসের কথা সর্বপ্রথম সামনে আসে তখন সেনাকর্তারা তো বটেই কেন্দ্রীয় সরকারও বিষয়টিকে এড়িয়ে যেতে চেয়েছিল। কিন্তু সিঙ্গাপুরে গত মাসে সিডিএস অনিল চৌহান প্রথমবার পাকিস্তানের সঙ্গে সংঘাতে ভারতীয় বায়ুসেনার যুদ্ধবিমান ধ্বংসের কথা স্বীকার করে নেন। যদিও কতগুলি বিমান ধ্বংস হয়েছিল সেই সংখ্যাটা তিনি জানাতে চাননি। তাঁর মন্তব্য ছিল, 'বিমান ধ্বংস হওয়াটা নয়, জরুরি হল কেন সেগুলি ধ্বংস হল।' তিনি যে কারণের কথাটি বলেননি সেটাই ডিফেন্স অ্যাটাশের বক্তব্যে উঠে আসায় বিতর্কের পারদ তুঙ্গে উঠেছে।

ট্রাম্পের কর ছাঁটাই বিল পাশ তোপ মাস্কের

ওয়াশিংটন, ২৯ জুন : ঘণ্টাকয়েকের অচলাবস্থার পর শেষপর্যন্ত মার্কিন কংগ্রেসের উচ্চকক্ষের ছাড়পত্র পেল প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের কর এবং ব্যয় ছাঁটাই বিল। শনিবার সেনেটে বিলটি ৫১-৪৯ ভোটে পাশ হয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ এই বিল পাশকে 'দুর্দান্ত জয়' বলে দাবি করেছেন ট্রাম্প। তবে ৩ ঘণ্টার বেশি সময় ধরে বিতর্কের পর রিপাবলিকানদের গরিষ্ঠতা থাকা সেনেটে যেভাবে 'ফোটোফিনিশ'-এ বিলটি পাশ হয়েছে, তা ট্রাম্প সরকারের ভবিষ্যৎ নিয়ে নতুন করে উদ্বেগ তৈরি করেছে। বিল পাশের পর মার্কিন প্রেসিডেন্টকে কার্যত ব্যক্তিগত আক্রমণ করেছেন তাঁর পুরোনো বন্ধু এলন মাস্ক। ট্রাম্পের 'ওয়ান বিগ বিউটিফুল বিল' প্রসঙ্গে এক্স হ্যান্ডেলে মাস্ক লিখেছেন, 'এটা একটা ধ্বংসাত্মক বিল। মানুষ পুরোপুরি পাগল হয়ে গেলেই এরকম কোনও বিল পাশ করাতে পারে।'

টেসলা ও স্পেসএক্স কর্তা আরও লিখেছেন, 'এই বিল আমেরিকার শিল্প কাঠামোকে ধ্বংস করে দেবে। রিপাবলিকান পার্টি রাজনৈতিকভাবে আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত নিয়েছে। পাগলরাই এরকম বিল তৈরি করতে পারে। এর ফলে আমেরিকার দেনা কয়েকগুণ বেড়ে যাবে।' আমেরিকা ক্রমশ দেউলিয়া হওয়ার দিকে এগোচ্ছে বলে দাবি করেছেন মাস্ক। দিনকয়েক আগে এই বিল নিয়ে মতবিরোধের জেরেই ট্রাম্প সরকারের উপদেষ্টা পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছিলেন মাস্ক। সেই সময় তিনি দাবি করেছিলেন, ট্রাম্পের কর ছাঁটাই বিলের কারণে আমেরিকার বাজেট ঘাটতি আড়াই ট্রিলিয়ন ডলারের গণ্ডি টপকে যাবে। ডেমোক্র্যাটিক পার্টিও বিলটির তীব্র বিরোধিতা করছে।

> এটা একটা ধ্বংসাত্মক বিল। মানুষ পুরোপুরি পাগল হয়ে গেলেই এরকম কোনও বিল পাশ করাতে পারে।
>
> **এলন মাস্ক**

এদিন সেনেটে দীর্ঘ বিতর্কের পর বিল নিয়ে যখন ভোটাভুটি শুরু হয় তখনও রিপাবলিকান শিবিরের ধারণা ছিল ফল 'টাই' হবে। অর্থাৎ, বিলের পক্ষে এবং বিপক্ষে সমসংখ্যক ভোট পড়বে। কারণ রিপাবলিকান পার্টির ৩ জন সদস্য বিলটির বিরুদ্ধে ভোট দেওয়ার ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। বর্তমানে সেনেটে রিপাবলিকান সদস্যের সংখ্যা ৫৩। ডেমোক্র্যাট সদস্য রয়েছেন ৪৫ জন। নির্দল সদস্যের সংখ্যা ২। ৩ রিপাবলিকান সদস্য বিলের বিপক্ষে ভোট দিলে বিরোধী ভোটের সংখ্যা হবে ৫০। পক্ষেও পড়বে সমসংখ্যক ভোট। সেক্ষেত্রে নির্ণায়ক ভোট দেওয়ার কথা ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভান্সের। পরিস্থিতি আঁচ করে ভান্স নিজেও ভোটাভুটির সময় সভায় হাজির ছিলেন। তবে শেষপর্যন্ত শাসক শিবিরের ৩ বিদ্রোহী সদস্যের মধ্যে একজন সিদ্ধান্ত বদলে বিলের পক্ষে ভোট দেন। ফলে মাত্র ২ ভোটের ব্যবধানে বিলটি পাশ হয়ে যায়।

রক্ষা তেজস্বীর

পাটনা, ২৯ জুন : বিহারের বিরোধী দলনেতা তেজস্বী যাদবের সুরক্ষায় ফের ত্রুটি ধরা পড়ল। রবিবার পাটনার গান্ধি ময়দানে 'ওয়াকফ বাঁচাও, সংবিধান বাঁচাও' সমাবেশে বক্তৃতা দিচ্ছিলেন লালু-পুত্র। বক্তৃতা চলাকালীন আচমকা একটি ড্রোন নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে তেজস্বীর দিকে ধেয়ে আসে। ভাষণ থামিয়ে কোনওক্রমে নিজেকে সামলে নেন তিনি। পোডিয়ামে ধাক্কা খেয়ে ড্রোনটিও মাটিতে পড়ে যায়। কীভাবে এমনটা ঘটল তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। সম্প্রতি হাজিপুর-মুজফফরনগর হাইওয়েতে তেজস্বীর কনভয়ে একটি ট্রাক ঢুকে গিয়েছিল। তাতে কিছু পুলিশকর্মী আহত হয়েছিলেন।

নিশানা মুনিরের

করাচি, ২৯ জুন : অপারেশন সিঁদুরের পরও শিক্ষা নিতে নারাজ পাকিস্তান। পাক সেনার ফিল্ড মার্শাল আসিম মুনির হুঁশিয়ারি দিয়েছেন, ভারত যদি ফের বিনা প্ররোচনায় সামরিক আগ্রাসন চালায়, তাহলে তার কড়া জবাব দেবে ইসলামাবাদ। পহলগাম হামলার আগে কাশ্মীরকে পাকিস্তানের শিরা বলে উসকানি দিয়েছিলেন মুনির। শনিবার সেই অবস্থান জোরালো করে তিনি ফের বলেছেন, 'রাষ্ট্রসংঘের প্রস্তাব মেনে কাশ্মীর সমস্যা সমাধানের পক্ষপাতী। কাশ্মীর আমাদের গলার শিরা ছিল। আগামী দিনেও থাকবে।'

শনিবার করাচির পাকিস্তান নাভাল অ্যাকাডেমির এক অনুষ্ঠানে মুনির বলেন, 'পাকিস্তান দক্ষিণ এশিয়া উপমহাদেশে আঞ্চলিক স্থিতাবস্থা বজায় রাখার পক্ষপাতী। ভারতের লাগাতার উসকানি সত্ত্বেও পাকিস্তান সংযম দেখিয়েছে। আঞ্চলিক শান্তির প্রতি তার দায়বদ্ধতা প্রমাণ করেছে।' ফিল্ড মার্শালের অভিযোগ, ভারত ইচ্ছাকৃতভাবে এই অঞ্চলে উত্তেজনা তৈরি করতে চাইছে। কারণ পাকিস্তান সন্ত্রাসবাদকে সমূলে উপড়ে ফেলার কাজ প্রায় সেরে ফেলেছে। হিন্দুদের থেকে মুসলিমরা আলাদা বলে নতুন করে দ্বিজাতি তত্ত্বে শান দিয়েছিলেন মুনির। সেই উসকানির পরেই ২২ এপ্রিল পহলগামে নিরপরাধ পর্যটকদের ওপর হামলা চালিয়েছিল পাক মদতপুষ্ট জঙ্গিরা।

সমস্যা যখন অগ্ন্যাশয়ে

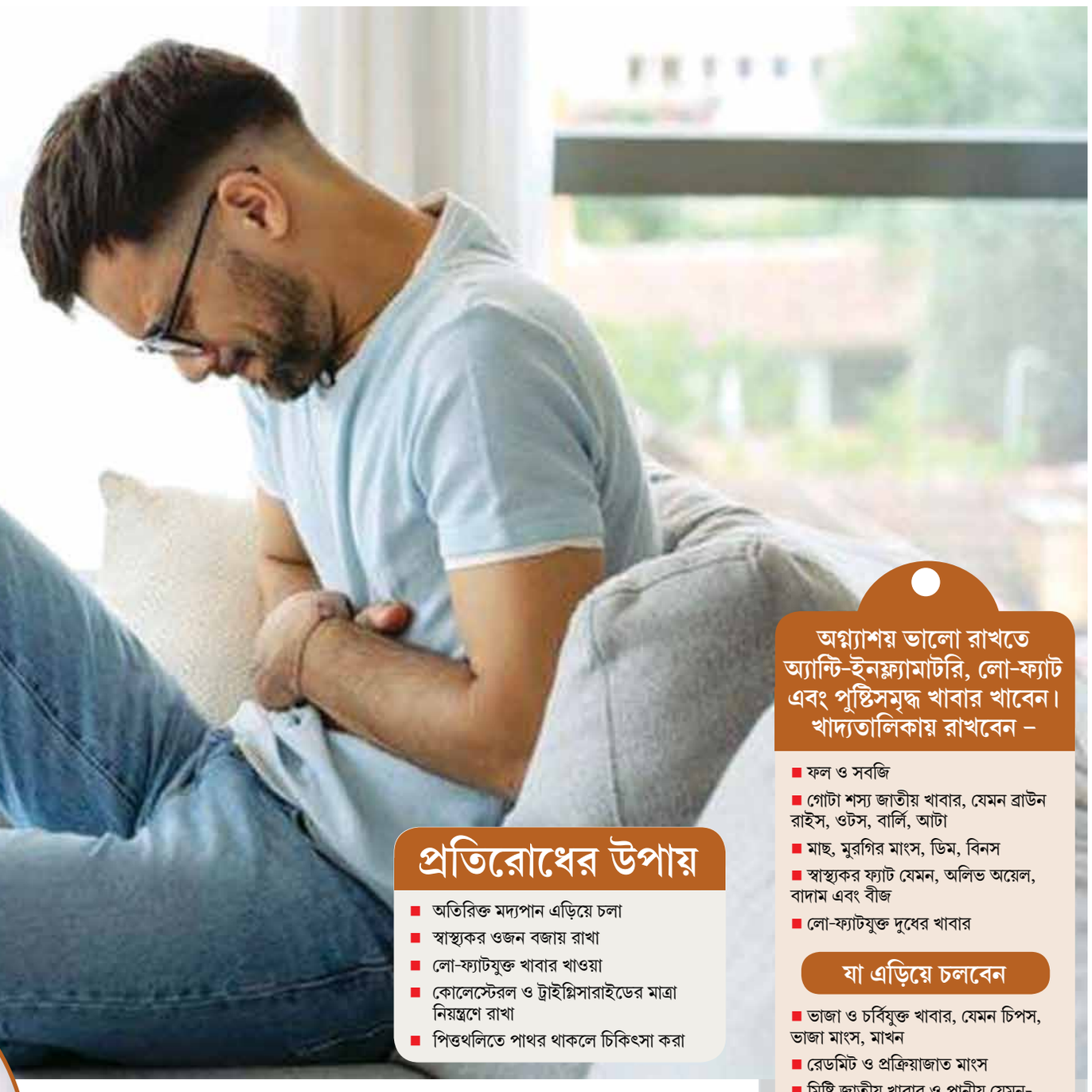

পেটে যদি হঠাৎ করে প্রচণ্ড ব্যথা হয়, পেনকিলার খেয়েও না কমে, তাহলে সেটা অ্যাকিউট প্যানক্রিয়াটিসের লক্ষণ হতে পারে। প্রধানত মদ্যপান ও পিত্তথলিতে পাথর এই অবস্থার জন্য দায়ী। তবে যত তাড়াতাড়ি রোগটি ধরা পড়বে তত দ্রুত সেরে ওঠা যায়। লিখেছেন নেওটিয়া গেটওয়েল মাল্টিস্পেশালিটি হসপিটালের গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজি ও হেপাটোলজি কনসালট্যান্ট

ডাঃ তন্ময় মাজী

অ্যাকিউট প্যানক্রিয়াটিস

অগ্ন্যাশয়ে হঠাৎ জ্বালা বা ফুলে যাওয়াই হল অ্যাকিউট প্যানক্রিয়াটিস। অগ্ন্যাশয় একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ, যা পাকস্থলির পেছনে থাকে। এটি বিভিন্ন এনজাইম নিঃসরণ করে হজমে সাহায্য করে। এছাড়া ইনসুলিন উৎপাদন করে আমাদের রক্তের শর্করা নিয়ন্ত্রণ করে।

কারণ

সবথেকে পরিচিত কারণ পিত্তথলিতে পাথর এবং অতিরিক্ত মদ্যপান। এছাড়া নির্দিষ্ট কিছু ওষুধের ব্যবহার, রক্তে উচ্চ মাত্রার ফ্যাট (ট্রাইগ্লিসারিড), ইনফেকশন, পেটে আঘাত বা জিনগত কারণ।

লক্ষণ

যদি হঠাৎ করে পেটের ওপরের দিকে তীব্র ব্যথা ওঠে, যা প্রায়ই পিছনের দিকে ছড়িয়ে পড়ে (মনে হবে জীবনের সবচাইতে খারাপ ব্যথা), সঙ্গে বমি বমি ভাব বা বমি, জ্বর, পেট ফুলে যাওয়া প্রভৃতি।

অ্যাকিউট প্যানক্রিয়াটিস মানেই কি গুরুতর

বেশিরভাগ ক্ষেত্রে হালকা সমস্যা হয় এবং যথাযথ চিকিৎসায় সেরে যায়। কিন্তু গুরুতর ক্ষেত্রে প্রাণসংশয়ের জটিলতা দেখা দিতে পারে এবং সেক্ষেত্রে মাল্টি-অর্গান ফেলিওর, ইনফেকশন, সেপসিস এমনকি মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে।

রোগনির্ণয়

রোগীর শারীরিক অবস্থা বিচার করার পাশাপাশি শারীরিক কিছু পরীক্ষানিরীক্ষা, রক্তপরীক্ষা এবং আল্ট্রাসাউন্ড বা সিটিস্ক্যান করা হয়।

চিকিৎসা

সাধারণত চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার প্রয়োজন হয়। এছাড়া অগ্ন্যাশয়কে বিশ্রাম দিতে উপোস করা উচিত। সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ আইভি ফ্লুইড দেওয়া, যাতে ডিহাইড্রেশন প্রতিরোধ করা যায়। ফলে মাল্টি-অর্গান ফেলিওরের ঝুঁকি কমে। সেইসঙ্গে ব্যথা নিয়ন্ত্রণ করা এবং ভেতরে কোনও সমস্যা থাকলে তার চিকিৎসা করা। যেমন, পিত্তথলিতে পাথর থাকলে তা সরিয়ে ফেলা উচিত।

জটিলতা

এক্ষেত্রে সমস্যাকে দুই ভাগে ভাগ করা হয় : প্রাথমিক জটিলতা এবং বিলম্বিত জটিলতা।

প্রাথমিক জটিলতা (রোগের একেবারে শুরুর দিকে, প্রথম সপ্তাহ) : মাল্টি-অর্গান ফেলিওর, ইনফেকশন এবং সেপসিস।

বিলম্বিত জটিলতা : ইনফেকশন, পেটের মধ্যে অস্বাভাবিক তরল জমা হওয়া, অপুষ্টি, হজমে ব্যাঘাত এবং ডায়াবিটিস মেলিটাস হতে পারে।

যদি অ্যাকিউট প্যানক্রিয়াটিস বারেবারে হয়, তাহলে তা ক্রনিক প্যানক্রিয়াটিসের কারণ হতে পারে। এতে অগ্ন্যাশয়ের পুরোপুরি ক্ষতি হয়।

অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন কতটা

প্রাথমিক পর্যায়ে অস্ত্রোপচারের কোনও ভূমিকা নেই। তবে পরবর্তীতে পেটে অস্বাভাবিক তরল জমলে তা বের করতে অস্ত্রোপচার সাহায্য করতে পারে। যদিও এখনকার দিনে অনেক এন্ডোস্কোপিক প্রক্রিয়া রয়েছে যা অস্ত্রোপচার ছাড়াই পেটে জমে থাকা তরল বের করতে পারে।

পুরোপুরি সেরে ওঠা যায়

অ্যাকিউট প্যানক্রিয়াটিস থেকে পুরোপুরি সেরে ওঠা সম্ভব। তেমন জটিলতা না হলে একসপ্তাহের মধ্যেই সেরে ওঠা যায়। গুরুতর ক্ষেত্রে কয়েক মাস থেকে বছরখানেক সময় লাগতে পারে।

কখন চিকিৎসকের কাছে যাবেন

যদি হঠাৎ পেটে তীব্র ব্যথা হয়, বিশেষ করে খাবার খাওয়া বা জল খাওয়ার পরে এবং পেনকিলার নেওয়ার পরেও সেই ব্যথা না কমলে সত্বর চিকিৎসকের কাছে যাওয়া উচিত। মনে রাখবেন, দ্রুত রোগনির্ণয় ও চিকিৎসা জটিলতা প্রতিরোধ করতে পারে।

প্রতিরোধের উপায়

- অতিরিক্ত মদ্যপান এড়িয়ে চলা
- স্বাস্থ্যকর ওজন বজায় রাখা
- লো-ফ্যাটযুক্ত খাবার খাওয়া
- কোলেস্টেরল ও ট্রাইগ্লিসারাইডের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখা
- পিত্তথলিতে পাথর থাকলে চিকিৎসা করা

অগ্ন্যাশয় ভালো রাখতে অ্যান্টি-ইনফ্ল্যামাটরি, লো-ফ্যাট এবং পুষ্টিসমৃদ্ধ খাবার খাবেন। খাদ্যতালিকায় রাখবেন –

- ফল ও সবজি
- গোটা শস্য জাতীয় খাবার, যেমন ব্রাউন রাইস, ওটস, বার্লি, আটা
- মাছ, মুরগির মাংস, ডিম, বিনস
- স্বাস্থ্যকর ফ্যাট যেমন, অলিভ অয়েল, বাদাম এবং বীজ
- লো-ফ্যাটযুক্ত দুধের খাবার

যা এড়িয়ে চলবেন

- ভাজা ও চর্বিযুক্ত খাবার, যেমন চিপস, ভাজা মাংস, মাখন
- রেডমিট ও প্রক্রিয়াজাত মাংস
- মিষ্টি জাতীয় খাবার ও পানীয় যেমন- সোডা, মিষ্টি, পেস্ট্রি
- মদ ও ধূমপান
- উচ্চ সোডিয়ামযুক্ত প্রক্রিয়াজাত খাবার যেমন, ইনস্ট্যান্ট নুডলস, রেডিমেড মিল

মুখ শুকিয়ে আসে কেন

বারেবারে মুখগহ্বর শুকিয়ে যাওয়ার সমস্যা অনেকেরই রয়েছে। এক্ষেত্রে অনেকেই ধরে নেন তাঁদের বোধহয় ডায়াবিটিস হয়েছে। যদি শুধুমাত্র ডায়াবিটিসের কারণেই মুখ-জিভ শুকিয়ে আসে না। অন্যান্য কারণও রয়েছে।

আমাদের মুখগহ্বরে স্যালিভারি গ্ল্যান্ড বা লালাগ্রন্থি থাকে, যেগুলির কাজ লালা তৈরি করা। এই লালা মুখগহ্বরকে সতেজ রাখে, খাবার চিবোতে সাহায্য করে। কোনও কারণে এই লালা পর্যাপ্ত পরিমাণে তৈরি না হলে মুখ শুকিয়ে যায়। এ কারণে অনেকে বিশেষ করে খাবার চিবোতে বা গিলতে কষ্ট হলে বারবার জল খেতে চান। কারও বা ঠোঁট কিংবা জিভ ফেটে যায়। কারও কারও দাঁত নষ্ট হয়ে যায়। মুখের স্বাদ পরিবর্তন হয়ে যায়।

ডায়াবিটিস অন্যতম কারণ, একমাত্র নয়

ডায়াবিটিস হলে এরকম মুখ শুকিয়ে যাওয়ার প্রবণতা খুব দেখা যায়। কারণ, রক্তে গ্লুকোজ বাড়লে শরীরের বিভিন্ন অঙ্গে জলশূন্যতা হয়, মুখ বা জিভ তার মধ্যে অন্যতম। এছাড়া ডায়াবিটিসে স্নায়ুজনিত কিছু পরিবর্তনেও এটি হয়।

মুখ শুকিয়ে যাওয়া মুখের জন্য স্বাস্থ্যকর নয়, এতে মুখের ভেতর, মাড়িতে বা দাঁতে বিভিন্ন রকমের সমস্যা হতে পারে। তাই মুখ শুকোনোর সমস্যা বোধ করলে, দেরি না করে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত।

একাধিক কারণ

১. শরীরে যে কোনও কারণে জলশূন্যতা হলে মুখ শুকিয়ে যেতে পারে। যাঁদের জল কম খাওয়ার অভ্যাস তাঁদের এরকম হতে পারে। গরম আবহাওয়ায় শরীর থেকে ঘামের মাধ্যমে অনেক জল বেরিয়ে যায়, সেক্ষেত্রেও মুখ শুকিয়ে যেতে পারে। অন্য যে কোনও কারণে অতিরিক্ত ঘাম হলেও মুখ শুকিয়ে যেতে পারে।

২. ফুড পয়জনিং বা ভাইরাসজনিত সংক্রমণ বা ডায়ারিয়া কিংবা বমি হলে জলশূন্যতা থেকে মুখ শুকিয়ে যায়।

৩. কিছু বাতরোগ রয়েছে, যাতে নির্দিষ্টভাবে লালাগ্রন্থি আক্রান্ত হয়। সেক্ষেত্রে লালাগ্রন্থি পর্যাপ্ত লালা তৈরি করতে পারে না এবং মুখ শুকিয়ে আসে।

৪. কিছু ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ায় মুখ শুকোতে পারে। এর মধ্যে অন্যতম অ্যান্টিহিস্টামিন বা অ্যালার্জির ওষুধ। কিছু ওষুধ শরীর থেকে জল বের করে দেয়, সেসব ব্যবহারের সময় এরকম সমস্যা হতে পারে।

৫. কিছু স্নায়ুরোগে যেমন, পারকিনসন্স ডিজিজ বা স্ট্রোক হলে মুখ শুকিয়ে যেতে পারে। লালাগ্রন্থিতে সরবরাহকারী স্নায়ুতে কোনও আঘাত বা সমস্যা হলেও এমনটা হতে পারে।

৬. যাঁরা চা, কফির মতো ডাইইউরেটিকস বেশি বেশি খান, তাঁদের ঘনঘন প্রস্রাব হয়। তাঁদের অনেক সময় জলশূন্যতা হয়ে মুখ শুকোতে পারে।

৭. যাঁরা মুখ হাঁ করে ঘুমোন, যেমন নাক বন্ধ বা স্লিপ অ্যাপনিয়ার রোগী, তাঁদের রাতে মুখ শুকিয়ে আসে।

গোড়ালি ব্যথায় কী করবেন

গোড়ালি ব্যথার সবচেয়ে সাধারণ কারণ মচকে যাওয়া বা গোড়ালির চারপাশের লিগামেন্টগুলো ছিঁড়ে যাওয়া। এছাড়া প্ল্যান্টার ফ্যাসাইটিস, ক্যালকেনিয়াম স্পার, গেঁটে বাত, বারসাইটিস, টারসাল টানেল সিনড্রোম, অ্যাকিলিস টেন্ডিনাইটিস, হাড়ভাঙা প্রভৃতি কারণে গোড়ালিতে ব্যথা হতে পারে।

কাদের হয়

স্থূলতার কারণে গোড়ালিতে বেশি চাপ পড়লে, দীর্ঘদিন ধরে শক্ত সোলের জুতো ব্যবহার করলে, দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে কাজ করলে গোড়ালিতে ব্যথা হতে পারে। তুলনামূলকভাবে মহিলাদের গোড়ালি ব্যথা বেশি হয়, বিশেষ করে গর্ভাবস্থায়। যাদের জন্মগত ফ্ল্যাট ফুট, তাদেরও গোড়ালি ব্যথা হতে পারে।

প্রতিরোধের উপায়

উঁচু ও শক্ত সোলের জুতো না পরাই ভালো। দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে কাজ ও অতিরিক্ত অসম জায়গায় চলাচল করা যাবে না। প্রতিদিনের খাদ্যতালিকায় সামুদ্রিক মাছ, শাকসবজি ও ফলমূল রাখুন। দেহে ভিটামিন-ডি'র সঠিক মাত্রা নিশ্চিত করতে হবে। ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে, যাতে পায়ে চাপ কম পড়ে।

চিকিৎসা

চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী ব্যথানাশক ওষুধ খেতে পারেন। তবে দীর্ঘদিন ধরে ব্যথা থাকলে ফিজিওথেরাপি করালে উপকার পেতে পারেন। এছাড়া ম্যানুয়াল বা ম্যানিপুলেশন থেরাপি, লেসার, আল্ট্রাসাউন্ড, টেপিং ও কিছু ব্যায়াম সহায়তা করতে পারে।

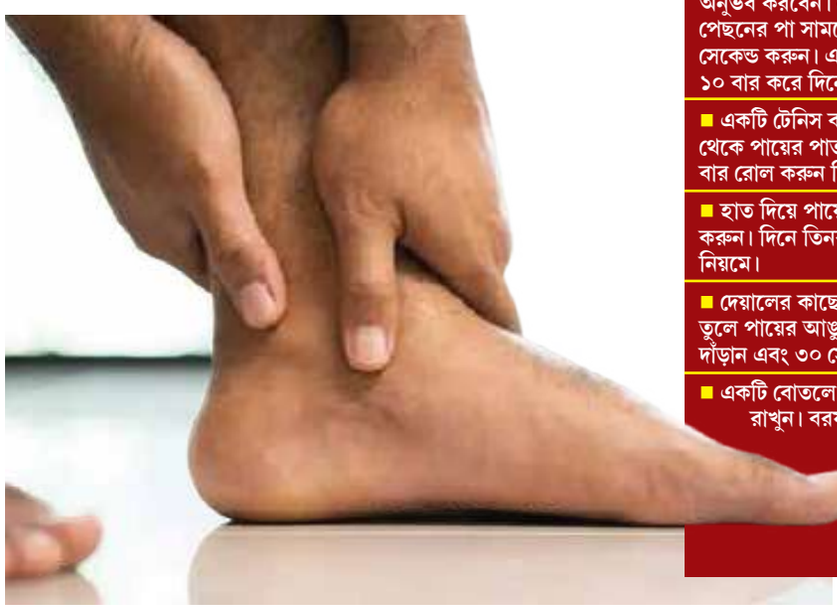

যে ধরনের ব্যায়াম করতে পারেন

- যে কোনও দেয়ালের সামনে দাঁড়ান। একটি পা সামনে, অপর পা পেছনের দিকে সোজা করে রাখুন। সামনের পায়ের হাঁটু ভাঁজ করুন। পেছনের পায়ের হাঁটু ভাঁজ না করে একদম সোজা রাখুন। দুই হাত দিয়ে দেয়ালে ভর দিন। এ সময়ে আপনার পেছনের পা ও গোড়ালিতে টান অনুভব করবেন। একই অবস্থানে পেছনের পা সামনে এনে ২০-৩০ সেকেন্ড করুন। এভাবে দুই পায়ে ১০ বার করে দিনে তিনবার করুন।
- একটি টেনিস বল নিয়ে গোড়ালি থেকে পায়ের পাতা পর্যন্ত ১৫-২০ বার রোল করুন দিনে তিনবার।
- হাত দিয়ে পায়ের পাতায় ম্যাসাজ করুন। দিনে তিনবার করুন একই নিয়মে।
- দেয়ালের কাছে দাঁড়িয়ে গোড়ালি তুলে পায়ের আঙুলে ভর করে দাঁড়ান এবং ৩০ সেকেন্ড থাকুন।
- একটি বোতলে জল ভরে ফ্রিজে রাখুন। বরফ জমে গেলে বোতলটি পায়ের নীচে রেখে ৩০ সেকেন্ড ফুট রোল করুন।

ছোট্ট তারা

সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণির ছাত্র বৈভব দেব পড়াশোনার পাশাপাশি অঙ্কন ও আবৃত্তিতে পারদর্শী। বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় পুরস্কৃত হয়েছে সে।

সাইকেলে স্টান্টবাজি

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ২৯ জুন : রবিবার প্যারেড গ্রাউন্ডের রাস্তা ওদের স্টান্টবাজির জন্য একেবারে ফাঁকা থাকে। সকাল থেকে সন্ধ্যা চলে একের পর এক স্টান্ট। কখনও নিজেদের মধ্যেই সাইকেল প্রতিযোগিতা, কখনও আবার সামনের চাকা তুলে সাইকেল চালানো, কখনও আবার হাত ছেড়ে শুধু প্যাডেলে পা রেখে সাইকেল রেস করা, সবই দেখা যাবে রবিবার করে।

রবিবার বিকেলে যেমন সাইকেল নিয়ে এসেছিল সূর্যনগরের বাসিন্দা রাজ বর্মন। ম্যাক উইলিয়াম স্কুলের অষ্টম শ্রেণির এই ছাত্র বেশ কিছুক্ষণ সাইকেল চালিয়ে গাছের তলায় দাঁড়িয়ে বিশ্রাম নিচ্ছিল। তখনই কথা হল। বলল, 'সপ্তাহে তো ছয়দিনই স্কুল থাকে। তখন আর সাইকেল নিয়ে বের হওয়ার সুযোগ থাকে না। রবিবার করেই সেই সুযোগ পাই। সেজন্যই সবাই একসঙ্গে হয়ে সাইকেল চালাই এখানে এসে।' একই কথা শোনা গেল তুহিন বিশ্বাস নামে ভোলারডাবরির আরেক কিশোরের কাছেও।

তুহিন আবার জানাল, স্টান্ট করার জন্য হেলমেটও পরে অনেকে। যাতে পড়ে গেলে মাথায় চোট না লাগে। আর স্টান্ট করার জন্য যেটা সব থেকে বেশি দরকার সেটা হল ভালো মানের সাইকেল। বিভিন্ন নামীদামি কোম্পানির সাইকেল নজরে এল ডুয়ার্সকন্যার সামনে। তবে শুধু দোকান থেকে সাইকেল কিনলেই নাকি হয় না। সেটাকে আবার ভালো করে 'মডিফাই' করতে হয় স্টান্ট করার জন্য।

ফারুক আনসারি নামে এক কিশোরের মুখে শোনা গেল এই মডিফিকেশন নিয়ে আরও কিছু তথ্য। সামনের চাকা তুলে সাইকেল চালানোর জন্য নাকি পিছনের চাকার অংশে একটি আলাদা রড লাগাতে হবে। সামনের চাকা তুলে ওই রডে দাঁড়িয়ে থাকলেই সাইকেলের চাকা অনেকক্ষণ উপরে থাকে। আর পেছনের চাকা তুলতে হলে ব্রেক ভালো হতে হয়।

প্রায় বছরখানেক ধরে প্রতি রবিবার শহরের ওই জায়গা দখলে থাকে ওই কিশোরদের হাতেই। নতুন কেউ সাইকেল নিয়ে এলেই আবার 'স্টান্টমাস্টার'রা তাকে প্রশিক্ষণ দিয়ে অভিজ্ঞ করে তোলে, এতে নাকি দল ভারী হয়।

তবে শহরের অন্য রাস্তায় মাঠ থাকতে প্যারেড গ্রাউন্ডের পাশের ওই রাস্তায় সাইকেল চালানোর কি কোনও বাড়তি সুবিধা রয়েছে? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে সাইকেলপ্রেমীদের কাছে জানা গেল, এই রাস্তাগুলো শহরের অন্য রাস্তার তুলনায় অনেকটাই ফাঁকা থাকে। কারণ সব সরকারি অফিস বন্ধ থাকে। সাধারণ মানুষ খুব একটা আসেন না। আর শহরের অন্য রাস্তার তুলনায় এই রাস্তার মান অনেকটাই ভালো। গর্ত নেই কোথাও। রাস্তার বিশেষ সুবিধা তাই তুলে নেয় ওরা।

তবে স্কুলে বড় কোনও ছুটি থাকলে সবাই মিলে নাকি ওরা বেরিয়ে পরে ডিমা বা রাজাভাতখাওয়ার রাস্তায়। কিশোররা যেমন সাইকেলে স্টান্টে আনন্দ খুঁজে পায়, তেমনই আবার বিপদের ভয়ও থাকে। এদিন যেমন কলেজপাড়ার বাসিন্দা অমৃত বসু বাইক নিয়ে ডুয়ার্সকন্যার সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় বলেন, 'কমবয়সি ছেলেদের দেখি রবিবার করে ওখানে এসে সাইকেল চালায়। শরীরচর্চা হলেও স্টান্ট করায় বিপদ হতে পারে। সেটা থেকে সাবধান থাকা দরকার। আর যখন পাশ দিয়ে কেউ বাইক বা গাড়ি নিয়ে যাচ্ছে সেটা থেকেও সাবধানে থাকা দরকার ওই বাচ্চাদের।'

ইনভেস্টের নামে বিভিন্ন সময় প্রতারণাচক্র সক্রিয় থাকে। মাত্র কয়েকদিনেই এমন ৫ থেকে ৭টি অভিযোগ আমরা পেয়েছি। লাগাতার সচেতন করছি। তারপরেও অনেকেই লোভে লক্ষ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ করে সর্বস্বান্ত হচ্ছেন। আমরা তদন্তও শুরু করেছি।

– অভিষেক ভট্টাচার্য *আইসি, ফালাকাটা থানা*

ফালাকাটায় সক্রিয় প্রতারণাচক্র

দু'দিনে হাপিস প্রায় ৫০ লক্ষ

ভাস্কর শর্মা

ফালাকাটা, ২৯ জুন : ইনভেস্টমেন্টের নামে প্রতারণাচক্র সক্রিয় হয়ে উঠেছে ফালাকাটায়। প্রথমে অল্প বিনিয়োগ, বিরাট রিটার্নের লোভ দেখানো। ব্যাস, তাতেই কাজ হয়ে যায় প্রতারকদের। এই টোপে পড়েই ইতিমধ্যে শহরের বেশ কয়েকজন সঞ্চিত লক্ষ লক্ষ টাকা খুইয়েছেন। শহরেরই এক ব্যক্তি প্রায় ৪৪ লক্ষ টাকা খুইয়ে এখন পুলিশের দ্বারস্থ হয়েছেন। রোজ এমন ঘটনা ঘটেই চলছে। তবুও বিনিয়োগের ওপর মোটা অঙ্কের টাকা ফেরতের লোভে 'পনজি স্কিম'-এ ঝুঁকে পড়ছেন অনেকেই। সংখ্যাটা বেশি প্রবীণ নাগরিকদের মধ্যে। অবসরপ্রাপ্ত ব্যাংককর্মী থেকে সরকারি চাকরিজীবী, তালিকায় নিত্যনতুন সংযোজন। আর এতেই ঘুম উড়েছে পুলিশের।

ফালাকাটা থানার আইসি অভিষেক ভট্টাচার্য বলেন, 'ইনভেস্টের নামে বিভিন্ন সময় প্রতারণাচক্র সক্রিয় থাকে। মাত্র কয়েকদিনেই এমন ৫ থেকে ৭টি অভিযোগ আমরা পেয়েছি। লাগাতার সচেতন করছি। তারপরেও অনেকেই লোভে লক্ষ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ করে সর্বস্বান্ত হচ্ছেন। আমরা তদন্তও শুরু করেছি।'

ফালাকাটার নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মী বলেন, 'সাপ্তাহিক রিটার্নের টোপ দিয়ে আমার থেকে প্রথমে ১১ লক্ষ টাকা নেওয়া হয়। আমিও কিছুদিন সামান্য টাকা রিটার্ন পাই। পরে লোভে পরে আরও প্রায় ৩০ লক্ষ টাকার উপরে ইনভেস্ট করি। কিন্তু তারপর থেকে সব ধরনের যোগাযোগ বন্ধ হয়ে যায়। বুঝতে পারি প্রতারণাচক্রের খপ্পরে পড়েছি। শেষে তাই পুলিশের দ্বারস্থ হয়েছি।'

সর্বস্বান্ত

- সাপ্তাহিক রিটার্নের টোপ দিয়ে প্রথমে ১১ লক্ষ টাকা নেওয়া হয় এক ব্যক্তির থেকে
- কিছুদিন সামান্য টাকা রিটার্ন মেলে
- পরে লোভে পরে আরও প্রায় ৩০ লক্ষ টাকার উপরে ইনভেস্ট করেন তিনি
- তারপর থেকে সব ধরনের যোগাযোগ বন্ধ হয়ে যায়

জটেশ্বরের কমল সরকার নামে এক ব্যক্তির কথায়, 'মোবাইলের মাধ্যমে লিংক পাঠিয়ে অনলাইন গেম খেলে আমি প্রায় ১ লক্ষ ৫৯ হাজার টাকা খুইয়েছিলাম। প্রতারণাচক্রের ফাঁদে পড়েছি বুঝতে পেরে পুলিশের দ্বারস্থ হই। পরে পুলিশের সহযোগিতাতেই আমি টাকা ফিরে পেয়েছি।'

ফালাকাটা থানা সূত্রে খবর, অনলাইন প্রতারণা সংক্রান্ত অভিযোগ নেওয়ার জন্য থানায় একটি স্পেশাল সেল খোলা হয়েছে। একজন এসআই-কে সেলের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, এখন রোজ অন্তত দুটি করে অনলাইনের মাধ্যমে প্রতারণা হওয়ার অভিযোগ জমা পড়ছে। এঁদের মধ্যে ৬০ শতাংশই অবসরপ্রাপ্ত কর্মী।

ফালাকাটায় মূলত অনলাইন অ্যাপের মাধ্যমে বিভিন্ন স্কিমে বিনিয়োগের কথা বলে ফোন আসে। এমনকি চোখধাঁধানো আয়ের টোপও দেওয়া হয়। প্রলোভনে পা দিতেই শুরু হয় প্রথম প্রথম মুনাফা ঢোকা। তাতে লোভ আরও বেড়ে যায়। এরপরেই শুরু হয় প্রতারকদের ফন্দি। আবার 'ব্যাংক থেকে বলছি' বলেও ফোন আসে।

শনিবারও শহরের মিল রোড এলাকার এক প্রবীণ ব্যক্তি প্রায় ৬১ হাজার টাকা খুইয়েছেন। অভিযোগ পাওয়ার পরেই পুলিশ সক্রিয় হয়ে টাকা উদ্ধারের জন্য কাজ শুরু করেছে। তবে পুলিশের স্পষ্ট কথা, সময় থাকতে নাগরিকদের সচেতন হতে হবে। তা না হলে এমন ঘটনায় রাশ টানা মুশকিল।

বাঁধ উঁচু না করে নীচু

১৭ নম্বর ওয়ার্ডে কাজ নিয়ে ক্ষোভ

দামিনী সাহা

আলিপুরদুয়ার, ২৯ জুন : 'তিন ফুট উঁচু হবে বলেছিল, কিন্তু যা হচ্ছে সেটা তো আগের থেকেও নীচু!' এই কথাটাই এখন আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু আলিপুরদুয়ার পুরসভার ১৭ নম্বর ওয়ার্ডে। গত ১৪ জুন শহরের বাঁধ সংস্কারের জন্য জাঁকজমকপূর্ণ শিলান্যাস করেছিলেন পুরসভার চেয়ারম্যান প্রসেনজিৎ কর, ভাইস চেয়ারপার্সন ও স্থানীয় কাউন্সিলার মাম্পি অধিকারী এবং সেচ দপ্তরের একাধিক আধিকারিক। ঘোষণা হয়েছিল ১০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বাঁধের একটি বড় অংশ প্রায় তিন ফুট উঁচু করা হবে। কাজও শুরু হয় তার এক সপ্তাহের মধ্যেই। কিন্তু কয়েকদিনের মধ্যেই আশাবাদী বাসিন্দাদের মুখে পড়েছে সন্দেহের ছায়া, জায়গা নীচু হয়ে যাচ্ছে বলে দাবি করছেন তাঁরা।

স্থানীয় বাসিন্দা সুকুমার দাস বলেন, 'প্রথমে আমরা ভেবেছিলাম নদী থেকে মাটি তুলে সেগুলো শুধু বাঁধের পাশে ব্যাগে ভরে রাখা হচ্ছে। কিন্তু কিছুদিন পর দেখলাম সাইট থেকেই ওপরের মাটি কেটে ফেলা হচ্ছে! ফলে বাঁধের উচ্চতা আগের থেকে কমে গিয়েছে।'

প্রবীণা অমরী দে বলেন, 'বন্যার সময় এই বাঁধই ভরসা ছিল আমাদের। এখন যদি আগের থেকেও নীচু করে দেয়, তাহলে জলের তো ঢোকার আর বাধা থাকবে না! এটা মডেল প্রকল্প না ব্যর্থতার নমুনা?'

একই সুরে স্বপ্না দাস বলেন, 'যে জায়গাটায় বাঁধ হচ্ছে, সেটা আগেই তুলনামূলক নীচু ছিল। তাতে তিন ফুট উঁচু করার কথা ছিল যাতে বর্ষায় জল না ঢোকে। কিন্তু এখন যে কাজ হচ্ছে তাতে বরং বেশি জল ঢুকবে। কারণ নদীর দিকের ধারের চেয়ে ভেতরের দিকে জায়গার ঢাল আরও নীচু। ফলে নদীর উপচে জল ঢুকলেও সেটা বেরোতে পারবে না।'

স্বপ্না দাস ও গীতা দাসের অভিযোগ, দু'দিন আগে ৩-৪ ট্রলি মাটি এনে ফেলা হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু সেটা এতটাই কম পরিমাণে যে এই নীচু জায়গাটা উঁচু করার পক্ষে তা একেবারেই যথেষ্ট নয়।

বাসিন্দাদের অভিযোগ, আগে থেকেই যে বাঁধ ছিল তার উপরেই নতুন বাঁধ গড়ে তোলার কথা ছিল। কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে, সাইট থেকে মাটি কেটে নীচু করা হচ্ছে, আর সেই মাটি আবার নদী থেকে তুলে আনা মাটির সঙ্গে মিশিয়ে বাঁধ তৈরি হচ্ছে। যার ফলে আগের উচ্চতার তুলনায় ৮ থেকে ১২ ইঞ্চি পর্যন্ত নীচু হয়ে যাচ্ছে নতুন গঠিত অংশ।

বিষয়টি নিয়ে পুরসভার ভাইস চেয়ারপার্সন তথা ১৭ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলার মাম্পি অধিকারী বলেন, 'আমাকে এখনও পর্যন্ত স্থানীয় কেউ কিছু জানাননি। তবে বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে খতিয়ে দেখা হবে।'

পুরসভার চেয়ারম্যান প্রসেনজিৎ কর বলেন, 'আমি ঘটনাটি জানতাম না। বাসিন্দারা যে অভিযোগ তুলেছেন, তা গুরুত্ব দিয়ে দেখা হবে। সেচ দপ্তরের সঙ্গে কথা বলে বিষয়টির পূর্ণ তদন্ত করা হবে।'

স্থানীয় বাসিন্দারা চাইছেন, অবিলম্বে কাজ বন্ধ করে পুরোনো পরিকল্পনা অনুসারে মজবুত ও উঁচু বাঁধ গড়ে তোলা হোক। নয়তো আগামী বৃষ্টিতে ঘরে ঘরে জল ঢুকবে। তার সঙ্গে সরবে প্রশাসনের উপর থেকে বিশ্বাস, বাড়বে ক্ষোভ।

বাঁধের কাজ নিয়ে অসন্তুষ্ট বাসিন্দারা। ছবি : আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

প্রয়াত কবি নারায়ণ দত্ত

ফালাকাটা, ২৯ জুন : প্রয়াত হলেন বিশিষ্ট কবি, আবৃত্তি শিক্ষক, নাট্য সংগঠক নারায়ণ দত্ত (৭১)। শনিবার সন্ধ্যায় ফালাকাটার বিদ্যাসাগরপল্লিতে নিজের বাসভবনে তিনি হৃদরোগে আক্রান্ত হন। বাড়িতেই তাঁর মৃত্যু হয় বলে পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে। ওই রাতেই ফালাকাটা মহাশ্মশানে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়। ফালাকাটা তথা উত্তরবঙ্গের সংস্কৃতি জগতে অন্যতম নাম নারায়ণ দত্ত। কর্মজীবনে প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষকতা করতেন। ছিলেন ফালাকাটা ড্রামাটিক হলের প্রাক্তন সভাপতি। এছাড়াও রেনেসাঁ নাট্যদলের প্রাক্তন সভাপতি, নাট্য নির্দেশক, নাটক রচয়িতা ছিলেন। বাড়িতে নিজেই একটি আবৃত্তির স্কুল চালাতেন। ফালাকাটার সাংস্কৃতিক আন্দোলন, গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘ সহ নানা সামাজিক, সাংস্কৃতিক সংগঠনের সঙ্গেও তিনি জড়িত ছিলেন। এমন একজনের প্রয়াণে শোকের ছায়া নেমে এসেছে ফালাকাটার সংস্কৃতি জগতে।

সংবর্ধনা

ফালাকাটা, ২৯ জুন : প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন পর্ষদের উদ্যোগে ফালাকাটা সার্কেলের ২০২৪ সালের বৃত্তি প্রাপকদের সংবর্ধনা ও বিশেষ বৃত্তি প্রদান করা হয় রবিবার। ফালাকাটা ড্রামাটিক হলে সংবর্ধনা অনুষ্ঠান হয়। সংগঠনের তরফে সুদর্শন আইচ বলেন, 'এদিন মোট ২৪৩ জন বৃত্তি প্রাপকদের সংবর্ধনা দেওয়া হয়। এছাড়াও ১২ জনকে বিশেষ স্কলারশিপ দেওয়া হয়। উপস্থিত ছিলেন অজিত দে সরকার, নারায়ণ দাস, রামসেবক গুপ্তা সহ অন্যরা।

নতুন কমিটি

আলিপুরদুয়ার, ২৯ জুন : রবিবার আলিপুরদুয়ার জংশন রেলওয়ে ইনস্টিটিউট হলে 'নীলকান্ত মুখার্জি ওয়েলফেয়ার সোসাইটি' নামক এক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সপ্তম বর্ষ বার্ষিক সাধারণ সভা হয়। স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার নতুন কমিটি গঠিত হয় এদিন। এই নতুন কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন দেবকুমার মুখোপাধ্যায়, সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন বিজন বিশ্বাস ও কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত হয়েছেন বরুণ পাল।

অনুষ্ঠান

আলিপুরদুয়ার, ২৯ জুন : প্রেরণা সাংস্কৃতিক মঞ্চের উদ্যোগে রবিবার রবীন্দ্র-নজরুল স্মরণ প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠানের প্রথম পর্ব আয়োজিত হল নেতাজি বিদ্যাপীঠ স্কুলে। সেখানে রবীন্দ্র-নজরুল আবৃত্তি, শাস্ত্রীয় নৃত্য, শাস্ত্রীয় সংগীত, তবলা লহরার প্রতিযোগিতা হয়েছে। ১২০ জনের ওপরে অংশ নিয়েছিল। আগামী রবিবার পরবর্তী পর্ব হবে।

নিউটাউন গার্লস হাইস্কুলে কনভেনশন। রবিবার।

প্যারেড গ্রাউন্ড রক্ষায় কনভেনশন

আলিপুরদুয়ার, ২৯ জুন : আলিপুরদুয়ারের ফুসফুস প্যারেড গ্রাউন্ড রক্ষায় রবিবার আলিপুরদুয়ার নিউটাউন গার্লস হাইস্কুলে একটি গণ কনভেনশনের আয়োজন করা হয়েছিল পিপল ফর প্যারেড গ্রাউন্ড নামক একটি সংগঠনের উদ্যোগে। এই কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছিল অরাজনৈতিক ব্যানারে। সেই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন আলিপুরদুয়ারের বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলাল। মাঠরক্ষায় এদিন তিনি বক্তৃতাও দেন। তবে শহরের বাসিন্দা অন্যান্য দলের বড় নেতাদের সেখানে দেখা যায়নি। দেখা যায়নি সিপিএমের কিশোর দাস বা কংগ্রেসের শান্তনু দেবনাথদের।

আয়োজক সংগঠনের অন্যতম সদস্য প্রসেনজিৎ রায় দাবি করেছেন, সেই কর্মসূচি একেবারেই অরাজনৈতিক ব্যানারে আয়োজিত হয়েছে। সেখানে রাজনৈতিক পরিচয় নয়, ব্যক্তি পরিচয়ে অনেকে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলেন, 'আমরা কাউকে রাজনৈতিক পরিচয়ে ডাকিনি। শুধুমাত্র সাধারণ নাগরিক হিসেবে যাঁরা শহরের মাটিকে ভালোবাসেন, তাঁরাই স্বতঃস্ফূর্তভাবে এসেছেন।'

তিনি এই গণ কর্মসূচিতে অংশ নেননি কেন? প্রশ্ন করলে কংগ্রেসের জেলা সভাপতি শান্তনু দেবনাথ বলেন, 'প্রায় এক মাস আগে প্রধানমন্ত্রী এখানে সভা করেছেন। তারপর থেকেই যেন শহরের রাজনৈতিক দলগুলি নিজেদের প্রচার বাড়াতে মাঠ নিয়ে শহরবাসীর আবেগকে হাতিয়ার করছে। প্রশাসনের দায়িত্ব এই সমস্যার সুরাহা করা। আইনি ব্যবস্থা থাকলে এত নাটক করারই দরকার পড়ত না।' তাঁর প্রশ্ন, 'যদি সত্যিই সমস্যা থাকে, তাহলে সংশ্লিষ্টরা মাঠরক্ষায় আদালতের দ্বারস্থ হচ্ছেন না কেন?'

গত ২৯ মে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির জনসভা শেষে মাঠের বেহাল দশা নিয়ে অভিযোগ উঠতে থাকে। শান্তনুর মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে এদিনের কনভেনশনের আয়োজক সংগঠনের আরেক সদস্য ভাস্কর মজুমদারের কটাক্ষ, 'যাঁরা এই উদ্যোগে রাজনৈতিক রং খুঁজছেন, তাঁদের শুভবুদ্ধির উদয় হোক।'

কাজ এগিয়ে রাখতে চাইছেন শিল্পী-ক্লাবকর্তারা

আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

আলিপুরদুয়ার, ২৯ জুন : আবহাওয়ার খামখেয়ালিপনায় চিন্তায় শিল্পীরা। কখনও রোদ, কখনও আবার মেঘলা আকাশ। আলিপুরদুয়ারের কুমোরটুলিতে প্রতিমা বানানোর কাজে তাই দুশ্চিন্তায় তাঁরা। তবুও সময়ের মধ্যে অর্ডার যাতে দেওয়া যেতে পারে তার জন্য কাজ করে চলেছেন তাঁরা। দুর্গাপুজোর কাউন্ট ডাউন ইতিমধ্যে শুরু হয়ে গিয়েছে। পুজোকে কেন্দ্র করে সাধারণ মানুষের পরিকল্পনাও শুরু। তেমনই ক্লাবে ক্লাবে তোড়জোড় চলছে। থিম নিয়ে দফায় দফায় বৈঠক চলছে। ইতিমধ্যেই প্রতিমার বরাত পেয়েছে কুমোরটুলিগুলি, আর তাই কাজও শুরু করা হয়েছে।

মৃৎশিল্পীরা জানাচ্ছেন, পয়লা বৈশাখের পর থেকেই প্রতিমা বানানোর কাজ শুরু হয়েছে। খড়ের কাঠামো বানানোর পর মাটির প্রলেপ দেওয়া শুরু হয়। এরপর আরও মাটির প্রলেপ দিয়ে মূর্তির কাজ এগোতে থাকে। রোদেও শুকোনো হয়। আবহাওয়ার খামখেয়ালিপনার জন্য কাজ কখনও খুব দ্রুত এগোচ্ছে, কখনও আবার খুবই ধীরগতিতে চলছে। যেহেতু পুজো এবার অনেকটাই আগে। তাই মূর্তি বানানোর কাজ যতদূর সম্ভব এগোতে চাইছেন মৃৎশিল্পীরা। আবার অনেকে কাঠামো কিছুটা করে ত্রিপল দিয়ে ঢেকেও রেখেছে।

মৃৎশিল্পী রাজেশ পাল বলেন, 'দুর্গাঠাকুর বানানোর কাজ অনেকদিনই হল শুরু হয়েছে। আবহাওয়া কখন যে কেমন থাকে তা জানা নেই। তাই যখন ভালো থাকছে কাজ এগিয়ে রাখা হচ্ছে। ত্রিপল ও প্লাস্টিকে ঢেকেও রাখছি আমরা। বায়না আসাও শুরু হয়েছে।' মৃৎশিল্পী গোপাল পালের কথায়, 'পুজো এবার অনেকটাই আগে, তাই কাজও শুরু করে দিয়েছি। কাঠামো বানিয়ে মাটির কাজ চলছে। তারপর আরও বরাত এলে বানানো হবে। রোদ থাকলে কাজ এগিয়ে নিচ্ছি।'

নর্থ পয়েন্ট এলাকার মৃৎশিল্পী সুকান্ত পালের বক্তব্য, 'কাঠামো বর্ষায় শুকোতে চায় না। তারপরও কাজ তো করে যেতে হবে। জুলাই থেকে আরও জোরগতিতে কাজ এগোবে। মাটির কাজ আগে শেষ করে শুকোতে হবে।'

মৃৎশিল্পী অংশু পাল জানান, প্রতিমা বানানোর কাজ শুরু করে দেওয়া হয়েছে। পুজো আগে তাই বর্ষাকালকে ভেবে কাজ এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন সকলে।

কী বলছেন উদ্যোক্তারা? স্বামী বিবেকানন্দ ক্লাবের সভাপতি দীপ্ত চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'সমস্ত পরিকল্পনা হয়ে গিয়েছে। জোরকদমে শুরু হয়ে যাবে।' জংশনের যুব সংঘ কালীবাড়ির সভাপতি দিলীপকুমার রায়ের কথায়। 'প্রাথমিক কাজ শুরু হয়েছে। তবে প্যান্ডেলের কাজ শুরু হয়নি। পুজো এবার অনেকটাই আগে, তাই দেরি করা যাবে না।' মিলন সংঘ ক্লাবের সম্পাদক মৃণাল ঘোষও একই কথা বলেন। তাঁদের ক্লাবও কয়েকদিনের মধ্যে পুজো শুরু করে দেবে।

কুমোরটুলির ভেতরে শিল্পীর ব্যস্ততা। (ডানদিকে) ত্রিপল দিয়ে ঢাকা কাঠামো। - সংবাদচিত্র

রবিবার প্রচণ্ড বৃষ্টিতে পূর্ব সিংভূমের একটি আবাসিক বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণ জলে ভরে যায়। ওই বিদ্যালয়ের প্রায় ১৬০ জন পড়ুয়া ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। তারা বিদ্যালয়ের ভিতরে আটকে পড়েছিল। পরে পুলিশ গিয়ে তাদের সকলকে উদ্ধার করতে সক্ষম হয়। - পিটিআই

ইজ্জতের 'দাম' ৫০ হাজার

ধূপগুড়ি, ২৯ জুন : কসবা ধর্ষণ কাণ্ডের রাজনৈতিক ফায়দা তুলতে জেলাজুড়ে বিক্ষোভ ও থানা ঘোরাও কর্মসূচি পালন করছে বিজেপি। রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে সুর চড়াচ্ছে তারা। এদিকে, ধূপগুড়ি ব্লকের একটি নাবালিকা ধর্ষণের ঘটনায় সেই বিজেপিরই এক নেতা আবার টাকা দিয়ে মিটমাট করার পরামর্শ দিয়েছেন বলে অভিযোগ। সম্প্রতি একটি ভাইরাল ভিডিওতে বিজেপির পূর্ব মণ্ডল কমিটির সদস্য এবং পেশায় শিক্ষক রঞ্জিত বর্মনকে ঘটনা মিটমাট করার জন্যে টাকার প্রস্তাব দিতে দেখা গিয়েছে। যদিও সেই ভিডিও'র সত্যতা যাচাই করেনি উত্তরবঙ্গ সংবাদ। নাবালিকা ধর্ষণের পাশাপাশি এই টাকা দিয়ে মিটমাটের চেষ্টার অভিযোগ নিয়েও এলাকায় তুলকালাম চলছে। যদিও অভিযুক্ত বিজেপি নেতা রঞ্জিত বলেন, 'মীমাংসা করতে যাইনি। আমরাই নির্যাতিতার পাশে দাঁড়িয়েছি।'

সেই নিগৃহীতার মা অবশ্য মিটমাটের প্রস্তাব মানেননি। তিনি থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন। অভিযুক্ত ধরাও পড়েছে। সেই নাবালিকাকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে তারই কাকার বিরুদ্ধে। শনিবার ১১ বছরের সেই নাবালিকা জমি থেকে গবাদিপশু নিয়ে বাড়ি আসছিল। তখন সেই নাবালিকার বাবার খুড়তুতো ভাই তাকে জোর করে বাড়ির পেছনে ফাঁকা জায়গায় নিয়ে যায় ও ধর্ষণের চেষ্টা করে বলে অভিযোগ। চোখে পড়ে যায় নাবালিকার মায়ের। তিনি ছুটে এসে মেয়েকে রক্ষা করেন। ঘটনার পরেই সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়েন নাবালিকার মা। রাত প্রায় দেড়টা নাগাদ অভিযোগ দায়ের হতেই পুলিশ অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে।

জলপাইগুড়ি জেলা পুলিশ সুপার খান্ডবাহালে উমেশ গণপত বলেন, 'পুলিশ ঘটনার তদন্ত করছে। একজন ধরা পড়েছে। আর কেউ পকসো মামলায় মিটমাট করতে চাইলে তার বিরুদ্ধেই পুলিশ আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।'

অভিযোগ উঠেছে, ঘটনার পর রঞ্জিত মিটমাট করার জন্যে টাকার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। একটি ভিডিওতে দেখা গিয়েছে, রঞ্জিত বলছেন, 'দুই হাজার, পাঁচ হাজার নিলে একটা তো মীমাংসা হত। এমনও হতে পারে, ৫০ হাজার টাকা মেয়েটির নামে ফিক্সড করে দিলে বিয়ের সময় কাজে লাগবে।'

এই প্রস্তাব মানতে প্রথম থেকেই নারাজ ছিলেন নাবালিকার মা।

ম্যালেরিয়া জুজু

প্রথম পাতার পর

আলিপুরদুয়ার-২, কালচিনি, কুমারগ্রাম ব্লকে এই ক্যাম্পগুলো শুরু হয়েছে। জুন থেকে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত এই ক্যাম্প চালানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রতি মাসে সব ব্লকে দশটি করে ক্যাম্প করতে বলা হয়েছে।

কুমারগ্রাম ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ সৌম্য গাইনের বক্তব্য, 'মোবাইল মেডিকেল ক্যাম্পের মাধ্যমে সহজে ম্যালেরিয়া শনাক্তকরণ করা হচ্ছে। বিভিন্ন এলাকায় গিয়ে জ্বরের রোগীদের রক্ত পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে। চিকিৎসকরা স্বাস্থ্য পরীক্ষাও করছেন।' এই ক্যাম্প করার জন্য বিশেষ অর্থবরাদ্দ করা হয়েছে স্বাস্থ্য দপ্তরের পক্ষ থেকে। ক্যাম্প সফল করতে প্রচার করার জন্যও বলা হয়েছে।

গত বছর জেলায় প্রায় ৭৫০ জন ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়েছিলেন। চলতি বছরে প্রথম ছয় মাসেই যেভাবে সেই সংখ্যাটা বেড়েছে, পরবর্তী ছয় মাসে গতবারের সংখ্যা পেরিয়ে যেতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

'চুরি'র শাস্তি

প্রথম পাতার পর

সেই স্কুলে প্রতি মাসে ৩ হাজার টাকা দিতে হয় থাকা ও খাওয়ার খরচ বাবদ। স্কুলটি ২০১২ সালে স্থাপিত হয়েছে। চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত পঠনপাঠন হয় এখানে। মোট ২৩১ জন ছাত্রছাত্রী পড়াশোনা করে। ছাত্রটি জানিয়েছে, তাকে জামাকাপড় রাখার ঘরে নিয়ে গিয়ে মারধর করেছেন প্রধান শিক্ষক।

এখন কিষানলাল বলছেন, 'ছেলে যদি টাকা চুরি করেও থাকে, আমাকে খবর দিতে পারত। কিন্তু ৮ বছরের ছেলেকে এভাবে কেউ মারধর করে?' ওই শিক্ষকের কঠোর সাজার দাবি জানিয়েছেন শিশুটির মা সাবিনা ওরাওঁ-ও।

বোমাবাজি, তৃণমূল নেতা সাসপেন্ড

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ২৯ জুন : দলীয় কর্মীর বাড়িতে বোমাবাজির ঘটনায় অভিযুক্ত তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিল দল। আবদুল সালাম নামে সেই তৃণমূল নেতাকে দল থেকে ছয় মাসের জন্য সাসপেন্ড করা হল।

গত মঙ্গলবার রাতে

সূত্রপাত

- গত মঙ্গলবার রাতে তৃণমূলের কর্মী মনোজের বাড়িতে বোমা ছোড়ার অভিযোগ
- আবদুল ও তাঁর অনুগামীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ
- তাঁরা আইপিএলের বেটিংয়ে যুক্ত ছিলেন
- মনোজ বেটিংয়ে হেরে গিয়েছিলেন
- অভিযোগ, সেই টাকা সময়মতো না পেয়ে আবদুল বোমা মারেন

কোচবিহার-১ ব্লকের পুঁটিমারি-ফুলেশ্বরী গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূল কর্মী মনোজ মোদকের বাড়িতে বোমাবাজির অভিযোগ ওঠে আবদুল সালাম সহ তাঁর অনুগামীদের বিরুদ্ধে। আইপিএলের বেটিং নিয়ে সেই গণ্ডগোল বেধেছিল বলে অভিযোগ। আবদুল তৃণমূলের সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের কোর কমিটির সদস্য পদে ছিলেন। বিষয়টি প্রকাশ্যে আসতেই তাঁর বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করা হয়েছে বলে দলীয় নেতৃত্ব জানিয়েছে। তৃণমূলের জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক বলেছেন, 'তৃণমূল কর্মী এলাহি ওয়াকাসকে খুনের ঘটনায় অন্যতম অভিযুক্ত ছিল লোকমান হক। সেই লোকমানের সঙ্গে মিলে অভিযুক্ত আবদুল সালাম নানা দুষ্কর্ম করেছে বলে অভিযোগ উঠেছে। সেজন্য আবদুলকে সাসপেন্ড করা হয়েছে।'

তৃণমূল সূত্রে খবর, কোচবিহার-১ (এ)-র ব্লক সভাপতি কালীশংকর রায় ইতিমধ্যেই আবদুলের উদ্দেশে নোটিশ দিয়ে সাসপেন্ডের বিষয়টি জানিয়েছেন। পুঁটিমারি-ফুলেশ্বরী অঞ্চলের তৃণমূলের কোর কমিটি থেকে তাকে স্থায়ীভাবে বহিষ্কার ও দল থেকে ছয় মাসের জন্য সাসপেন্ড করা হয়েছে। যদিও ফোন সুইচড অফ থাকায় এবিষয়ে আবদুলের প্রতিক্রিয়া জানা যায়নি।

গত মঙ্গলবার রাতে তৃণমূলের কর্মী মনোজের বাড়িতে বোমা ছোড়ার অভিযোগ উঠেছিল আবদুল ও তাঁর অনুগামীদের বিরুদ্ধে। তাঁরা আইপিএলের বেটিংয়ে যুক্ত ছিলেন। মনোজ বেটিংয়ে হেরে গিয়েছিলেন। সেই টাকা সময়মতো না পেয়ে আবদুল বোমা মারেন বলে অভিযোগ। খারিজা ফুলেশ্বরী গ্রামের এই ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই বৃহস্পতিবার মনোজের বাড়িতে যান তৃণমূলের জেলা সভাপতি অভিজিৎ। সেদিনই তিনি হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন, অসামাজিক কাজকে দল প্রশ্রয় দেবে না। এরপরই শনিবার নোটিশ দিয়ে আবদুল সালামকে সাসপেন্ড করা হয়।

আইপিএলের বেটিংচক্রকে কেন্দ্র করে বোমাবাজির ঘটনায় কয়েকদিন ধরেই খারিজা ফুলেশ্বরী গ্রাম উত্তপ্ত। শুধু মনোজের বাড়িতেই নয়, তাঁর বাড়ির পাশেও বোমা ছোড়া হয়েছিল বলে অভিযোগ। বেটিংচক্রকে কেন্দ্র করে অশান্তির সূত্রপাত হলেও পরবর্তীতে ঘটনাটি রাজনৈতিক মোড় নেয়। বহিষ্কৃত আবদুল সালামের সঙ্গে বিজেপির যোগসাজশ রয়েছে বলেও অভিযোগ তোলা হয়েছে দলের তরফে। তবে এই ঘটনায় বিজেপির জেলা সাধারণ সম্পাদক বিরাজ বসু বলেছেন, 'লোকদেখানো ব্যবস্থা নিয়ে কোনও লাভ নেই। সাধারণ মানুষ বুঝে গিয়েছে যে, যারা আইপিএলে বেটিংচক্র চালায়, যারা বোমা মারে তারাই এখন তৃণমূলের সম্পদ।'

নাবালিকার বিয়ে দিয়ে গ্রেপ্তার কাজি

বহরমপুর, ২৯ জুন : এক শব্দে ব্যতিক্রমী! সীমান্ত ঘেঁষা জেলা মুর্শিদাবাদ। সেখানে নাবালিকার বিবাহ রোধ করতে কড়া হাতে মাঠে নামল প্রশাসন। এগিয়ে এসেছে বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন এবং স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানগুলিও। শনিবার মধ্য রাতে মুর্শিদাবাদের লালগোলায় গোপনে এক নাবালিকার বিয়ের আয়োজন করা হয়। সেখানে অভিযান চালিয়ে গ্রেপ্তার করা হয় পাত্র, নাবালিকার মা এবং কাজিকে। রবিবার ধৃতদের লালবাগ আদালতে তোলা হলে বিচারক জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন। অভিযোগ, অনেকক্ষেত্রে নাবালিকাদের বিয়ে দেওয়ায় গ্রামীণ এলাকায় কাজি এবং পুরোহিতদের অগ্রণী ভূমিকা থাকে। সঠিক বয়সের হিসেবনিকেশ না করেই বিয়ে দিতে এগিয়ে আসেন মোটা টাকার বিনিময়ে। আর এই পরিস্থিতি ঠেকাতে আসরে নেমেছে প্রশাসন।

পুরসভার পাওনা প্রায় ৩০ লক্ষ

প্রথম পাতার পর

ফালাকাটা যখন গ্রাম পঞ্চায়েত ছিল সেসময় বিভিন্ন কোম্পানির বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য একটি অ্যাড এজেন্সিকে বরাত দেওয়া হয়েছিল। গ্রাম পঞ্চায়েত পরিকাঠামো থাকাকালীন খুব সামান্য টাকায় অ্যাড এজেন্সিটি বরাত পেয়েছিল। তবে বিজ্ঞাপন বাবদ গ্রাম পঞ্চায়েতকে যে কর দিতে হত, তা নাকি তখন থেকেই বাকি রেখেছে ওই এজেন্সিটি। তবে গ্রাম পঞ্চায়েতের কত টাকা ওই অ্যাড এজেন্সি বাকি রেখেছে, তার সঠিক তথ্য অবশ্য এখন পুরসভার কাছে নেই। তারপর গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে ফালাকাটা পুরসভায় উন্নীত হয়েছে। পুরসভা গঠিত হওয়ার পর গত ৩ বছরে প্রায় ৩০ লক্ষ টাকা ওই অ্যাড এজেন্সির কাছ থেকে পাবে পুরসভা।

ওই অ্যাড এজেন্সিকে পুরসভা যখনই চিঠি দিয়ে টাকা মেটাতে বলে বা মিটিংয়ে ডেকে টাকা দিতে বলে, তখনই আশ্বাস দেয় ওই এজেন্সি। কিন্তু এতদিনেও পুরসভা বিজ্ঞাপন বাবদ একটি টাকাও ওই এজেন্সির থেকে পায়নি। তাই সম্প্রতি বিষয়টি নিয়ে বোর্ড মিটিংয়ে আলোচনা করেন কাউন্সিলাররা। আর এর পরেই অ্যাড এজেন্সির বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপের কথা জানিয়েছে পুরসভা।

এ তো গেল পুরোনো এজেন্সির কথা। ফালাকাটা শহরের উপর দিয়ে যাওয়া ১৭ নম্বর জাতীয় সড়কের দু'পাশে এখন একাধিক সরকারি ও বেসরকারি এজেন্সি বিজ্ঞাপন লাগিয়েছে। কেউ পাকা দেওয়াল রং করে বিজ্ঞাপন দিয়েছে, তো কেউ বড় বড় হোর্ডিং, ব্যানার লাগিয়ে বিজ্ঞাপন দিয়েছে। একটি অ্যাড এজেন্সি আবার জাতীয় সড়কের ডিভাইডারে পিলার দিয়ে উঁচু জায়গায় বিজ্ঞাপন লাগিয়েছে। কিন্তু তাদের থেকে কোনও ট্যাক্স পাচ্ছে না পুরসভা। বক্স বিজ্ঞাপনে রাতে আবার বিদ্যুৎ পরিষেবা দেওয়া হয়। কিন্তু সেই বিদ্যুৎ খরচের টাকাটুকুও পায় না পুরসভা।

পুরসভার ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার অভিজিৎ রায় বলেন, 'বিজ্ঞাপন বাবদ বছরে আমাদের প্রচুর টাকা আসার কথা। ওই টাকায় অস্থায়ী কর্মীদের বেতন, বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ করা যেতেই পারে। কিন্তু পুরসভা হবার পর আমরা এখনও একটি টাকাও পাইনি।' সূত্রের খবর, বিজ্ঞাপন নিয়ে নাকি পুরসভার এখনও স্পষ্ট কোনও নিয়মনীতি তৈরি হয়নি। আর সেই সুযোগটাই নিচ্ছে এজেন্সিগুলি।

'মুখ্যমন্ত্রীকে গদিছাড়া করব'

শিলিগুড়িতে মিছিল, অবরোধ চাকরিহারাদের

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ২৯ জুন : রাজ্য সরকারের ওপর চাপ বাড়াতে গত এক মাস ধরে কলকাতায় আন্দোলন চালাচ্ছেন চাকরিহারা শিক্ষক-শিক্ষিকারা। এবার ফের কর্মসূচির গতিমুখ ছড়িয়ে দিতে চাইছেন তাঁরা। জেলায় জেলায় ঝাঁঝ বাড়ানোর পরিকল্পনা আন্দোলনকারীদের। রবিবার শিলিগুড়িতে চাকরিহারা শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীরা মিছিলে হাঁটেন। পাশাপাশি দীর্ঘক্ষণ হাসমি চকে অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান তাঁরা।

বেঙ্গল মাদ্রাসা এডুকেশন ফোরাম, উই দ্য ফোরাম ফর প্লিডিং জাস্টিস এবং যোগ্য গ্রুপ-সি, গ্রুপ-ডি অধিকার মঞ্চের তরফে এদিনের মিছিলটি হয়। শিলিগুড়ি জংশন থেকে শতাধিক চাকরিহারা পা মিলিয়ে পৌঁছান হাসমি চকে। প্রায় ৪০ মিনিট ধরে সেখানে রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ চলে। এর ফলে যানজটের সৃষ্টি হয়। রোদে আটকে পড়া সাধারণ মানুষকে বিস্তর দুর্ভোগ পোহাতে হয়েছে।

এদিনের কর্মসূচিতে উত্তরবঙ্গের জেলাগুলোর পাশাপাশি নদিয়া, বর্ধমান সহ রাজ্যের বিভিন্ন জায়গা থেকে চাকরিহারারা শামিল হয়েছিলেন। তাঁদেরই একজন আলিপুরদুয়ারের সুকান্ত হাইস্কুলের চাকরিচ্যুত শিক্ষিকা মৌমিতা পাল। তাঁর হুঁশিয়ারি, 'যোগ্য মুখ্যমন্ত্রী হলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শিক্ষকদের পাশে এসে দাঁড়ান।

মুখ্যমন্ত্রী যদি আমাদের চাকরি খান, তবে তাঁকে গদি থেকে টেনে নামাব। চাকরিহারা শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীরা এই অঙ্গীকার করছি। রাজ্য সরকার দুর্নীতি করে আমাদের পেটে লাথি মারছে। ভোট দিয়ে আমরা যাঁদের ক্ষমতার আসনে বসিয়েছি, তাঁদের টেনেও নামাতে পারব।'

হাসমি চকে পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন চাকরিহারারা।

> যোগ্য মুখ্যমন্ত্রী হলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শিক্ষকদের পাশে এসে দাঁড়ান। মুখ্যমন্ত্রী যদি আমাদের চাকরি খান, তবে তাঁকে গদি থেকে টেনে নামাব। চাকরিহারা শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীরা এই অঙ্গীকার করছি। রাজ্য সরকার দুর্নীতি করে আমাদের পেটে লাথি মারছে। ভোট দিয়ে আমরা যাঁদের ক্ষমতার আসনে বসিয়েছি, তাঁদের টেনেও নামাতে পারব।
>
> **মৌমিতা পাল** চাকরিচ্যুত শিক্ষিকা, আলিপুরদুয়ার সুকান্ত হাইস্কুল

এর আগে প্রতিটি জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শকের কার্যালয়ে অভিযান করেছেন চাকরিহারারা। বিকাশ ভবনের সামনে টানা অবস্থান বিক্ষোভ চালাচ্ছেন। সেই আন্দোলন চলাকালীন শিলিগুড়ি থেকেই উত্তরবঙ্গজুড়ে মিছিল ও রাস্তা অবরোধের মাধ্যমে আন্দোলন শুরু করলেন তাঁরা। নতুন করে আর পরীক্ষায় বসতে না চাওয়া এবং রাজ্য যেন দ্রুত যোগ্য-অযোগ্যদের তালিকা প্রকাশ করে, এই দুই দাবিতে অনড় শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীরা। শিলিগুড়ি বরদাকান্ত বিদ্যাপীঠের চাকরিচ্যুত শিক্ষক দেবাঞ্জন বিশ্বাস বললেন, 'রাজ্য সরকারের ওপর আমাদের সম্পূর্ণ আস্থা নেই। অস্থায়ী হিসেবে নয়, ৬০ বছর পর্যন্ত চাকরির নিশ্চয়তা চাইছি। কলকাতার পাশাপাশি জেলায় জেলায় আমাদের আন্দোলন চলছে।'

> খুব খারাপ পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে যেতে হচ্ছে। সরকার যাতে যোগ্যদের তালিকা খুব তাড়াতাড়ি প্রকাশ করে, সেই দাবি তুলছি। যোগ্যতার সঙ্গে স্কুলে ফিরতে চাই। যোগ্যতার সঙ্গে পরীক্ষা দিয়েছি, তাই আর নতুন করে পরীক্ষা দেওয়ার কোনও প্রশ্ন নেই।
>
> **অমিতকুমার দাস** মালদার চাকরিচ্যুত শিক্ষক

মালদা থেকে এসেছিলেন আরেক চাকরিচ্যুত শিক্ষক অমিতকুমার দাস। তাঁর কথায় হতাশার সুর, 'খুব খারাপ পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে যেতে হচ্ছে। সরকার যাতে যোগ্যদের তালিকা খুব তাড়াতাড়ি প্রকাশ করে, সেই দাবি তুলছি। যোগ্যতার সঙ্গে স্কুলে ফিরতে চাই। যোগ্যতার সঙ্গে পরীক্ষা দিয়েছি, তাই আর নতুন করে পরীক্ষা দেওয়ার কোনও প্রশ্ন নেই।'

ছেলের খিদে, তিস্তায় ফেললেন মা

প্রথম পাতার পর

সীমার এই কাণ্ড দেখে নদীর পাড়ে উপস্থিত দুই কিশোরী পল্লবী কীর্তনিয়া ও মল্লিকা পাল এবং এক মহিলা বিশুকা পাট্টাদার আঁতকে ওঠেন। তাঁরা কোনওক্রমে নদী থেকে বাচ্চাটিকে উদ্ধার করেন। তাঁদেরই চিৎকার শুনে লোকজন জড়ো হয়ে যায়। অভিযোগ, সেসময় ফের সীমা ওই কিশোরীদের হাত থেকে বাচ্চাটিকে নিয়ে নদীতে ফেলার চেষ্টা করেন। তখন এলাকার মহিলারা এসে সীমার ওপর চড়াও হন। দেওয়া হয় গণধোলাই। খবর পেয়ে বাড়িতে ছুটে আসেন বিপুল। এরপর ময়নাগুড়ি থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। ময়নাগুড়ি থানার আইসি সুবল ঘোষ বলেন, 'ময়নাগুড়ি থানার আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে গিয়ে ওই পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলেছেন। পরবর্তীতে যাতে কোনও ঘটনা না ঘটে সেব্যাপারে সতর্ক করা হয়েছে।'

বিপুলের বক্তব্য, 'কয়েকদিন আগে কাজ করে যা টাকা পেয়েছিলাম তা দিয়ে চাল কিনে এনেছিলাম। সেই চাল শেষ হয়ে গিয়েছে। কাজের খোঁজে বাইরে গিয়েছিলাম। পরে শুনি এই ঘটনা ঘটেছে। স্ত্রী কেন এমন কাণ্ড ঘটাতে চাইল, বুঝতে পারছি না।' খবর পেয়ে তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে আসেন সীমার বাপের বাড়ির লোকেরাও। তাঁরাও স্থানীয়দের ক্ষোভের মুখে পড়েন। হতবাক তাঁরাও।

ঘটনার জেরে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায়। উদ্ধার করেছে যারা, সেই দুই কিশোরী পল্লবী ও মল্লিকা জানায়, স্নানের জন্য নদীতে গিয়েছিলাম। দেখতে পাই ওই মহিলা বাচ্চাটিকে নদীতে ফেলে চলে যাচ্ছেন। সঙ্গে সঙ্গে আমরা নদী থেকে বাচ্চাটিকে উদ্ধার করি।

ওই মহিলার এমন কর্মকাণ্ডে হতবাক প্রফুল্ল বিশ্বাস, কাশীনাথ বিশ্বাসদের মতো স্থানীয় বাসিন্দারাও এমন ঘটনায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন।

মাইক্রো সাজারিতে জোর

আলিপুরদুয়ার, ২৯ জুন : আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে ল্যাপারোস্কোপি মেশিন থাকলেও মাইক্রো সাজারির ক্ষেত্রে বিভিন্ন সময় সমস্যা দেখা যায়। চিকিৎসকের অভাবে দীর্ঘদিন এই সমস্যা হচ্ছিল। তবে কয়েকদিন আগে জেলা হাসপাতালে বিভিন্ন বিভাগে চিকিৎসক নিয়োগ হওয়ায় ল্যাপারোস্কোপি মেশিন দিয়ে মাইক্রো সাজারিতে জোর দেওয়া হবে।

ক্ষতিগ্রস্ত অংশে ফের ট্রেন চলাচল

মালিগাঁও, ২৯ জুন : উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে লামডিং-বদরপুর হিল সেকশনের জাতিংগা লামপুর-নিউ হাফলং সেকশনে কিলোমিটার ১০৮/৬-৮-এর ক্ষতিগ্রস্ত অংশের মধ্য দিয়ে ট্রেন পরিষেবা ফের চালু করেছে। ২৯ জুন, ২০২৫ থেকে দুপুর ১২.০০টা ও সন্ধ্যা ৬.০০টার মধ্যে সীমিতভাবে ট্রেন চলাচলে অনুমতি দেওয়া হয়েছে। ৩০ জুন সোমবার থেকে সম্পূর্ণরূপে ট্রেন পরিষেবা পুনরায় চালু হবে।

প্রথম একটি খালি পণ্যবাহী ট্রেন এই সেকশন দিয়ে যায় এবং সকাল ১০.২১টা নিউ হারাঙ্গাজাও থেকে রওনা হয়।

তারপর ১৩১৭৫ শিয়ালদা-শিলচর কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস কোনও বাধা ছাড়াই ওই অংশ দিয়ে পার হয়ে যায়। এরপর ১৩১৭৪ সাবরুম-শিয়ালদা কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেসও তার মূল রুটে নির্বিঘ্নে চলাচল শুরু করে। এছাড়া রঙ্গিয়া থেকে একটি বিশেষ রিলিফ ট্রেন সফলভাবে চলাচল করে যার ফলে আটকে পড়া যাত্রীদের চলাচল সহজতর হয়।

ভারী বৃষ্টিপাতের ফলে কিলোমিটার ১০৮/৬-৮ এর মধ্যবর্তী সেকশনটি একাধিক ভূমিধসের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার শ্রী চেতনকুমার শ্রীবাস্তব ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের দল ধ্বংসাবশেষ পরিষ্কার এবং ট্র্যাক পুনরুদ্ধারের জন্য দিনরাত অক্লান্ত পরিশ্রম করেছে বলে মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কপিঞ্জলকিশোর শর্মা জানিয়েছেন।

উপহাসের প্যারেড গ্রাউন্ড

প্রথম পাতার পর

এই ফ্ল্যাশব্যাক সঙ্গী করেই প্রধানমন্ত্রীর সভা। কথায় বলে, 'স্যাকরার দশ ঘা, আর কামারের এক ঘা'। প্রধানমন্ত্রীর সভা প্যারেড গ্রাউন্ডে সেই ঘা দিয়েছে। এমন ঘা পড়েছে যে, প্যারেড গ্রাউন্ড কোমায় চলে গিয়েছে।

দল বদলাবে, নেতা বদলাবে, নেতারা দল পালটাবেন, কিন্তু প্যারেড গ্রাউন্ডটা থাকবে। আলিপুরদুয়ারকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে, প্যারেড গ্রাউন্ডকে জেলার মানুষ কী হিসেবে দেখতে চান, সম্পদ, নাকি বিপদ? যদি সম্পদ হিসেবে দেখার ইচ্ছে থাকে তাহলে কিছু পদক্ষেপ করতেই হবে। প্রথমত, প্যারেড গ্রাউন্ডকে পুরোনো অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে হবে, দ্বিতীয়ত, একটা নিয়ম চালু করতে হবে। পুরসভা, প্রশাসন, পুলিশ, জেলা পরিষদ, বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা, রাজনৈতিক দল মিলে তা তৈরি করবে। সেটা সবাইকে মেনে চলতে হবে।

তৃতীয়ত, যারা বাণিজ্যিক, রাজনৈতিক কারণে মাঠ ব্যবহার করবেন তাঁদের টাকা দিয়ে মাঠ ভাড়া নিতে হবে। সেই টাকা মাঠের উন্নয়নেই কাজে লাগাতে হবে। তবে যে কথাটা না বললেই নয়, দূষণ শুধু ইট-বালি-পাথরেই হয় না। গোটা প্যারেড গ্রাউন্ডে সন্ধ্যার সঙ্গে দূষণ আসে নেশার হাত ধরে অশালীনতায়। কে বন্ধ করবে? দায় কে নেবে? সাধারণ মানুষ সচেতন না হলে, দায়িত্ববান না হলে কিছুই হবার নয়। প্যারেড গ্রাউন্ডটা যদি আলিপুরদুয়ারে না হয়ে কলকাতায় হত তাহলে কি কেউ সাহস দেখাতেন মাঠের সর্বনাশ করার? কলকাতায় পান থেকে চুন খসলে রে-রে পড়ে যায়, গাছ কাটা পড়লে গান হয় পথের ধারে, মাঠ খুঁড়লে মিছিল হয় রাজপথে। প্রশাসন, পুলিশের তৎপরতা বাড়ে, বিধানসভায় আলোচনা হয়। কিন্তু রাজধানী শহর থেকে সাতশো কিলোমিটার দূরের শহরের মাঠের কান্না কলকাতার বাবুদের ঠান্ডা ঘরে পৌঁছায় না, দিল্লি তো বহুদূর।

আসলে উত্তরবঙ্গের সহিষ্ণুতাকে দুর্বলতা ধরে নেওয়া হয়েছে। কলকাতার ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে সভার পর নেতা-কর্মীদের ঠোঙা কুড়োনোর ছবি পরিবেশ সচেতনতা নিয়ে সাধারণ মনে ভরসা জোগায়, কিন্তু আলিপুরদুয়ার প্যারেড গ্রাউন্ডের দুর্দশার ছবি আতঙ্ক তৈরি করে না।

(লেখক- প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক, আলিপুরদুয়ারের বাসিন্দা)

মহুয়া-কল্যাণের বেলাগাম বাগযুদ্ধ

প্রথম পাতার পর

তাঁর কাছ থেকে আমাকে নারীবিদ্বেষ শিখতে হবে না। যে মহিলাকে ডিভোর্স করিয়েছেন, সেই মহিলা এখন কোথায় যাবেন? তাঁরও তো ছেলেপুলে আছে।'

বিজেপি নেতা শুভেন্দু অধিকারী তৃণমূলের অন্দরের এই কলহ কিছুদিনের মধ্যে মিটে যাবে বলে আমল দিতে না চাইলেও তাঁর দলের আইটি সেলের সর্বভারতীয় প্রধান অমিত মালব্য মহুয়াকে সমর্থন করে সমাজমাধ্যমে লেখেন, পশ্চিমবঙ্গে শুধু অপরাধীদের হাত থেকে নয়, শাসকদলের হাত থেকেও কোনও মহিলা নিরাপদ নন। তাঁর মত, মহুয়াকে কল্যাণের 'গোল্ডডিগার' বলে আখ্যা আসলে তৃণমূলের ধর্ষণ যোগ থেকে মানুষের মনোযোগ ঘোরানোর চাল। মহুয়া রবিবার রাত পর্যন্ত এব্যাপারে আর কোনও প্রতিক্রিয়া দেননি। তবে তৃণমূল নেতা দেবাংশু ভট্টাচার্য বলেন, 'যাঁরা নারী নিরাপত্তা নিয়ে বড় বড় কথা বলছেন, তাঁরা নিরাপত্তা ছাড়া উত্তরপ্রদেশের কোনও গ্রামে রাত ৮টার পরে গিয়ে দেখান। ওখানকার কোনও গ্রামে ১ কিলোমিটার হেঁটে দেখান।'

দলে কাজিয়া বেলাগাম হয়েছে কল্যাণ তৃণমূল ছাত্র পরিষদের রাজ্য সভাপতি তৃণাঙ্কুর ভট্টাচার্যকেও নিশানা করায়। কল্যাণের বক্তব্য, 'দায়িত্বহীন কয়েকজন নেতা হয়ে বসে আছে। যার জন্য মহিলাদের ওপর নির্যাতন ওপরের নেতারা জানতে পারেন না। আইন না থাকলে এদের ল্যাম্পপোস্টে বেঁধে গুলি করে মারা দরকার।' তাঁর মন্তব্য তৃণমূল অনুমোদন না করায় শনিবার মদন সমাজমাধ্যমে লিখেছিলেন, 'দোষীদের আড়াল করতে আমি কোনও কথা বলিনি। দলের উচ্চ নেতৃত্বের কাছে আমাকে ভুল না বোঝার অনুরোধ জানাই। আমার মন্তব্যের সঠিক ব্যাখ্যার জন্য আমি যে কোনও তদন্তের মুখোমুখি হতে প্রস্তুত।' তার পরেও রবিবার তাঁকে শোকজ করা হয়েছে।

কিশোরীকে ফেরাল পুলিশ

শামুকতলা, ২৯ জুন : শামুকতলা থানা এলাকায় ফের এক কিশোরী প্রেমের টানে ঘর ছেড়েছিল। তবে দু'দিনের মধ্যে তাকে পুলিশ উদ্ধার করেছে। ওই নাবালিকা শামুকতলা থানা এলাকার এক প্রত্যন্ত গ্রামের বাসিন্দা। বাবা পেশায় চাষি। গত বৃহস্পতিবার টিউশন পড়ার কথা বলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে ছিল সে। তারপর থেকে তার আর কোনও খোঁজ পাওয়া যাচ্ছিল না। এরপরেই শামুকতলা থানায় নিখোঁজ ডায়েরি করেন ওই কিশোরীর বাবা। কিশোরীর মোবাইল ফোনের সূত্র ধরে পুলিশ জানতে পারে যে সে শিলিগুড়িতে রয়েছে। এরপরেই শনিবার পুলিশ শিলিগুড়ি থেকে মেয়েটিকে উদ্ধার করেছে। তবে তার প্রেমিকের খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশ।

এনিয়ে ভাটিবাড়ি পুলিশ ফাঁড়ির ওসি দীপায়ন সরকার বলেন, 'আমরা মেয়েটিকে শনিবার বিকেলে শিলিগুড়ি থেকে উদ্ধার করে এনেছি।'

প্রতিযোগিতা

কামাখ্যাগুড়ি, ২৯ জুন : নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির কুমারগ্রাম জোনাল বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হল রবিবার কামাখ্যাগুড়ি হাইস্কুল প্রাঙ্গণে। এদিনের প্রতিযোগিতায় প্রথম এবং দ্বিতীয় স্থানাধিকারীরা ২৭ জুলাই জেলা স্তরের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করবে।

বিক্ষোভ

জটেশ্বর, ২৯ জুন : কসবার ল' কলেজে ছাত্রী ধর্ষণ কাণ্ডে মনোজিৎ মিশ্রের কঠোর শাস্তির দাবিতে পথে নামল বিজেপির ছাত্র সংগঠন এবিভিপি। রবিবার সংগঠনের জটেশ্বর অঞ্চল কমিটির উদ্যোগে জটেশ্বর চিলারায় মোড়ে বিক্ষোভ দেখান সদস্যরা।

পুরীতে মৃত তিন

প্রথম পাতার পর

সেই গাড়ির জন্য পথ তৈরি করে দিয়ে ভিড় সরানোর চেষ্টা হয়। তা করতে গিয়ে ভেঙে যায় ব্যারিকেড। পদপিষ্ট হওয়ার ঘটনা ঘটে তখনই।

মৃত বাসন্তী সাউয়ের স্বামী বলেন, 'গুণ্ডিচা মন্দিরের বাইরে প্রায় ৫০ হাজার ভক্ত জড়ো হয়েছিলেন। হঠাৎ বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়। অনেক পুলিশকর্মী পালিয়ে যান। ২০০-৩০০ জন পড়ে গিয়েছিলেন। আমরা পুলিশের কাছে সাহায্য চেয়েছিলাম। কেউ এগিয়ে আসেননি।' পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে রবিবারই পুরীতে পৌঁছান আইনমন্ত্রী পৃথ্বীরাজ হরিচন্দন।

গোটা ঘটনার জন্য ওডিশা সরকারের দিকে আঙুল তুলেছে বিরোধীরা। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী নবীন পট্টনায়েক এক্স পোস্টে লিখেছেন, 'রথযাত্রার সময় ভিড় ব্যবস্থাপনায় ভয়াবহ ব্যর্থতার মাত্র একদিন পর আজকের পদদলিত হওয়ার ঘটনা সরকারের স্পষ্ট অক্ষমতার উদাহরণ।'

কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধি পোস্টে লিখেছেন, 'মৃতদের পরিবারবর্গের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাচ্ছি। প্রার্থনা করি আহতরা যেন দ্রুত সুস্থ হয়ে ওঠেন।' ভিড় নিয়ন্ত্রণে রাজ্য সরকারের ব্যর্থতার দিকে ইঙ্গিত করেছেন রাহুলও। শুক্রবার নিয়ম মেনে মূল মন্দির থেকে জগন্নাথ, বলভদ্র ও সুভদ্রাকে নিয়ে গুণ্ডিচা মন্দিরের দিকে রওনা দিয়েছিল ৩টি রথ। কিন্তু ভক্তদের ভিড়ে সেদিন নন্দীঘোষ, তালধ্বজ এবং দর্পদলন নামের রথ ৩টি গুণ্ডিচা মন্দিরে পৌঁছোতেই পারেনি। শনিবার রথগুলি পৌঁছেছিল।

‘অস্ট্রেলিয়াকে ছিটকে দিয়ে জ্বালা জুড়োয়’

সূর্যের ক্যাচ ম্যাচের টার্নিং পয়েন্ট রোহিত

বিশ্বজয়ের বর্ষপূর্তিতে আবেগতাড়িত হার্দিক

মুম্বই, ২৯ জুন : টি২০ ফরম্যাটের পর টেস্ট। জোড়া ফরম্যাটকে বিদায় জানিয়ে আপাতত হাতে অখণ্ড সময়। সন্তান-পরিবারকে নিয়ে ছুটির মেজাজে। তার ফাঁকে টি২০ বিশ্বকাপ জয় নিয়ে স্মৃতির সরণিতে ভাসলেন রোহিত শর্মা। ফাইনালে বিরাট কোহলির ইনিংস, অক্ষর প্যাটেলের সঙ্গে যুগলবন্দির কথা তুলে ধরলেন।

বাদ নেই ১৯ নভেম্বর ওডিআই বিশ্বকাপ ফাইনালে স্বপ্নভঙ্গের রাতও। অস্ট্রেলিয়ার কাছে যে হারের জ্বালা জুড়িয়েছিলেন টি২০ বিশ্বকাপে ক্যাঙারুদের ছিটকে দিয়ে। রোহিত বলেছেন, ‘রাগ সবার মধ্যেই থাকে। প্রকাশ না করলেও মাথায় ঘোরে। ১৯ নভেম্বর (ফাইনাল) রাতটা খারাপ করে দিয়েছিল অস্ট্রেলিয়া। শুধু দল নয়, গোটা দেশের। পালটা উপহার দেওয়া জরুরি ছিল। টি২০ বিশ্বকাপে সেটাই হয়েছিল। তবে অজিদের ছিটকে দিলে মজা লাগবে, এসব কথা সাজঘরের মধ্যে হলেও মাঠে নামলে ফোকাস ক্রিকেটে। ব্যাটিং বা বোলিং করার সময় তা মাথায় থাকে না।’ অস্ট্রেলিয়াকে ছিটকে দেওয়ার পর উত্তেজক ফাইনালে দক্ষিণ আফ্রিকাকে হারিয়ে টি২০ বিশ্বকাপ জয়, ষোলোকলা পূরণ। হেনরিখ ক্লাসেন, ডেভিড মিলাররা একসময় চাপে ফেলে দিলেও ওডিআই বিশ্বকাপ

কৃতজ্ঞ বিরাটের কাছে, গেমচেঞ্জার অক্ষর

ফাইনালের পুনরাবৃত্তি হতে দেননি রোহিতরা। শেষ বল পর্যন্ত যে স্নায়ুযুদ্ধে দল লড়াইয়ের ইন্ধন জুগিয়েছিল বিরাট কোহলি (৫৯ বলে ৭৬ করেন)।

টি২০ বিশ্বকাপ জয়ের পর বিরাট কোহলি ও রোহিত শর্মা।

রোহিত বলেছেন, ‘শুরুতে তিন উইকেট পড়ার পর চিন্তায় ছিলাম। প্রবল অস্বস্তির মধ্যে ছিলাম। শেষপর্যন্ত বিরাটের দুর্দান্ত ইনিংস স্বস্তি আনে। অক্ষরের সঙ্গে দারুণ পার্টনারশিপ গড়ে তোলে। মিডল এবং লোয়ার অর্ডারের ওপর আস্থা ছিল। জানতাম প্রতিকূল পরিস্থিতি ওরা হতাশ করবে না।’ রোহিতের কথায়, খুব বেশি লোক অক্ষরের কথা বলে না। যদিও ওর ইনিংসটা ম্যাচের টার্নিং পয়েন্ট। কঠিন পরিস্থিতিতে ৩১ বলে ওর ৪৭ রান অমূল্য ছিল। শেষদিকে শিবম দুবে, হার্দিক পান্ডিয়া ভরসা জোগায় ব্যাট হাতে। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে গ্রুপ লিগে ম্যাচে মজার ঘটনা ঘটে। টস করতেই ভুলে গিয়েছিলেন ভারত অধিনায়ক। স্মৃতিচারণে রোহিত বলেছেন, ‘রবি শাস্ত্রীর প্রাণশক্তি (টসের সময় সঞ্চালক) দেখে টসের কয়েন আমার কাছে আছে ভুলে গিয়েছিলাম। দর্শকদের প্রবল উন্মাদনা তো ছিলই। আমার কাণ্ড দেখে বাবর আজমও হেসে ফেলে।’

মুম্বই, ২৯ জুন : দেখতে দেখতে এক বছর পার।

ঠিক আজকের দিনেই ওয়েস্ট ইন্ডিজের ব্রিজটাউনে দ্বিতীয় টি২০ বিশ্বকাপ জিতেছিল ভারতীয় দল। ২০০৭ সালের পর ২০২৪-এর ২৯ জুন। রুদ্ধশ্বাস ফাইনালে দক্ষিণ আফ্রিকাকে হারিয়ে ইতিহাস গড়েন রোহিত শর্মার ভারতীয় ব্রিগেড।

ভারতীয় ক্রিকেট ইতিহাসে যুক্ত হয় আরও একটা সোনালি রাত। স্মরণীয় যে সাফল্যের বর্ষপূর্তিতে এদিন আবেগতাড়িত রোহিত শর্মা, হার্দিক পান্ডিয়ারা। দুইজনেই ভাসলেন টি২০ বিশ্বকাপ জয়ের স্মৃতি রোমন্থনে। রোহিতের কথায় উঠে এল সূর্যকুমার যাদবের স্বপ্নের ক্যাচ, ঋষভ পন্থের ‘ফেক ইনজুরির’ স্ট্র্যাটেজি, রাহুল ভাইয়ের কথা।

রোহিতের কথায়, ম্যাচের টার্নিং পয়েন্ট সূর্যের ক্যাচ। ডেভিড মিলারের শটটা নিশ্চিত ছক্কা হবে ভেবেছিলেন। সবাইকে অবাক করে সূর্যের অবিশ্বাস্য ক্যাচ। ‘সূর্য লং অফে ছিল। অনেকটা দৌড়ে অবিশ্বাস্য ক্যাচ। ম্যাচের টার্নিং পয়েন্ট। সূর্যর পা বাউন্ডারি লাইন স্পর্শ করেছে কিনা, যখন দেখা হচ্ছে, সবার রক্তচাপ ঊর্ধ্বমুখী। আমি লংঅনে ছিলাম। মনে হচ্ছিল, ছয় হয়ে যাবে। কিন্তু অসম্ভব ক্যাচটাকে সম্ভব করে সূর্য।’

সূর্য নিজেও নিশ্চিত ছিলেন। রোহিতকে এসে বলেন, মনে হচ্ছে ঠিকঠাক ধরেছে। তবুও রোহিত নিশ্চিত হতে পারছিলেন না। এমনকি জুম ক্যামেরায় দেখা যায় ওর পা বাউন্ডারি লাইন স্পর্শ করেনি দেখার পরও! তৃতীয় আম্পায়ার আউটের সিদ্ধান্ত জায়েন্ট স্ক্রিনে দেখানোর পরই হাঁফছেড়ে বাঁচেন।

ঋষভের চোট-নাটক নিয়ে রোহিত বলেছেন, ‘দক্ষিণ আফ্রিকার তখন ৩০ বলে ৩০ দরকার। তখন ঋষভের বুদ্ধিদীপ্ত চাল। ম্যাচ দ্রুত গতিতে চলছিল। ব্যাটাররা ঠিক এটাই পছন্দ করে। ঋষভের কারণে যে গতিতে ব্রেক লাগে। হার্দিকের সঙ্গে পরের ওভার নিয়ে কথা বলছিলাম আমরা। দেখি ঋষভ ফিজিওকে ডাকছে। বুঝতে পারিনি ইচ্ছাকৃতভাবে এটা করছে। হাঁটুর চোট সারিয়ে ফিরেছে। সবসময় টেপও জড়ানো থাকে। হয়তো সেই কারণে। ওর চালটা আমাদের কাজে লাগে।’

দলগত প্রয়াস, সর্বতো প্রচেষ্টার ফল বিশ্বকাপ জয়। রোহিতদের সঙ্গে প্রথমবার বিশ্বকাপে স্বাদ পান হেডকোচ রাহুল দ্রাবিড়ও। ওডিআই বিশ্বকাপ ফাইনালে হারের পর সরে যেতে চেয়েছিলেন। রোহিতরা আটকান। টি২০ বিশ্বকাপ জয়ের পর দ্রাবিড় বলেওছিলেন, সেদিন রোহিতরা না আটকালে এই দিনটা দেখা হত না।

রোহিত বলেছেন, ‘ওডিআই বিশ্বকাপের পর রাহুলভাই সরে যেতে চেয়েছিলেন। আমরা বোঝাই, ৬ মাসের মধ্যে আরও একটা বিশ্বকাপ রয়েছে। ওডিআই বিশ্বকাপে ফাইনালে উঠেছে দল। আরও একটা সুযোগ দরকার। রাজি হয়েছিলেন। আমি নিশ্চিত, রাহুলভাই-ও এখন অনুভব করে, সেদিনের সিদ্ধান্ত ঠিক ছিল।’

হার্দিক পান্ডিয়ার জন্য ভেরি ভেরি স্পেশাল। বিশ্বকাপের ঠিক আগে আইপিএলে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের অধিনায়ক বদল নিয়ে সমর্থকদের বিদ্রুপের মুখে পড়েন। ব্যাটে-বলেও ব্যর্থ। সমালোচনা ঝেড়ে বিশ্বকাপে স্বমেজাজে। স্মৃতিচারণে হার্দিক বলেছেন, ‘এই দিনটা কখনও ভুলব না। আমরা কেউ ভুলব না। আমাদের সবার, গোটা দেশের জন্য বিশেষ দিন। শেষ ওভারের চ্যালেঞ্জের জন্য নিজেকে সবসময় প্রস্তুত রাখি। সেটা বোলিং হোক বা ব্যাটিং। আমি গর্বিত, সেদিন চ্যালেঞ্জে (বোলিং) উতরে গিয়েছিলাম।’

এশিয়া কাপ হতে পারে সেপ্টেম্বরে

নয়াদিল্লি, ২৯ জুন : সরকারি কোনও ঘোষণা হয়নি। দিনও চূড়ান্ত হয়নি। কিন্তু সব ঠিকমতো চললে আগামী সেপ্টেম্বর মাসে দুবাইয়ে এশিয়া কাপ হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। এশীয় ক্রিকেট সংস্থার একটি বিশেষ সূত্র মারফত আজ এই তথ্য জানা গিয়েছে। মনে করা হচ্ছে, ১০ সেপ্টেম্বর থেকে এশিয়া কাপ শুরু হতে পারে। শেষপর্যন্ত এশিয়া কাপ হলে সেটা হবে টি২০ ফরম্যাটে। যদিও পহলগাম কাণ্ডের পর ভারতীয় সেনার অপারেশন সিঁদুরের প্রভাবে দুই প্রতিবেশী ভারত ও পাকিস্তান দুবাইয়ের মাটিতেও পরস্পরের বিরুদ্ধে বাইশ গজের যুদ্ধে নামবে কি না, জানা নেই কারও। ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের তরফে আগেই স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে, যদি কোনও প্রতিযোগিতায় প্রতিপক্ষ হিসেবে পাকিস্তান থাকে, তাহলে সেখানে ভারতীয় ক্রিকেট দলকে হাজির হতে হলে কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমতির প্রয়োজন হবে। নরেন্দ্র মোদি সরকার দুবাইয়ে এশিয়া কাপে ভারতীয় দলকে খেলার অনুমতি দেয় কি না, সেটাই এখন দেখার। তবে এশিয়া কাপ নিয়ে জট কেটে সেপ্টেম্বরে দুবাইয়ে প্রতিযোগিতা আয়োজনের প্রচেষ্টা শুরু হয়ে গিয়েছে।

ফলো অন বাঁচাল জিম্বাবোয়ে

বুলাওয়াও, ২৯ জুন : শনিবারের ৪১৮/৯ স্কোরে প্রথম ইনিংস ঘোষণা করে দিয়েছিল জিম্বাবোয়ে। জবাব দিতে নেমে রবিবার শুরু থেকে নিয়মিত ব্যবধানে উইকেট হারিয়েও সিন উইলিয়ামসের শতরানে ঘরের মাঠে জিম্বাবোয়ে মুখরক্ষায় সক্ষম। ৬৭.৪ ওভারে তাদের প্রথম ইনিংস শেষ হয় ২৫১ রানে। উইলিয়ামসের অবদান ১৩৭। একমাত্র ক্রেগ আরভিন (৩৬) ছাড়া তাঁকে কেউ সহযোগিতা করতে পারেননি। তৃতীয় উইকেটের জুটিতে তাঁরা ৯১ রান যোগ করেন। উইয়ান মুল্ডার ৫০ রানে নিয়েছেন ৪ উইকেট। তিনটি করে উইকেট গিয়েছে কোডি ইউসুফ ও কেশব মহারাজের দখলে। দ্বিতীয় দিনের শেষে দক্ষিণ আফ্রিকা দ্বিতীয় ইনিংসে ১ উইকেটে ৪৯ রান তুলেছে।

অর্শদীপদের অনুশীলনে হঠাৎ হরপ্রীত

বুমরাহ নির্ভরতা কমাও, পরামর্শ আজহারের

বার্মিংহাম, ২৯ জুন : পরপর দু’দিন রুদ্ধদ্বার অনুশীলন। তারপরই আচমকা বিশ্রাম।

আর সেই বিশ্রামের মধ্যেই ২ জুলাই থেকে শুরু হতে চলা এজবাস্টন টেস্টের নয়া পরিকল্পনায় ডুবে ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট।

টিম ইন্ডিয়ার বিলেত সফরের শুরুটা ভালো হয়নি। হেডিংলের মাঠে প্রথম টেস্টে শুভমান গিলের ভারতের ‘অবাক’ হারের যন্ত্রণা ও ধাক্কা এখনও কাটেনি। তার মধ্যেই দ্বিতীয় টেস্টের দিন এগিয়ে আসছে। টিম ইন্ডিয়ার অন্দরে প্রস্তুতিও এখন চরমে। কিন্তু এখনও স্পষ্ট নয়, এজবাস্টন টেস্টে জসপ্রীত বুমরাহ খেলবেন কিনা। বুমরাহ না খেললে ভারতীয় বোলিং আক্রমণ এজবাস্টনের মাঠে অভিভাবকহীন হয়ে পড়তে পারে, এমন সম্ভাবনা ক্রমশ বাড়ছে। কারণ, হেডিংলের মাঠে প্রথম টেস্টেই দেখা গিয়েছে, মহম্মদ সিরাজ-প্রসিধ কৃষ্ণরা দলকে ভরসা দেওয়ার জন্য তৈরি নন। বুধবার থেকে শুরু হতে চলা বার্মিংহাম টেস্টে ভারতীয় বোলিংয়ের বেহাল দশার ছবিটা বদলাবে কিনা, তা নিয়ে রীতিমতো গবেষণা শুরু হয়েছে ক্রিকেট দুনিয়ায়।

প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক মহম্মদ আজহারউদ্দিন আজ এই আলোচনায়ও যোগ দিয়েছেন। সংবাদ সংস্থা পিটিআই-কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে আজহার শুভমানদের কাছে আবেদন করেছেন বুমরাহ নির্ভরতা কমানোর। দল হিসেবে টিম ইন্ডিয়া যদি এভাবে বুমরাহ নির্ভর হয়ে পড়ে, তাহলে ভারতীয় বোলিংয়ে বৈচিত্র্য নষ্ট হয়ে যাওয়ার পাশে দলের ভারসাম্যেরও ক্ষতি হবে, মনে করছেন আজহার। ভারতীয় দলের হয়ে ৪৭টি টেস্টে অধিনায়কত্ব করা আজহার আজ বলেছেন, ‘বর্তমান ভারতীয় দল বড্ড বেশি বুমরাহ নির্ভর। এত বেশি বুমরাহ নির্ভরতার প্রয়োজন নেই বলেই মনে হয় আমার।’ কেন এমনটা মনে হচ্ছে, ক্রিকেটীয় বিশ্লেষণে তার ব্যাখ্যাও দিয়েছেন আজহার। বলেছেন, ‘নিশ্চিতভাবেই বুমরাহ স্পেশাল বোলার। আধুনিক ক্রিকেটের সেরাও। কিন্তু সবসময় ওর উপর দল নির্ভর করলে ভারসাম্য নষ্ট হবে। একজন বোলার রোজ ৫-৬ উইকেট নিয়ে ম্যাচ জেতাবে, সেটা হয় না।’

বুমরাহ নির্ভরতা কমানোর পাশে টিম ইন্ডিয়ার বোলিং বৈচিত্র্য বাড়ানো ও আরও বেশি আগ্রাসনের লক্ষ্যে এজবাস্টন টেস্টে রিস্ট স্পিনার কুলদীপ যাদবকে খেলানোর কথাও বলেছেন আজহার। শেষ দুইদিনে ক্লোজ ডোর ভারতীয় দলের অনুশীলন থেকেও ইঙ্গিত মিলেছে, এজবাস্টনে

দুই স্পিনার খেলাতে পারে ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট। শেষপর্যন্ত যাই হোক না কেন, কুলদীপকে নিয়ে আজহারের ক্রিকেটীয় যুক্তি ভিন্ন। তাঁর কথায়, ‘আমি চাই বার্মিংহামে কুলদীপকে খেলানো হোক। হেডিংলে টেস্টে আমরা হেরেছি লোয়ার অর্ডার ব্যর্থতার পাশে বোলিং বৈচিত্র্যের অভাবের কারণেও। তাই কুলদীপের মতো আগ্রাসী বোলার খেললে ভারতীয় বোলিংয়ে বৈচিত্র্য বাড়বে, সঙ্গে আগ্রাসনটাও থাকবে। মনে রাখতে হবে, টেস্ট জিততে হলে ব্যাটারদের রান করার পাশে বোলিং নিখুঁত হওয়া খুব প্রয়োজন।’

> আমি চাই বার্মিংহামে কুলদীপকে খেলানো হোক। হেডিংলে টেস্টে আমরা হেরেছি লোয়ার অর্ডার ব্যর্থতার পাশে বোলিং বৈচিত্র্যের অভাবের কারণেও। তাই কুলদীপের মতো আগ্রাসী বোলার খেললে ভারতীয় বোলিংয়ে বৈচিত্র্য বাড়বে, সঙ্গে আগ্রাসনটাও থাকবে।
>
> **মহম্মদ আজহারউদ্দিন**

সময় দিতে হবে।’ ঠিক কতটা সময় পেলে শুভমান টিম ইন্ডিয়াকে নয়া দিশা দিতে পারবেন, সময় তার জবাব দেবে। তার আগে গতকাল ভারতীয় দলের অনুশীলনে আচমকাই হাজির হয়েছিলেন পাঞ্জাবের বাঁহাতি স্পিনার হরপ্রীত ব্রার। ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের তরফে প্রকাশিত একটি ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, অর্শদীপ-শুভমানদের সঙ্গে মাঠে আড্ডা দিচ্ছেন হরপ্রীত। জানা গিয়েছে, বার্মিংহামের কাছেই সুইন্ডন বলে একটি জায়গায় হরপ্রীতের স্ত্রী থাকেন। স্ত্রীর সঙ্গে সময় কাটানোর সঙ্গে বিলেতে হাজির হওয়ার পাশে বন্ধু অর্শদীপ-শুভমানদের সঙ্গেও সময় কাটালেন হরপ্রীত। চণ্ডীগড়ের জগজিৎ সিং সান্ধু নামের এক জোরে বোলারকেও সম্প্রতি দেখা গিয়েছে টিম ইন্ডিয়ার অনুশীলনে।

নয়া বিদেশি নিয়ে দোটানায় ক্লাবগুলি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৯ জুন : হল কী মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের?

প্রশ্নটা সম্ভবত আর শুধু সবুজ-মেরুন সমর্থকদের নয়, সারা দেশের ফুটবল জনতারই। গত কয়েক বছর ধরেই মরশুম শুরুর আগে দলগঠনে শুধু দেশি নয়, বিদেশি ফুটবলার নেওয়ার বিষয়েও বাকি সব দলের থেকে কয়েক যোজন এগিয়ে থাকছে মোহনবাগান। বিশেষ করে গত কয়েক মরশুম ধরেই এ লিগের নামীদামি ফুটবলার নিয়ে এসে চমক দিয়েছে সঞ্জীব গোয়েঙ্কার ম্যানেজমেন্ট। দিমিত্রিস পেত্রাতোস, জেসন কামিন্সই হোক কী জেমি ম্যাকলারেন। কিন্তু এবার ওই বাংলাদেশ লিগে খেলা ব্রাজিলীয় রবসন রবিনহোকে নেওয়ার পর থেকে একেবারেই চুপচাপ বাগান শিবির। টম অলড্রেডের চুক্তি বাড়িয়ে নেওয়ার কথা ঘোষণার পর থেকে নতুন ফুটবলার নেওয়ার আর কোনও খবর নেই। তবে একটা মজার জিনিষ এবার দেখা যাচ্ছে, এবার একই ফুটবলারের দিকে হাত বাড়াচ্ছে কলকাতার দুই প্রধান! সে ভারতীয় হোক কী বিদেশি। নুনো রিজেকে ছেড়ে দিয়েছে মোহনবাগান। এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগের কথা মাথায় রেখেই টম ও আলবার্তো রডরিগেজ ছাড়া আরও এক ভালো বিদেশি ডিফেন্ডার নেওয়ার ভাবনা আছে কোচ হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনার। তাই আর্জেন্টাইন ডিফেন্ডার কেভিন সিবিল্লের সঙ্গে নাকি কথাবার্তা অনেকটাই এগিয়ে ফেলেছেন সবুজ-মেরুন কর্তারা। খবরে প্রকাশ, এই ডিফেন্ডারকে নেওয়ার বিষয়ে আগ্রহী ইস্টবেঙ্গলও। এমনকি রবসনকেও ইস্টবেঙ্গল আগে নিতে চেয়েছিল। এর বাইরে ভারতীয় ফুটবলারদের মধ্যে মেহতাব সিং, টেকচাম অভিষেক সিং ও রাহুল ভেকেকে নিয়ে দড়ি টানাটানির কথা এখন আর গোপন নেই। যার জেরে ইস্টবেঙ্গলের হাতছাড়া হয়েছেন রাহুল। মেহতাবকে আবার মুম্বই সিটি এফসি রেখে দিতে বদ্ধপরিকর। যদিও কিছুদিন চুপচাপ থাকার পর নাকি মেহতাব ফের ঝুঁকেছেন মোহনবাগানের দিকে। অভিষেককে নিয়েও রয়েছে ধোঁয়াশা। তিনি বাগানে চলে গিয়েছেন শোনা গেলেও এখন খবর, অভিষেক এখনও চুক্তিতে সই করেননি। শুভাশিস বসুকে চাপে রাখতেই নাকি অভিষেককে নিতে মরিয়া বাগান ম্যানেজমেন্ট। আবার তাঁকে চায় এফসি গোয়াও।

রিয়াল মাদ্রিদে খেলা জেসুস ভালেজোকেও নাকি মোহনবাগান বাজিয়ে দেখেছিল। কারণ এই মুহূর্তে তিনি ফ্রি ফুটবলার। কিন্তু কোনও কারণে দলের তরফে এখন বলা হচ্ছে, বাস্তবে নাকি তাঁর সঙ্গে যোগাযোগই করা হয়নি। আসলে বিদেশি নেওয়ার ক্ষেত্রে কোনও দলই এই ডামাডোলের সময়ে আর বাড়তি উদ্যোগ নিচ্ছে না। কারণ আইএসএল যদি পিছিয়ে যায় তাহলে হাতে সময় থাকবে। সেক্ষেত্রে কম টাকায় ফ্রি ফুটবলার পাওয়া সম্ভব। তাই ভারতীয় ফুটবলারদের নিয়েই এখন টানাটানি তুঙ্গে। ইস্টবেঙ্গল যেমন আগ্রহ দেখিয়েছে মুম্বই সিটি এফসি-র ডিফেন্ডার ভালপুইয়াকে নিয়ে। এফসি গোয়াও আগ্রহী তাঁকে নিতে। কিন্তু মুম্বই সিটি এফসি ভালপুইয়াকে ছাড়তে নারাজ।

ভারতীয় ফুটবলারদের দলবদলের বাজারে হালচাল থাকলেও জুলাইয়ের শেষদিকের আগে বিদেশিদের বিষয় পরিষ্কার হওয়া মুশকিল। ফেডারেশনের নতুন সংবিধান দেখে এফএসডিএলের পরিবর্তী পদক্ষেপের পরই ক্লাবগুলি সম্ভবত সিদ্ধান্ত নেবে।

বর্ষসেরা হলেন সুনীল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৯ জুন : ফুটবল প্লেয়ার্স অ্যাসোসিয়েশনের বিচারে বর্ষসেরা ফুটবলার হয়েছেন সুনীল ছেত্রী। রবিবার শিলংয়ে এই পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানটি হয়।

বর্ষসেরা কোচের পুরস্কার পেয়েছেন জামশেদপুরের কোচ খালিদ জামিল। যুব ফুটবলারের খেতাব গিয়েছে এফসি গোয়ার ব্রাইসন ফার্নান্ডেজের ঝুলিতে। সেরা বিদেশি ফুটবলার হয়েছেন নর্থইস্ট ইউনাইটেড আলাদিন আজারাই। আই লিগের সেরা খেলোয়াড় নির্বাচিত করা হয়েছে ইস্টার কাশীর এডমুন্ড লালরিনডিকাকে। মহিলাদের বর্ষসেরা ফুটবলার নির্বাচিত হয়েছেন ওডিশা এফসি-র পিয়ারি জাকা। এছাড়াও বর্ষসেরা যুব ফুটবলারের খেতাব গিয়েছে ইস্টবেঙ্গলের নাওরেম প্রিয়াংকা দেবীর ঝুলিতে।

পাশাপাশি তৃণমূল স্তরেও সর্বোচ্চ পর্যায়ে বিশেষ অবদানের জন্য সম্মান জানানো হয়েছে প্রাক্তন ফুটবলার রেনেডি সিংকে। তেমনই বিশেষ সম্মান জানানো হয়েছে প্রাক্তন ফুটবলার ইউজেনসন লিংডোকে।

স্মৃতির শতরানের অনুপ্রেরণা সতীর্থরাই

নটিংহাম, ২৯ জুন : টি২০-তে প্রথম শতরান। না, শুধু শতরান বললে ভুল হবে। প্রথম ভারতীয় মহিলা ক্রিকেটার হিসাবে আন্তর্জাতিক মঞ্চে তিন ফরম্যাটেই শতরান করার কৃতিত্ব অর্জন করলেন স্মৃতি মান্ধানা। একইসঙ্গে দ্বিতীয় ভারতীয় হিসেবে মহিলাদের টি২০ আন্তর্জাতিকে সেঞ্চুরি করলেন।

হরমনপ্রীত কাউর বিশ্রামে। শনিবার ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে টি২০ সিরিজের প্রথম ম্যাচে ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দলের নেতৃত্বের আর্মব্যান্ড ছিল স্মৃতির হাতে। তাঁর অধিনায়কত্বে ৯৭ রানে জয় ছিনিয়ে নেয় ভারত। শুরুতে মান্ধানার ৬২ বলে ১১২ রানের ইনিংসই জয়ের ভিতটা শক্ত করে দেয়। সেই মঞ্চেই দাপট দেখান বোলাররা। একদিকে দলের জয়, সেইসঙ্গে নজির গড়ে শতরান। ম্যাচ শেষে স্মৃতি বলেছেন, ‘এই অনুভূতিটা একেবারে অন্যরকম। টি২০ ফরম্যাট আমার কাছে খুব একটা সহজ নয়। আসলে আমি বিগ হিটার নই। তাই এই ফর্ম্যাটে শতরান করা আমার জন্য কঠিন। টেস্ট অথবা একদিনের ম্যাচে শতরানটা যেমন আমার ব্যাটিংয়ের সঙ্গে মানানসই। অবশ্যই সেদিক থেকে এই ইনিংসটা স্পেশাল।’

টি২০-তে প্রথম শতরানের অনুপ্রেরণা স্মৃতির সতীর্থরাই। তিনি বলেছেন, ‘তিনদিন আগে রাধা যাদব আমাকে বলছিল, টি২০-তে সেঞ্চুরি করার এটাই আমার জন্য সেরা সময়। ৭০-৮০ রানে আউট হচ্ছি। এই নিয়ে মেয়েদের থেকে বকাও শুনতে হয় মাঝেমধ্যে।’ স্মৃতি জবাবে সেদিন রাধাকে বলেছিলেন, ‘ইংল্যান্ড সিরিজের একটা ম্যাচে সেঞ্চুরি করার চেষ্টা করব।’ যেমন বলা তেমনই কাজ। তবে সেই কাঙ্ক্ষিত শতরানটা যে প্রথম ম্যাচেই আসবে তা কল্পনা করেননি স্মৃতি।

আবহাওয়ার কারণে ম্যাচ স্থগিত দুই ঘণ্টা

বেনফিকাকে হারিয়ে শেষ আটে চেলসি

অতিরিক্ত সময় চেলসিকে এগিয়ে দিয়ে উচ্ছ্বাস ক্রিস্টোফার এনকুনকুর। শার্লটে শনিবার রাতে।

ওয়াশিংটন, ২৯ জুন : ৯০ মিনিটের খেলা। কিন্তু শেষ হতে সময় লাগল প্রায় পাঁচ ঘণ্টা।

এমনটাই ঘটেছে ক্লাব বিশ্বকাপের নকআউট পর্বে চেলসি বনাম বেনফিকা ম্যাচে। এত সময় লাগার কারণ, প্রতিকূল আবহাওয়া। যে কারণে ম্যাচ দুই ঘণ্টা বন্ধ ছিল। এর আগেও ছয়টি ম্যাচ আবহাওয়া জনিত কারণে স্থগিত করা হয়েছিল।

এই ম্যাচে অবশ্য চেলসি ৪-১ গোলে বিধ্বস্ত করেছে বেনফিকাকে। ৬৪ মিনিটেই রিস জেমসের গোলে এগিয়ে যায় চেলসি। ৮৫ মিনিটে ম্যাচ খারাপ আবহাওয়ার জন্য সাময়িকভাবে বন্ধ করা হয়। সেই সময় খেলোয়াড়, কোচিং স্টাফ সহ সকলকে স্টেডিয়ামের ভিতরে নিয়ে যাওয়া হয়।

ফের দুই ঘণ্টা পরে ম্যাচ শুরু হয়। সংযোজিত সময়ে বেনফিকাকে পেনাল্টি থেকে সমতায় ফেরান আর্জেন্টাইন তারকা অ্যাঞ্জেল ডি মারিয়া। কিন্তু তার কয়েক মিনিট আগেই জিয়ানলুকা প্রেস্তিয়ান্নি লাল কার্ড দেখায় বাকি সময় দশজনে খেলতে হয় পর্তুগিজ ক্লাবটিকে। সেই সুযোগের পুরো ফায়দা তোলে চেলসি। অতিরিক্ত সময়ে ব্লুজের হয়ে গোল করেন ক্রিস্টোফার এনকুনকু, পেদ্রো নেটো ও কিয়েরনান ডেউসবেরি-হল।

ম্যাচ জিতলেও ম্যাচ স্থগিত থাকা নিয়ে একদমই খুশি নন চেলসি কোচ এনজো মারেস্কা। বলেছেন, ‘এটা এক ধরনের রসিকতা। এইভাবে নিরাপত্তার কারণে যদি প্রতিযোগিতায় সাত-আটটি ম্যাচ স্থগিত করা হয়, তাহলে বলতে হবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রতিযোগিতা আয়োজনের জন্য সঠিক জায়গা নয়। বিশ্বকাপ বা ইউরোপের কোনও প্রতিযোগিতায় সম্ভবত একটিও ম্যাচ এইভাবে স্থগিত হয় না। ম্যাচ স্থগিত হওয়ার সময়, আমরা এগিয়ে ছিলাম। ফের যখন ম্যাচ শুরু হল, তখন পরিস্থিতি সম্পূর্ণ বদলে গিয়েছিল।’ শুধু ম্যাচ স্থগিত হওয়া নয়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রবল গরমও দলগুলির কাছে বিরক্তির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। যে কারণে আগামী বছর বিশ্বকাপের আয়োজন নিয়েও বড় প্রশ্নের মুখে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

শুভেচ্ছা

জন্মদিন

☺ **রুশিকা** : আদরের টুকটুক : শুভ জন্মদিন! ঈশ্বর তোমার সকল ইচ্ছে পূরণ করুক। আনন্দ আর সুখ তোমার জীবনের প্রতিটি অধ্যায়ে থাকুক। আশীর্বাদান্তে- দাদাই, ঠাম্মি ও সমগ্র দাস পরিবার। ভারতনগর, শিলিগুড়ি।

দ্বিতীয় ম্যাচেও সহজ জয় মনীষা-অঞ্জুদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৯ জুন : এএফসি এশিয়ান কাপ যোগ্যতা অর্জন পর্বে জিতেই চলেছে মহিলা দল। সন্দেশ ঝিংগানরা কি আদৌ ২০২৭ সালের এশিয়ান কাপে যোগ্যতা অর্জন করতে পারবেন? নানা মহলে নানা প্রশ্ন ও একাধিক বিতর্ক এখন এদেশের পুরুষ ফুটবল দল নিয়ে। মহিলা দল কিন্তু এরইমধ্যে ২০২৬ এশিয়ান কাপের যোগ্যতা অর্জন পর্বের গ্রুপ পর্যায়ে নিজেদের দ্বিতীয় জয় তুলে নিল। মঙ্গোলিয়াকে ১৩ গোলে হারানোর পর দ্বিতীয় ম্যাচে এদিন টিমোর লেস্তের বিরুদ্ধে ০-৪ গোলে জয় তুলে নিলেন ক্রিসপিন ছেত্রীর ছাত্রীরা। চিয়াং মাইয়ের ৭০০ অ্যানিভাসারি স্টেডিয়ামে এদিন জোড়া গোল করেন মনীষা কল্যাণ (১২ ও ৮০ মিনিট)। বাকি দুইটি গোল অঞ্জু তামাং (৫৮) ও লিন্ডা সের্তো কমের (৮৬)। শুরু থেকেই দাপট ছিল ভারতের মেয়েদের। যা তাঁরা শেষ মিনিট পর্যন্ত ধরে রাখতে সক্ষম হন। দুই ম্যাচে ৬ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপে আপাতত এক নম্বরে ভারত। এই গ্রুপে আরও আছে ইরাক ও থাইল্যান্ড। তবে দুই ম্যাচে ক্লিনশিট রেখে এইমুহূর্তে আত্মবিশ্বাসের তুঙ্গে ভারতীয় দল। দুই ম্যাচে ক্রিসপিন ছেত্রীর দল করেছে মোট ১৭ গোল।

ভবানীপুরের নতুন অ্যাকাডেমি

কলকাতা, ২৯ জুন : ভবানীপুর এফসি-র নতুন অ্যাকাডেমির পথচলা শুরু।

বাংলা তথা ভারতীয় ফুটবলের উন্নতিতে গত কয়েকবছর ধরে কাজ করছে শতবর্ষ পেরিয়ে যাওয়া ভবানীপুর ক্লাব। লা লিগার সঙ্গে গাঁটছড়া বেধে একটি অ্যাকাডেমি চালায় তারা। এবার শতবর্ষে পা রাখা দক্ষিণেশ্বর ইয়ং মেনস অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে হাত ধরাধরি করে আত্মপ্রকাশ করল ভবানীপুর ক্লাবের আরও একটি অ্যাকাডেমি।

উত্তর চব্বিশ পরগণার ক্লাবটির মাঠ এতদিন অনুশীলনের জন্য ব্যবহার করত ভবানীপুর। প্রশাসনের সহযোগিতায় ও দুই ক্লাবের উদ্যোগে মাঠটি নতুন করে সেজে উঠেছে। রবিবার ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসের হাতে তার উদ্বোধন হল। সেইসঙ্গে ওই মাঠেই আত্মপ্রকাশ করল ভবানীপুর স্পোর্টস অ্যান্ড ইয়ুথ ফাউন্ডেশন অ্যাকাডেমি। মাঠ পার্শ্ববর্তী প্যাভিলিয়নের নামকরণ হল স্বপনসাধন বসুর নামে। ক্রীড়ামন্ত্রী ছাড়াও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় বিধায়ক মদন মিত্র, উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলা ক্রীড়া সংস্থার সচিব নবাব ভট্টাচার্য, ভবানীপুর ক্লাবের সচিব সৃঞ্জয় বসু সহ দুই ক্লাবের কর্তারা। আপাতত দুই পক্ষের মধ্যে ৫ বছরের চুক্তি হয়েছে। তবে তার মেয়াদ আরও বাড়বে বলে আশাবাদী দুই ক্লাবের কর্তারাই।

মোদি স্টেডিয়ামে টেস্ট ফাইনাল চান শাস্ত্রী

‘গিলকে তিন বছর সময় দেওয়া উচিত’

মুম্বই, ২৯ জুন : ভারতের মাটিতে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনাল আয়োজনের দাবি ফের উসকে দিলেন রবি শাস্ত্রী। প্রাক্তন হেডকোচের মতে, যেভাবে ফাইনালের জন্য ইংল্যান্ডকে বেছে নেওয়া হচ্ছে, তা ঠিক নয়। ভারত, অস্ট্রেলিয়াতে একাধিক ভালো, উপযুক্ত স্টেডিয়াম রয়েছে। শাস্ত্রী চান মেলবোর্নের পাশাপাশি টেস্টের খেতাবি যুদ্ধের জন্য অগ্রাধিকার দেওয়া হোক বিশ্বের বৃহত্তম নরেন্দ্র মোদি ক্রিকেট স্টেডিয়ামকে।

> চলতি সিরিজের ফলাফল যাই হোক না কেন, শুভমানের ওপর আস্থা হারালে চলবে না। ধৈর্য ধরতে হবে। ছাঁটাই নয়, অন্তত বছর তিনেক দেওয়া উচিত। আমি নিশ্চিত সময় পেলে ও ঠিক দলকে প্রত্যাশিত সাফল্য এনে দিতে সক্ষম হবে।
>
> **রবি শাস্ত্রী**

প্রথম তিনটি ফাইনাল অনুষ্ঠিত হয়েছে ইংল্যান্ডে। পরবর্তী তিনটি ফাইনাল আয়োজনেও আগ্রহী ইংল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ড। ইতিমধ্যে আইসিসি-র সঙ্গে কথাবার্তা চূড়ান্ত করে ফেলেছে বলে খবর। ফলে আগামী কয়েক বছরের মধ্যে টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনাল হওয়ার সম্ভাবনা কার্যত নেই ভারতে।

যদিও শাস্ত্রী নিজের অবস্থানেই অটুট। উইজডেনকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বলেছেন, ‘প্রথম তিন বছর ইংল্যান্ডের মাটিতে হয়েছে। লর্ডস নিঃসন্দেহে দুর্দান্ত স্টেডিয়াম। অবশ্যই ফাইনালের মতো মেগা ম্যাচ ওদের প্রাপ্য। তবে এবার উচিত ফাইনালের মঞ্চ বদলানো। অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্ন ক্রিকেট স্টেডিয়াম আদর্শ। আহমেদাবাদও দুর্দান্ত মঞ্চ হতে পারে টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালের জন্য।’

রবি শাস্ত্রীর যুক্তি, মেলবোর্ন ও নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে দর্শক আসন অনেক বেশি। লক্ষাধিক মানুষ বসে খেলা দেখতে পারবেন এই দুই স্টেডিয়ামে। লর্ডসের ক্যাপাসিটি সেখানে কম। আর যে দেশ ফাইনালে উঠুক, ফাইনাল ঘিরে দর্শকদের ঊর্ধ্বমুখী আগ্রহ থাকবে। তাই মেগা ইভেন্টে বেশি সংখ্যক দর্শক যাতে মাঠে বসে খেলা দেখতে পারে, তা নিশ্চিত করার বিষয়টিকে গুরুত্ব দেওয়া উচিত আইসিসির।

পাশাপাশি ভারতীয় দলের নতুন অধিনায়ক শুভমান গিলের ওপর আস্থার সুরও শোনা গেল শাস্ত্রীর গলায়। যুক্তি, ক্রমশ পরিণত হয়ে উঠছে শুভমান। ইংল্যান্ডে পা রাখার পর খুব ভালোভাবে সংবাদমাধ্যমকে সামলেছে।

সাংবাদিক সম্মেলনে যেভাবে নিজের বক্তব্য তুলে ধরেছে, টসের সময়ও ওর কথাবার্তায় পরিণতবোধের ছোঁয়া। ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড, নির্বাচক কমিটির প্রতি শাস্ত্রীর পরামর্শ-চোখ বন্ধ করে বছর তিনেক সময় দেওয়া হোক শুভমানকে। তাহলে ঠিক সাফল্য এনে দেবে। ‘চলতি সিরিজের ফলাফল যাই হোক না কেন, শুভমানের ওপর আস্থা হারালে চলবে না। ধৈর্য ধরতে হবে। ছাঁটাই নয়, অন্তত বছর তিনেক দেওয়া উচিত। আমি নিশ্চিত সময় পেলে ও ঠিক দলকে প্রত্যাশিত সাফল্য এনে দিতে সক্ষম হবে।’

ঋষভের ডিগবাজি শরীরের জন্য ঝুঁকির

নয়াদিল্লি, ২৯ জুন : হেডিংলে টেস্টে ভারতের হারের মাঝেও চর্চায় ঋষভ পন্থ।

দুই ইনিংসে শতরানে একাধিক নজির গড়েছেন। তারসঙ্গে সেঞ্চুরি সেলিব্রেশনে সামারসল্ট। প্রথম ইনিংসে ঋষভের যে ডিগবাজিতে মজেছিলেন ক্রিকেটপ্রেমীরা। দ্বিতীয় ইনিংসে শতরানের পর অবশ্য নিজেকে সংযত করেন।

চিকিৎসকরা চান, সংযমটা বরাবরের জন্য দেখাক ঋষভ। সড়ক দুর্ঘটনার পর হাঁটুতে বড়সড়ো অস্ত্রোপচার হয়েছে। গোটা শরীরে একাধিক জায়গায় আঘাতের চিহ্ন। এহেন পরিস্থিতিতে সামারসল্ট ঋষভের হাঁটুর জন্য ঝুঁকির হয়ে যাবে। ভারতীয় উইকেটকিপার-ব্যাটারের উচিত, ডিগবাজি থেকে বিরত থাকা।

মা ও বোনের সঙ্গে বার্মিংহামে ঘুরতে বেরিয়েছেন ঋষভ পন্থ। রবিবার।

সাবধান করছেন চিকিৎসকরা

গাড়ি দুর্ঘটনার পর ঋষভকে মাঠে ফেরানোর অন্যতম কারিগর চিকিৎসক দীনেশ পারদিওয়াল এই নিয়ে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন। তাঁর কথায়, এই ধরনের ডিগবাজি খেয়ে সেলিব্রেশনের কোনও প্রয়োজন নেই। মারাত্মক দুর্ঘটনা থেকে ঋষভের বেঁচে ফেরাটাই আশ্চর্যের। তাই শরীর নিয়ে আরও বেশি করে সতর্ক থাকা উচিত।

চর্চায় থাকা ঋষভের ডিগবাজি সেলিব্রেশন নিয়ে চিকিৎসক পারদিওয়াল বলেছেন, ‘ঋষভ ছোট থেকে জিমনাস্টিক করে। ওর পক্ষে তাই ডিগবাজি খাওয়া কঠিন নয়। সেলিব্রেশনে সেটাই করে। নিখুঁতভাবে ডিগবাজিও খাচ্ছে। কিন্তু এটা ওর শরীরের জন্য অপ্রয়োজনীয়। দরকার নেই। ঋষভকে বুঝতে হবে মারাত্মক সড়ক দুর্ঘটনার পর ওর বেঁচে ফেরাটাই আশ্চর্যের।’ চিকিৎসক পারদিওয়ালের মতে, দুর্ঘটনার পর গাড়িতে আগুন ধরে গিয়েছিল। সঙ্গে গোটা শরীরে মারাত্মক আঘাত। এখান থেকে খুব কম মানুষ বেঁচে ফেরে। মানছেন, ওই ঘটনার পর ঋষভের জীবন দর্শন বদলেছে। মৃত্যুকে খুব কাছ থেকে দেখেছে। এটাই প্রত্যাশিত। কিন্তু ফের চোট মানে সমস্যা বাড়বে, যা মাথায় রাখতে হবে ঋষভকে। ডিগবাজি খেয়ে সেলিব্রেশন না করাই নিরাপদ।

> ঋষভ ছোট থেকে জিমনাস্টিক করে। ওর পক্ষে তাই ডিগবাজি খাওয়া কঠিন নয়। সেলিব্রেশনে সেটাই করে। নিখুঁতভাবে ডিগবাজিও খাচ্ছে। কিন্তু এটা ওর শরীরের জন্য অপ্রয়োজনীয়। দরকার নেই। ঋষভকে বুঝতে হবে মারাত্মক সড়ক দুর্ঘটনার পর ওর বেঁচে ফেরাটাই আশ্চর্যের।
>
> **দীনেশ পারদিওয়াল**
> *চিকিৎসক*

২০২২ সালের ৩০ ডিসেম্বর রুরকির বাড়িতে ফেরার পথে গাড়ি দুর্ঘটনা ঘটে। ভোরের দিকে রাস্তায় গাড়ি উলটে গিয়ে আগুন ধরে যায়। স্থানীয় দুই তরুণ উদ্ধার করার পর প্রথমে দেরাদুন হাসপাতাল, পরে এয়ারলিফট করে মুম্বইয়ে এনে চিকিৎসা চলে পারদিওয়ালের অধীনে। ভারতীয় দলের প্রাক্তন স্ট্রেংথ অ্যান্ড কন্ডিশনিং কোচ সোহম দেশাই আবার ঋষভের অন্য একটা দিক তুলে ধরেছেন। জানান, চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির দল থেকে বাদের পর ভেঙে পড়ার বদলে কীভাবে নিজেকে প্রস্তুত করেছিলেন, ঘাম ঝরিয়েছিলেন। ছাঁটাই হওয়ার জন্য নিজেই নিজেকে শাস্তি দিয়েছিলেন। সোহম বলেছেন, ‘প্র্যাকটিসে ওর তাগিদটা দেখেছিলাম। যখনই ফ্রি হত, আমাকে টেনে নিয়ে যেত জিমে। ক্লান্তিকে পাত্তা দেয়নি। বলত, বাড়তি পরিশ্রম দরকার।’

ইংল্যান্ডকে চিন্তায় রেখেছিলেন বুমরাহ : জেমি

বার্মিংহাম, ২৯ জুন : ৮১তম ওভার শেষে ৩৫৫/৫।

টার্গেট ৩৭১। জিততে আর মাত্র ১৬ রান প্রয়োজন। হাল ছেড়ে দেওয়া অবস্থা ভারতীয় দলের। গ্যালারিতে ততক্ষণে সমর্থক বার্মি আর্মির উৎসব শুরু। অথচ, তখনও নিশ্চিত হতে পারছিল না ইংল্যান্ড শিবির। সৌজন্যে জসপ্রীত বুমরাহ!

বুমরাহকে নিয়ে সেই কথাই শোনালেন ইংল্যান্ডের উইকেটকিপার জেমি স্মিথ। হেডিংলেতে জিতে ১-০ এগিয়ে বেন স্টোকস ব্রিগেড। ২ জুলাই বার্মিংহামে দ্বিতীয় টেস্ট। টার্গেট ২-০ এগিয়ে যাওয়া। তার আগে এদিন বুমরাহ-আতঙ্ক নিয়ে অকপট স্মিথ।

জেমি বলেছেন, ‘ওইসময় খুব বেশি রান দরকার ছিল না। কিন্তু আমরা নতুন বলে বুমরাহর মুখোমুখি এড়াতে চাইছিলাম। ও আক্রমণে আসার আগে চাইছিলাম ব্যবধান মুছে ফেলতে (রবীন্দ্র জাদেজাকে টার্গেট করেন তাই)। ক্রিকেটে কখন কী ঘটে বলা মুশকিল। দলের লোয়ার অর্ডারে ভরসা থাকলেও দুই বলে ম্যাচের রং বদলে যেতে পারে। তাই নতুন বলে বুমরাহ আসার আগে কাজ সেরে নেওয়া লক্ষ্য ছিল।’

যদিও ঘটনা হল, দ্বিতীয় নতুন বল নেওয়ার পর বুমরাহকে আক্রমণে আনেননি শুভমান গিল! তবে উলটো দিকে বুমরাহ থাকায় আত্মতুষ্টিতে ভুগতে রাজি ছিল না ব্রেন্ডন ম্যাককুলামের দল। জেমির কথায়, নতুন বল সবসময় গুরুত্বপূর্ণ। দুই-একটা উইকেট যেমন ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দিতে পারে, তেমনই রানের গতিও বাড়ার সম্ভাবনা থাকে। হিসেব কষে তাঁরা এগোনোর চেষ্টা করেছেন। পুরোনো বলে তাই শেষদিকে জাদেজার বিরুদ্ধে বিগহিটের সিদ্ধান্ত।

ইংল্যান্ড জিতলেও ১০ উইকেটের জন্য দিনভর ভারতীয় বোলারদের প্রচেষ্টার প্রশংসা স্মিথের মুখে। একইসঙ্গে জানিয়ে দেন ড্র নয়, যে কোনও পরিস্থিতিতে জিততে হবে, ইতিবাচক মানসিকতা নিয়ে নামেন। গত তিন বছর ধরে টার্গেট বড় রান তাড়া করে জেতা। সেই কাজে হেডিংলেতে দ্রুতগতির আউটফিল্ড সাহায্য করেছে। পঞ্চম দিনের নিরিখে পিচও অনেকটাই ব্যাটিং সহায়ক ছিল।

জেমি বলেছেন, ‘উইকেট ঠিকঠাক ছিল। উলটোপালটা আচরণ করেনি। নিজেদের যতটা সম্ভব স্বাভাবিক রেখে তাই সহজাত ব্যাটিংয়ে নজর দিয়েছিলেন। রানতাড়া বাড়তি কিছু করতে হয়নি। তবে প্রতিদিন ৩৭০ রান তাড়া করে জেতার মতো ঘটনা ঘটে না। ভারতীয় বোলাররা দশ উইকেটের জন্য মরিয়া প্রয়াস চালিয়েছে। গোটা ম্যাচেই দারুণ খেলেছে ওরা।’

হ্যাটট্রিক লক্ষ্য আলকারাজের

লন্ডন, ২৯ জুন : বিয়ন বর্গ, পিট সাম্প্রাস, রজার ফেডেরার ও নোভাক জকোভিচ। এই চার টেনিস তারকার মধ্যে মিল কোথায় বলুন তো? প্রত্যেকেই টানা তিনবার উইম্বলডন জিতেছেন। ১৩ জুলাই এই তালিকায় নাম উঠতে পারে টেনিসের নতুন পোস্টারবয় কার্লোস আলকারাজ গার্ফিয়ারও। গত দুই বছর টেনিসের কুলীনতম গ্র্যান্ড স্ল্যামে ট্রফি ছুঁয়ে দেখেছেন। উইম্বলডনে খেতাবের হ্যাটট্রিকের লক্ষ্যে বিশ্বের দুই নম্বর আলকারাজ সোমবার ফ্যাবিও ফগনিনির বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করবেন।

মুখে স্বীকার না করলেও টানা তিনবার উইম্বলডন জয়ের স্বপ্ন দেখছেন আলকারাজ নিজেও। রবিবার সেন্টার কোর্টে প্র্যাকটিসের ফাঁকে স্প্যানিশ তারকা বলেছেন, ‘আমি এখানে ট্রফি জিততে এসেছি। টানা তৃতীয়বার উইম্বলডন খেতাব হাতে নিতে চাই। জানি বেশ কিছু খেলোয়াড় টানা তিনবার উইম্বলডন জিতেছে। কিন্তু সত্যি বলতে, আমি সেটা নিয়ে খুব একটা ভাবছি না। আমি শুধু প্রতিটা ম্যাচের জন্য তৈরি থাকতে চাই। আগামী দুই সপ্তাহ অত্যন্ত চ্যালেঞ্জিং ও লম্বা হতে চলেছে।’

উইম্বলডনের প্রস্তুতিতে কার্লোস আলকারাজ গার্ফিয়া। রবিবার।

চোটের জন্য মাদ্রিদ ওপেন মিস করার পর ফরাসি ওপেন ও লন্ডনে কুইন্স ক্লাব চ্যাম্পিয়নশিপ জিতে উইম্বলডনে নামছেন আলকারাজ। দিন দুয়েক আগে সার্বিয়ান তারকা নোভাক জকোভিচের সঙ্গে অনুশীলনও করেছেন তিনি। আলকারাজের কথায়, ‘ঘাসের কোর্টে শুরুতে মুভমেন্টে একটু জড়তা থাকে। তবে একবার অভ্যাস গেলে আপনি কোর্টে উড়তে থাকবেন। আমি ড্রপ শট, নেট প্লে, আগ্রাসী টেনিস ভালোবাসি। যার জন্য ঘাসের কোর্টে খেলতে ভালোলাগে। আমার মনে হয়, ঘাসের কোর্টে এটাই টেনিস খেলার সেরা উপায়।’

আলকারাজের সঙ্গে প্র্যাকটিস প্রসঙ্গে নোভাক বলেছেন, ‘এটি পৃথিবীর সবচেয়ে ঐতিহ্যশালী টেনিস কোর্ট। সবুজ ঘাসে মোড়া কোর্টটিকে দেখতে অসাধারণ লাগছে। এখানে খেলার সুযোগ পেয়ে আমরা সত্যি ভাগ্যবান। আমি আরও সৌভাগ্যবান, কারণ আলকারাজ তাঁর প্র্যাকটিস পার্টনার হিসেবে আমাকে বেছে নিয়েছে। ও ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন।’ জকোভিচের পালটা প্রশংসা করে আলকারাজ বলেছেন, ‘জকোভিচ নয়, আমি সৌভাগ্যবান। কারণ ও কিন্তু সাতবারের উইম্বলডন চ্যাম্পিয়ন। ওর সঙ্গে অনুশীলন করাটা আমার কাছে বড় প্রাপ্তি।’

এদিকে, ফরাসি ওপেনে আলকারাজ-জানিক সিনারের মহাকাব্যিক ফাইনাল প্রথমে দেখতে চাননি জকোভিচ। তিনি বলেছেন, ‘আমি সত্যি ম্যাচটা প্রথমে দেখতে চাইনি। আমার স্ত্রী অবশ্য ফাইনালটা দেখতে চেয়েছিল। ওইদিন আমরা দুপুরে লাঞ্চে গিয়েছিলাম। তাই খেলার প্রথমভাগটা দেখা হয়নি। পরে লাঞ্চ থেকে ফিরে এসে বাকি খেলাটা দেখেছি। তবে এটা আমার দেখা অন্যতম সেরা ঐতিহাসিক ম্যাচ। এজন্য দুই তারকাকেই কৃতিত্ব দিতে হবে।’

ম্যাচের সেরার ট্রফি নিচ্ছেন রবীন দাস। ছবি : প্রতাপ ঝা

জিতল ইয়ং স্টার এফসি

জামালদহ, ২৯ জুন : জামালদহ স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশনে প্রদীপকুমার ঘোষ, তপনকুমার মিত্র ও নগেন্দ্রনাথ সরকার ট্রফি ফুটবলে রবিবার ইয়ং স্টার এফসি ২-১ গোলে মাথাভাঙ্গা জুনিয়ার একাদশকে হারিয়েছে। ইয়ং স্টারের হয়ে মৃন্ময় বর্মন ও বিক্রম কার্জি গোল করেন। মাথাভাঙ্গার গোলটি সফিউল হোসেনের। ম্যাচের সেরা রবীন দাস। সোমবার খেলবে শিকারপুর অগ্রদূত ক্লাব ও অশোকবাড়ি সংগ্রামী সংঘ।

ট্রফি নিচ্ছে কুনোর কালীচরণ উচ্চবিদ্যালয়। ছবি : অনির্বাণ চক্রবর্তী

সেরা কুনোর কালীচরণ বিদ্যালয়

কালিয়াগঞ্জ, ২৯ জুন : কালিয়াগঞ্জ থানার একদিনের ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হল কুনোর কালীচরণ উচ্চবিদ্যালয়। রবিবার পার্বতী সুন্দরী উচ্চবিদ্যালয়ের মাঠে ফাইনালে তারা টাইব্রেকারে ৪-৩ গোলে ফতেপুর সিডি হাইস্কুলকে হারিয়েছে।

জয়ী পুলিশ

কোচবিহার, ২৯ জুন : কোচবিহার জেলা ক্রীড়া সংস্থার মরু ঘোষ ও হরেন্দ্রচন্দ্র রক্ষিত ট্রফি ফুটবল লিগে রবিবার কোতোয়ালি পুলিশ রিক্রিয়েশন ক্লাব ২-০ গোলে প্রভাতি ক্লাবকে হারিয়েছে। কোচবিহার স্টেডিয়ামে রফিক হোসেন ও অবিনাশ ছেত্রী গোল করেন। পুলিশের বিশাল ছেত্রী লাল কার্ড দেখেন।

সুকুমারের হ্যাটট্রিক

তুফানগঞ্জ, ২৯ জুন : মহকুমা ক্রীড়া সংস্থার ফুটবল লিগে রবিবার বাশরাজা জুনিয়ার একাদশ ৫-০ গোলে মর্নিং স্পোর্টস রিক্রিয়েশন ক্লাবকে হারিয়েছে। সংস্থার মাঠে হ্যাটট্রিক করেন ম্যাচের সেরা সুকুমার বর্মন। বাকি দুইটি সঞ্জীব বর্মন ও সুমন বর্মনের। সোমবার খেলবে ধলপল স্বামীজি স্পোর্টিং ক্লাব ও বলরামপুর একাদশ।

চ্যাম্পিয়ন ধানুস এফসি

কামাখ্যাগুড়ি, ২৯ জুন : কামাখ্যাগুড়ি হাইস্কুল প্লে গ্রাউন্ড ফুটবল কমিটির ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হল ধানুস এফসি খোয়ারডাঙ্গা। রবিবার ফাইনালে তারা ২-০ গোলে বাদলি জালি জোজো এফসি-কে হারিয়েছে। ফাইনালের সেরা নবজিৎ নার্জিনারি। প্রতিযোগিতার সেরা বিলিয়াম মুর্মু। সেরা গোলকিপার আমিরণ মোচারি।

প্রথম একাদশে হয়তো উত্তরের তিন ফুটবলার

কলকাতা লিগে আজ অভিযান শুরু বাগানের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৯ জুন : সতর্ক কিন্তু আত্মবিশ্বাসী। কলকাতা লিগ অভিযান শুরুর আগে এমনই মনোভাব মোহনবাগানের।

সোমবার থেকে কলকাতা লিগ অভিযান শুরু করছে মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট। প্রতিপক্ষ পুলিশ অ্যাথলেটিক ক্লাব। গতবার এই পুলিশের কাছেই ৩-২ গোলে হারতে হয়েছিল ডেগি কার্ডোজোর দলকে। এবারের পুলিশ দলে উজ্জ্বল হাওলাদার, শুভ ঘোষ, শেখ সাহিলের মতো বাগানের প্রাক্তনদের দেখা যাবে। তাঁরাই কিন্তু সবুজ-মেরুনের ‘পথের কাঁটা’ হয়ে উঠতে পারেন। প্রথম ম্যাচে তারুণ্যেই ভরসা কোচ ডেগি কার্ডোজোর। তিনি বলেছেন, ‘দলের বেশিরভাগ খেলোয়াড় নতুন। তবে ওরা জানে, কীভাবে চাপ সামলাতে হবে। পুলিশের প্রথম ম্যাচটা দেখেছি। অনেক অভিজ্ঞ ফুটবলার রয়েছেন। আমরা ৩ পয়েন্টের লক্ষ্যে মাঠে নামব।’

কলকাতা লিগে আজ

মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট বনাম পুলিশ অ্যাথলেটিক ক্লাব

সময় : দুপুর ৩টা
স্থান : বঙ্কিমাঞ্জলি স্টেডিয়াম, নৈহাটি

ফুটবলারকে দেখা যেতে পারে। শিলিগুড়ির দুই ফুটবলার পাসাং দোরজি তামাং ও তুষার বিশ্বকর্মার সঙ্গে কালিম্পংয়ের মিগমা শেরপার খেলার সম্ভাবনা রয়েছে। শিলিগুড়ির কলকাতা লিগে মোহনবাগানের অধিনায়কত্ব করবেন জুনিয়ার দল থেকে আসা মিডিও সন্দীপ মালিক। অধিনায়কত্ব পাওয়ায় গর্বিত তিনি। সবুজ-মেরুন অধিনায়ক হিসেবে এবার কলকাতা লিগ জিততে চাইছেন সন্দীপ।

প্রথম ম্যাচে মোহনবাগানের একাদশে উত্তরবঙ্গের তিন করণ রাইকে সই করালেও প্রথম ম্যাচে তাঁর খেলার সম্ভাবনা নেই। পাশাপাশি ইস্টবেঙ্গল থেকে গুণরাজ সিং গ্রেওয়ালকে সই করিয়েছে মোহনবাগান।

প্রথম ম্যাচে বাগানের দুর্গ আগলাতে পারেন দীপ্রভাত ঘোষ। রক্ষণে লিওয়ান কাস্তানা, উমের মুত্তার, সাহিল ইনামদার ও মার্শাল কিসকুই ভরসা ডেগির। মাঝমাঠে অধিনায়ক সন্দীপ মালিকের সঙ্গে মিগমা শেরপা শুরু করতে পারেন। দুই উইংয়ে সালাউদ্দিন ও পাসাং খেলবেন। আপফ্রন্টে তাই বাংগানবা পানগামবামের সঙ্গী হয়তো তুষার বিশ্বকর্মা। গতবার কালীঘাটের হয়ে পাসাং-তুষার জুটি নজর কেড়েছিল। সোমবার ‘পুলিশ ব্যারিকেড’ ভাঙতে এই জুটি তুরুপের তাস বাগান শিবিরের। এদিকে প্রথম ম্যাচের আগে বাগান ফুটবলারদের শুভেচ্ছা জানাতে অনুশীলনে উপস্থিত ছিল দুইটি মোহনবাগান ফ্যান ক্লাব।

ম্যাচের সেরার পুরস্কার নিচ্ছেন তন্ময় বর্মন। ছবি : দেবদর্শন চন্দ

জেনকিন্স সুপার লিগ ফুটবল শুরু

কোচবিহার, ২৯ জুন : জেনকিন্স সুপার লিগ ফুটবল রবিবার শুরু হল। উদ্বোধনী ম্যাচে ২০২২ ও ২০২৩ ব্যাচের প্রাক্তনীদের ম্যাচ গোলশূন্য ড্র হয়েছে। ম্যাচের সেরা ২০২৩ ব্যাচের কৌশিক লিম্বু।

অন্য ম্যাচে ২০০৩ এবং ২০১১ ও ২০১২ ব্যাচের ম্যাচও ১-১ গোলে ড্র হয়। গোল করেন মৈনাক পাল ও মৃগাঙ্ক রায়। ম্যাচের সেরা ২০০৩ ব্যাচের রতন দাস। ২০০১ ব্যাচ ১-০ গোলে ২০০৪-’১০ ব্যাচকে হারিয়েছে। গোল করেন দিব্যেন্দু দেব। ম্যাচের সেরা ২০০৪ ব্যাচের তন্ময় বর্মন।

ফুটবল ফর স্কুল প্রোগ্রাম

আলিপুরদুয়ার, ২৯ জুন : ফুটবল ফর স্কুল অনুষ্ঠান রবিবার অনুষ্ঠিত হল পিএম শ্রী কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ে। অনুষ্ঠানে ৫০টি স্কুলকে ৫০০টি ফুটবল দেওয়া হয়। পাশাপাশি ওই স্কুলের মাধ্যমে জেলার আরও ২০০ স্কুলকে ফুটবল বিতরণ করা হবে।

জিতল গ্রিন

আলিপুরদুয়ার, ২৯ জুন : জেলা ক্রীড়া সংস্থার সুপার ডিভিশন ফুটবল লিগে রবিবার গ্রিন বেঙ্গল ফুটবল অ্যাকাডেমি ৩-১ গোলে টাউন ক্লাবকে হারিয়েছে। সূর্যনগর মাঠে গ্রিনের অভয় তিরকে, বিদ্যজিৎ বসুমাতা ও রাজদীপ শীল গোল করেন। টাউনের গোলটি বিজয় সরকারের।

বিজ্ঞাপন
ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির
₹১কোটির বিজয়ী হলেন
দক্ষিণ ২৪ পরগণা-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, দক্ষিণ ২৪ পরগণা - এর একজন বাসিন্দা চিরঞ্জিত কয়াল - কে 09.04.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 74J 64402 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিকে আমার অশেষ কৃতজ্ঞতা জানাই। আমার মতো একজন সাধারণ মানুষের জন্য এটি একটি খুব বড়ো ব্যাপার। এটি আমার এবং আমার পরিবারের সমস্ত সদস্যদের জীবনের সবকিছুকে খুব ভালোভাবে বদলে দিয়েছে। এক কোটি টাকার এই বিশাল পরিমাণ জয় আমি কখনই ভুলবো না।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর সততা প্রমাণিত।
* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।